

যুবদাতুল মাকসূদ ফী হল্লি- ক্বালা আবু দাউদ

সংকলক

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের রহিমী
পরিচালক, জামিয়া রহিমিয়া ইশাআতুল কিরাআত, মুলতান (পাকিস্তান)

ভাষান্তর

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী
ফায়েলে উলূম দেওবন্দ, ভারত

আল-আক্সা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, পাঠক বন্ধু মার্কেট, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৮৯৪৬৬৯৭০, ১০৭১৮৭৫১৫৯৩

www.e-ilm.weebly.com

প্রকাশক
নাজমুস সা'আদাত শিবলী
আল-আকসা লাইব্রেরী
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জমাদিউস সানী ১৪২৭
জুলাই ২০০৬
আষাঢ় ১৪১৩

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ১৩০টাকা মাত্র।

কম্পোজ
জাকিয়া কম্পিউটার
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সুমাইয়া প্রিন্টার্স

অবতরণিকা

নাহমাদুহ্ ওয়া নুসল্লী আ'লা রাসূহিল কারীম ।

অধম মুহাম্মদ তাহের রহিমী জামেয়া রহিমীয়া ইশাতুল কিরাত (মুলতান)-এর ১৩৯৭ হিজরী সনে শ্রদ্ধাভাজন আসাতিয়া-এ কেরামের বিশেষ করুণায় সুনানে আবু দাউদ অধ্যাপনার সৌভাগ্য লাভ হয় ।

অধ্যাপনাকালে অনুমিত হলো যে, দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষার্থীগণ অত্র গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম আবু দাউদ (র) এর বিশেষ উক্তি আয়ত্তে আনতে অত্যন্ত জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় । আর বাস্তবতাও এই যে, ইমাম আবু দাউদ (র) এর اقوال তথা উক্তিসমূহ যার অধীনে গ্রন্থকার বিশেষভাবে হাদীসের সনদ ও মতনের বৈপরিস্ত ও গরমিল, রাবীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনা, হাদীস মুনকার হওয়ার কারণসমূহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন । বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য । এ কারণে বাসনা জাগলো যে, গ্রন্থকারের উক্ত উক্তিসমূহের ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সংকলন করি যার দ্বারা বিশেষত শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ বোধগম্য করা সহজসাধ্য হয় । এই দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে অত্র পুস্তিকাটি অস্তিত্ব লাভ করে ।

এই পুস্তিকায় ইমাম আবু দাউদ (র) এর اقوال তথা উক্তিসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশিষ্ট উস্তায়ুল হাদীস শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ শরীফ কাশিরী মুন্দাযিল্লুহ্ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের তাকরীর ও আল্লামা শায়খ খলিল আহমদ সাহারানপুরী (র) এর রচিত বাজলুল মাযহ্দের বিশ্লেষণের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে । সুনানে আবু দাউদের باب طول القيام من الركوع (১৪০ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত প্রায় সকল দুর্বোধ্য উক্তিসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এতে । সামনে বিশ্লেষণের অনুভব প্রয়োজন অনুভব করিনি । কারণ এ পর্যন্ত যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা বোধগম্য করার দ্বারা পরবর্তীতে উল্লেখিত উক্তিসমূহ আয়ত্তে আনা সহজসাধ্য হয়ে যাবে এবং এর দ্বারাই যথেষ্ট যোগ্যতা সূচিত হবে ইনশা আল্লাহ ।

অত্র পুস্তিকায় সুনানে আবু দাউদের পৃষ্ঠার যে বরাত উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বাভাবিক প্রচলিত কানপুরী নুসখা অনুযায়ী অবলম্বন করা হয়েছে । অত্র পুস্তিকার নাম زبدة المقصود فى حل قال ابى داود নির্বাচন করা হয়েছে ।

আল্লাহ তা'আলা অধমের চেষ্টা ও শ্রমকে কবুল করে এর দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে উপকৃত করুন । আমীন!

মুহাম্মদ তাহের রহিমী

জামিয়া রহিমিয়া ইশাতুল কিরাত, মুলতান
২৭শে জমাদিউস সানি ১৪০৪ হিজরী

مشکلات سنن ابی داؤد کا آسان حل

ازعزلة المحدثين، قدوة المفتين، قائد السياسة الإسلامية برئاسة أساتذة العلماء
حضرت الشيخ مولانا المفتي محمود صاحب رحمہ اللہ سابق صدر
پاکستان قومی اتحاد و رئیس عمومی جمعیتہ علمائے اسلام پاکستان و مہتمم
جامعہ قاسم العلوم ملتان،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خامدًا مصلیًا ملتًا، اما بعد!

احقر نے رسالہ "زبدۃ المقصود فی حل قال ابو داؤد" مؤلف عزیز محترم سید
القرار والخفاظ ماہر قراءت سب سے عشرہ جناب مولانا القاری محمد طاہر صاحب
زاد اللہ علومہ کا مختلف مقامات سے مطالعہ کیا۔ سنن ابی داؤد میں قال ابو داؤد
کا حل کرنا مدرسین کے نزدیک مشکل مسئلہ ہے، جناب قاری صاحب موصوف
نے اسی مشکل کو حل کر نیکی طرف توجہ فرمائی ہے، اور اے سنن ابی داؤد
کے مطالعہ کرنے والوں (مدرسین و طلباء) کے لئے اردو زبان میں لکھکر
آسان بنا دیا ہے،

قاری صاحب موصوف جہاں علم تجوید و علم قراءت کے
فن میں ماہر اور معتد ہیں اور فن قرات میں بیش بہا تصانیف کے مؤلف
ہیں وہاں اس کتاب کی تالیف سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ علم حدیث
کے مشکل مقامات کے حل کرنے میں بھی کافی دلچسپی لکھتے ہیں،

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تالیف کو دیگر تالیف کی طرح قبول فرما کر نافع
و مفید بنائے اور حضرت قاری صاحب کو اس طرح کی تالیفات کی ترقی و توفیق
بخشے، آمین، واللہ الموفق والمعين .. محمود عفا اللہ عنہ خادم مدرسہ قاسم العلوم ملتان

সূচি নির্দেশিকা

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
৭	সুনানে আবু দাউদের ভূমিকা	৪১	باب المسح على الخفين ص ২০
৭	ইমাম আবু দাউদ (র) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৪২	باب التوقيت في المسح ص ৩১
১০	সুনানে আবু দাউদ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	৪৩	باب المسح على الجوربين ص ২১
১৭	كتاب الطهارة (তহারাতে অধ্যায়)	৪৫	باب في الانتضاح ص ৩৩
১৭	باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء ص ২	৪৬	باب الوضوء من القبلة ص ৬৬
১৭	باب كيف التكتشف عند الحاجة ص ২	৫০	باب الوضوء من مس الذكر ص ২৫
১৭	باب كراهية الكلام عند الخلاء ص ৩	৫০	باب الوضوء من مس اللحم الني وغسله ص ৩৭
১৮	باب في الرجل يرد السلام وهو يبول ص ৩	৫১	باب في ترك الوضوء مما مست النار ص ২৫
১৯	باب الاستبراء من البول ص ৪	৫২	باب التشديد في ذلك
২০	باب الاستتار في الخلاء ص ৬	৫৩	باب الرخصة في ذلك ص ২৬
২২	باب الاستنجاء بالاحجار ص ৬	৫৩	باب في الوضوء من النوم ص ২৬
২৩	باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنحى	৫৫	باب في الرجل يطأ الأذى برجله ص ২৭
২৪	باب السواك ص ৭	৫৬	باب في المذي ص ২৭
২৪	باب السواك من الفطرة ص ৮	৫৭	باب في مباشرة الحائض ومواكلتها ص ২৮
২৫	باب السواك لمن قام بالليل ص ৮	৫৭	باب في الجنب يعود ص ২৭
২৫	باب الرجل يجدد الوضوء من غيرحدث ص ৯	৫৮	باب الجنب يأكل ص ২৭
২৬	باب ما يتنجس الماء ص ৯	৫৮	باب من قال الجنب يتوضا ص ৩৭
২৭	باب ماجاء في بئر بضاعة ص ৯	৫৯	باب في الجنب يؤخر الغسل
২৯	باب الوضوء بسور الكلب ص ১০	৬০	باب في الجنب يدخل المسجد ص ৩০
৩০	باب ا يصلى الرجل وهو قان ص ১৩	৬০	باب في الجنب يصلى بالقوم وهو ناس ص ৩০
৩২	باب مايجزئ من الماء في الوضوء ص ১৩	৬২	باب المرأة ترى مايرى الرجل ص ৩১
৩৩	باب الوضوء في انية الصفر ص ১৩	৬২	باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل ص ৩১
৩৪	باب الرجل يدخل يده في الاتاء قبل ان يغسلها ص ১৫	৬৪	باب في الغسل من الجنابة ص ৬১
৩৪	باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ص ১৫	৬৬	باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ص ৩৩

پृष्ठा	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
৬৬	باب فى الحائض لاتقضى الصلوة ص ৩৫	১০৫	باب التشديد فى ذلك ص ৫
৬৭	باب فى اتيان الحائض ص ৩৫	১০৬	باب السعى الى الصلوة ص ৪৫
৬৮	باب فى المرأة تستحاض ص ৩৬	১০৬	باب من أحق بالامامة ص ৪৬
৭০	باب اذا اقبلت الحيضة تدع الصلوة ص ৩৭	১০৭	باب الامام يصلى من قعود ص ৪৪
৮০	باب ماروى ان المستحاضة تغتسل لكل صلوة ص ৫০	১০৮	باب مايومر به المأموم من اتباع الامام ص ৭১
৮২	باب من قال تغتسل من طهر الى طهر ص ৫১	১০৯	باب فى كم تصلى المرأة ص ৭৫
৮৫	باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر الى ظهر ص ৫২	১১০	باب أسدل فى الصلوة ص ৭৫
৮৬	باب من قال توضع لكل صلوة ص ৫৩	১১০	باب الصلوة على الحصر ص ৭৬
৮৬	باب المستحاضة يغشاه زوجها ص ৫৩	১১০	باب الخط اذا لم يجد عصا ص ১০
৮৭	باب التيمم ص ৫৫	১১১	باب مايقطع الصلوة ص ১০
৯১	باب التيمم فى الحضر ص ৫৪	১১১	باب من قال لايقطع الصلوة شئ ص ১০
৯০	باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم ص ৫৪	১১২	باب تفرغ استفتاح الصلوة ص ১০
৯০	باب التيمم يجد الماء بعدما يصلى فى الوقت ص ৫৭	১১৩	باب رفع اليدين ص ১০
৯৪	باب المنى يصيب الثوب ص ৫৩	১১৩	باب افتتاح الصلوة ص ১০
৯৫	باب الارض يصيبها البول ص ৫৫	১১৪	باب ص ১০
৯৬	باب المواقيت	১১৪	باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ص ১০
৯৮	باب التشديد فى الذى تفوته صلوة العصر ص ৬০	১১৫	باب من رأى الإستفتاح بسبحانك ص ১১
৯৮	باب من نام عن صلوة او نسها ص ৬২	১১৬	باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
৯৯	باب متى يؤمر الغلام بالصلوة ص ৭০	১১৬	باب من جهر بها ص ১১
১০০	باب كيف الأذان ص ৭৪	১১৬	باب من رأى القراءة اذا لم يجهر ص ১২
১০৪	باب مايجب على المؤذن من تعاهد الوقت ص ৭৭	১১৬	باب من كره القراءة اذا جهر الامام
১০৪	باب فى الأذان قبل دخول الوقت ص ৭৭	১১৭	باب من رأى القراءة اذا لم يجهر ص ১২
১০৫	باب فى الصلوة تقام ولم يات الامام الخ ص ৭৭	১১৮	باب تمام التكبير
		১১৮	باب مايقول اذا رفع رأسه من الركوع ص ১২
		১১৯	باب طول القيام من الركوع وبين السجدين ص ১২

সুনানে আবু দাউদের ভূমিকা

মূল লক্ষ্যের অবতারণার পূর্বে দুটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যিক।

(ক) ইমাম আবু দাউদ (র) এর পরিচিতি।

(খ) সুনানে আবু দাউদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

ইমাম আবু দাউদ (র) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এ বিষয়ে ছয়টি জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো— (১) নাম ও বংশ, (২) জন্ম-মৃত্যু ও শিক্ষকবৃন্দ, (৪) শিষ্যবৃন্দ (৫) মর্যাদা ও স্তর ও (৬) মাযহাব।)

১. নাম ও বংশ : ইমাম আবু দাউদ (র) এর নাম সুলায়মান ইবনে আশআছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান আজদি সিযিস্তানী। কুনিয়াত বা উপনাম হলো— আবু দাউদ। আর সিযিস্তান হলো— সিস্তানের আরবি রূপ (মুআররাব)। এটা সিদ্ধ ও হেরাতের মধ্যবর্তী কান্দাহার ও চিশাতের নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। তবে মানচিত্রে এ নামের কোনো শহর বর্তমান খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইয়াকূত হামবী লেখেন যে, এলাকাটি খোরাসানের নিকটবর্তী। তার অপর নাম হলো— সজয। আর এটাই সঠিক প্রতীয়মান হয়। এ কারণে ইমাম আবু দাউদ (র) কে সজযীও বলা হয়। (মু'জামুল বুলদান, পঞ্চম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)

২. জন্ম ও মৃত্যু : ইমাম আবু দাউদ (র) ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরী সনে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ২০২ হিজরী সনের ১৬ই শাওয়াল রোজ শুক্রবারে ভূমিষ্ট হন এবং ২৭৫ হিজরী সনের শাওয়ালের মাঝামাঝি এক শুক্রবারে বসরা শহরে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) এর জানাযার নামায ৮০ বার পঠিত হয়। আনুমানিক তিন লক্ষ মানুষ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। (তাজকেরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা) (লেখক আল্লামা সামসুদ্দিন জাহাবি (র))

ইরাকের বসরা নগরেই তিনি সমাহিত হন। (তারজমানুস সুনান, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা; তাজকেরাতুল হুফফাজ, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালকান, ১ম খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা ও বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন এর বরাতে)

৩. ইমাম আবু দাউদ (র) এর শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ (র) বিভিন্ন ইসলামী দেশ যথা- খোরাসান, ইরাক, শাম, হেজাজ, মিশর, বাগদাদ, ইত্যাদি দেশের অসংখ্য জ্ঞানী-গুণি উস্তাদের থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তন্মধ্যে হতে বিশিষ্ট ১০ জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. আহমদ ইবনে হাম্বল (র); ২. মাহমুদ ইবনে গায়লান (র); ৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র); ৪. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (র); ৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল-কা'নাবি (র); ৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুকাইলি (র); ৭. ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন (র), ৮. আলী ইবনে মাদিনী (র); ৯. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া যুহালি (র) ও ১০. উসমান ইবনে আবি শায়বা (র)।

৪. ইমাম আবু দাউদ (র) -এর শিষ্যবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ (র) এর থেকে অসংখ্য মানুষ জ্ঞান লাভ করেন। তন্মধ্যে তাঁর পুত্র আবু বকর, আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান নিশাপুরী ও আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাল্লাল অন্যতম। তার থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী প্রমুখ (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার যে, তার বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)ও একটি হাদীস (হাদীসে আতির) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে তিনি গর্ববোধ করতেন। এমনকি ইমাম আহমদ (র) এর কতিপয় উস্তাদও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা রেওয়াজাতুল আকাবির আনিল আছাগির এর অন্তর্গত।

৫. মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য : ইবনে হিব্বান (র) বলেন-

كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَحَدَ أَيْمَةِ الدُّنْيَا عِلْمًا وَحِفْظًا وَفِقْهًا وَ
وَرَعًا وَاتِّقَانًا

মুসা ইবনে হারুন বলেন-

خَلِقَ أَبُو دَاوُدَ فِي الدُّنْيَا لِلْحَدِيثِ وَفِي الْآخِرَةِ لِلْجَنَّةِ وَمَارَأَيْتُ
أَفْضَلَ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ هَرَبِيَّ مَسْتَبْصِرًا يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ أَحَدَ أَيْمَةِ الدُّنْيَا
عِلْمًا وَحِفْظًا وَفِقْهًا وَوَرَعًا وَاتِّقَانًا

ক্ষেত্রে ইলমে হাদীস এতো নরম হয়ে গিয়েছিলো যে রূপ হযরত দাউদ (আ) এর কাছে লোহা নরম হয়ে গিয়েছিলো। ইবনে মানদা ইসফাহানি বলেন-
চার মনীষী অর্থাৎ ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও আবু দাউদ (র) শক্তিশালী

হাদীসকে মা'নুল হাদীস থেকে এবং সহীহ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস থেকে বাছাই করেছেন।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুয়তাবী একদা ইমাম আবু দাউদ (র) এর খেদমতে এসে বলেন- আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) জিজ্ঞেস করলেন সেটা কি? সাহল (র) বলেন- যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য তা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি না পাবো ততক্ষণ আমি তা ব্যক্ত করবো না। ইমাম আবু দাউদ তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন সাহল (র) বললেন- যে জিহ্বা দ্বারা আপনি রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীস বর্ণনা করেন তা বের করবেন। আমি তাতে চুম্বন করবো। এরপর ইমাম আবু দাউদ (র) স্বীয় জিহ্বা বের করলেন। আর সাহল (র) তাতে চুম্বন করলেন।

আল্লামা শামসুদ্দিন জাহবী (র) তাজকেরাতুল হুফফাজ গ্রন্থে লেখেন যে, ইমাম আবু দাউদ (র) গঠন ও চরিত্রের দিক দিয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এর সামঞ্জস্য ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ওয়াকী' (র) এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। তিনি ছিলেন ইমাম সুফিয়ানের এবং সুফিয়ান ছিলেন মানছুর (র) এর তিনি ছিলেন ইব্রাহিম নাখয়ী (র) এর, তিনি আলকামা (র) এর, আলকামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর এবং ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬. ইমাম আবু দাউদ (র) এর মাযহাব : প্রসিদ্ধ এটাই যে, তিনি শাফেয়ী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) এটাই উল্লেখ করেছেন। তবে সঠিক এই যে, তিনি হাম্বলী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। এমনকি হাম্বলী অনুসারীদের মধ্যে তিনি চরমপন্থী ছিলেন। যেমনটি হানাফী মাসলাক-এ ইমাম তুহাবী (র) চরমপন্থী ছিলেন। এটা ইমাম ইবনে তায়মীয়া এর উক্তি। হাম্বলী মাযহাবের মাসলাকের কিতাবাদি ইমাম আবু দাউদ (র) এর বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ যা তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ তাহের হারায়েরী লেখেন-

মূলকথা এই যে 'তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। বিশেষভাবে কারো অনুসারী ছিলেন না'।

জ্ঞাতব্য : মুজতাহিদ দু'ধরনের (ক) মুজতাহিদে মুতলাক: যিনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল থেকে উসূল বা মূলনীতি নির্বাচন করেন।

অতঃপর উক্ত উসূলের আলোকে শাখা মাসায়িল বের করার ক্ষমতা রাখেন।
 (খ) মুজতাহিদ ফিল মাযহাব : যিনি উসূলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদে মুতলাকের
 অনুসারী তবে মাসাইল ইস্তেমবাতের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মুজতাহিদের
 ব্যতিক্রম করেন। যেমন- সাহেবাইন (র)।

মুজতাহিদে মুতলাক দু'প্রকার। (ক) متبع তথা মানুষেরা যাদের
 অনুসরণ করেছেন যেমন- বিশিষ্ট চার ইমাম। (খ) غيرمتبع তথা মানুষেরা
 যাদের অনুসরণ করেনি। যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ।

সুনানে আবু দাউদ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

এ প্রসঙ্গে ৫টি বিষয়ে আলোকপাত করা হলো- ১. বৈশিষ্ট্য, ২. মর্যাদা,
 ৩. ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ৪. মুদ্রণ বা কপি ও ৫. সনদ।

১. বৈশিষ্ট্য : এক্ষেত্রে চারটি বিষয় আলোচনা করা হলো- ১. মর্যাদা, ২.
 শর্ত, ৩. উদ্দেশ্য, ৪. পদ্ধতি।

১. মর্যাদা : উল্লেখ্য যে, হাদীসের বর্ণনাকারী পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক)
 কামিলুয্যাবত, কাছীরুল মুলাযামা, যেমন- ইমাম যুহরী (র) এর শিষ্যদের
 মধ্যে উকাইল ইবনে খালিদ প্রমুখ। (খ) কামিলুয্যাবত কালীলুল মুলাযামা।
 যেমন- ইমাম আউযায়ী প্রমুখ। (গ) নাকিসুয্যাবত কাছীরুল মুলাযামা
 যেমন- সুফিয়ান ইবনে হুসাইন সুলামি প্রমুখ। (ঘ) নাকিসুয্যাবত কালীলুল
 মুলাযামা। যেমন- ইসহাক ইবনে কালবী প্রমুখ। (ঙ) দোয়াফা মাজহলিন
 অর্থাৎ যয়ীফ ও অপরিচিত। যেমন- বাহার ইবনে কাছির সাক্বা প্রমুখ।

ইমাম নাসায়ীও আবু দাউদ (র) উভয়ে প্রথম তিন শ্রেণীর রাবীদের থেকে
 বিশেষভাবে এবং চতুর্থ প্রকারের রাবীদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ রাবীদের থেকে
 হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইমাম নাসায়ী
 হাদীস গ্রহণ করার পর উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল হাদীস সহীহ। আর
 ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন যে, এ সকল হাদীস এর উপর আমল চলে
 আসছে। এ কারণে হযরত মওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (র) এর
 মন্তব্য মোতাবেক আবু দাউদ এর স্তর নাসায়ীর পরে চতুর্থ নম্বরে। কারণ
 হাদীসের উপর আমল করা হাদীস সহীহ হাসান ও জয়ীফ তিনো প্রকারকে
 শামিল করে। কেননা যদি জয়ীফ হাদীসের মোকাবেলায় কোনো সহীহ হাদীস
 না থাকে তাহলে জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা বৈধ।

ফায়েদা ১ : ইমাম আবু দাউদ (র) এর কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বনকে আলিমগণ হুজ্জাত বা দলিলযোগ্য স্থির করেছেন। যতক্ষণ দ্বিতীয় কোন কারণ তার সাথে সাংঘর্ষিক না হবে। (মাকতুবায়ে ইলমিয়া, ৫২ পৃষ্ঠা)

ফায়েদা ২: আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদা (র) এর উক্তি এই যে, ইমাম নাসায়ীর ন্যায় ইমাম আবু দাউদ (র)ও ঐ সকল ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন যাদের হাদীস পরিত্যাগের ব্যাপারে ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য কোনো বিষয়ে যদি কেবল জরীফ হাদীসই বিদ্যমান থাকে তবে তা বর্ণনা করেছেন। কারণ তা ইমাম আবু দাউদ (র) এর মতে ব্যক্তিগত অভিমত থেকে শক্তিশালী। (মুকাদ্দিমায়ে ফাতহুল মুলহিম, ২৯ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : আবু দাউদের শর্ত : রাবীর মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণের মধ্য হতে কোনো একটি বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিমের কোনো একটির মধ্যে উক্ত রাবীর বর্ণনা থাকা।
২. সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়া।
৩. সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত রাবী পরিত্যাজ্য না হওয়া।
৪. রাবী যদি অত্যন্ত দুর্বল হয় তাহলে তার দুর্বলতার কারণ বর্ণনা করা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : আবু দাউদ (র) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

আবু দাউদ (র) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঁচটি।

১. আইম্মায়ে মুজতাহিদ্দীন এর মধ্য হতে প্রত্যেকের দলিল বর্ণনা করা। এ কারণেই আবু দাউদ শরীফের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ শিরোনামের দিক দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। যেমন— **بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ**— যেমন— ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থের এই ব্যাপকতার কারণেই ইমাম গাজ্জালী (র) মন্তব্য করেন **إِنَّ كِتَابَهُ كَافٍ لِلْمُجْتَهِدِ** (ইমাম আবু দাউদ (র) এর সুনান গ্রন্থটি মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।)

২. মাসাইল ইস্তেমবাত করার পন্থাসমূহ শিক্ষা দেয়া যা ইমাম বুখারীরও উদ্দেশ্য।

৩. হাদীসের সনদে বিভিন্ন শাখা বর্ণনা করা।

৪. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদ (র) হাদীসের সবলতা ও দুর্বলতা এবং দোষযুক্ত বা দোষযুক্ত হওয়ার প্রতিও ইশারা করেছেন।

৫. আবু দাউদ শরীফের সকল হাদীস আমল যোগ্য ও দলিলযোগ্য। এর মধ্যে কোনো হাদীস এমন নেই যার উপর আমল করা হয়নি। বস্তুত ইমাম আবু দাউদ (র)-এর কাছে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) হাদীসের বিশাল মজুদ ছিলো। তার মধ্যে বাছাই করে তিনি কেবল ৪,৮০০ (চার হাজার আটশ) মুত্তাখ্বিলুস সনদ হাদীসকে সন্নিবেশ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সহীহ হাদীসও আছে এবং হাসান হাদীসও আছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : গ্রন্থের ধরন প্রকৃতি :

ইমাম আবু দাউদ (র) এর পূর্বে জামে' ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থ লেখার প্রচলন ছিলো। তবে সুনানের পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম তিনিই গ্রন্থ রচনা করেন।

২. কিতাবের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য : আল্লামা খাত্তাবি (র) লিখেন-

إِنَّ كِتَابَ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ كِتَابٌ شَرِيفٌ لَمْ يُصْنَفْ فِي عِلْمِ
الدِّينِ مِثْلَهُ وَقَدْ رَزَقَ الْقُبُولَ مِنْ كَافَّةِ النَّاسِ

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থটি একটি বিশেষ মর্যাদাবান গ্রন্থ। দ্বীনি বিষয়ে এ ধরনের কোনো গ্রন্থ ইতিপূর্বে সংকলিত হয়নি। সর্বস্বরের মানুষ এটা গ্রহণ করেছেন। আবু সাঈদ ইবনুল আরাবি (আবু দাউদ (র) এর শিষ্য) এর মন্তব্য এই যে, কারো কাছে যদি শুধু কোরআন মজীদ ও সুনানে আবু দাউদ থাকে তাহলে ধর্মীয় ইলমের ক্ষেত্রে সে অন্য কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হবে না। হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি বলছেন- مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالسُّنَنِ فَلْيَقْرَأْ سُنْنَ أَبِي دَاوُدَ (যে সুন্নাহসমূহকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করতে চায় সে যেন সুনানে আবু দাউদ পাঠ করে।)"

স্বয়ং আবু দাউদ (র) বলেন যে, কোনো জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির জন্যে আমার কিতাবের চারটি হাদীসই যথেষ্ট (যেগুলো দ্বারা ইবাদত, সময়, বিভিন্ন জনের অধিকার ও তাকওয়া এর সংশোধনী লাভ হওয়া সম্ভব।) যথা-

۱ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ۲، مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا
يَعْنِيهِ، ۳، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ۶،
الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ اتَّقَى
الْمُشْتَبِهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

৩. আবু দাউদ (র) এর ব্যাখ্যা ও টিকা গ্রন্থ :

বিভিন্ন আলিম আবু দাউদ এর শরাহ ও টিকা গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে হতে উনিশটি নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ‘মাআলিমুস সুনান’ লেখক- আল্লামা আবু সুলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে খাত্তাবী বাসতি শাফেয়ী। এটাই আবু দাউদের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

২. ‘শরহে ইমাম আবু যুরআ ওয়ালি উদ্দিন ইরাকী’। এটা সুজুদুস সাহব পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সাত ভলিউমে সমাপ্ত। অত্যন্ত সুবিস্তৃত ও অতুলনীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৩. ‘ইকতিফারুস সুনান’ লেখক- শিহাবউদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাকদিছি।

৪. ‘ইকতিয়াউস সুনান’ প্রায় প্রথম অর্ধ পর্যন্ত। লেখক আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী।

৫. ‘গায়াতুল মাকছুদ’ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক- শায়খ আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদী।

৬. ‘আউনুল মা‘বুদ’ লেখক- শায়েখ আল্লামা আশরাফ আলী আযিমাবাদী।

৭. ‘বাজলুল মাজহুদ’ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক- শায়খ মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (র)। এই সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ সুবিস্তৃত ও সুপ্রসিদ্ধ।

৮. ‘হাশিয়ায়ে মিরকাতুস সাউদ ইলা সুনানি আবি দাউদ’ লেখক আল্লামা সুয়ুতি (র)।

৯. ‘হাশিয়ায়ে ফতহুল ওয়াদুদ’ লেখক-আল্লামা আবুল হাসান সিক্কী মদনী হানাফী (র)।

১০. শায়খ কুতুবুদ্দিন, ১১. শায়খ শিহাবুদ্দিন রমলি, ১২. হাফেয ইবনে হজর, ১৩. আল্লামা নববী, ১৪. আল্লামা ইবনে আরছালান, ১৫. হাফেয আলাউদ্দিন মোগলতায়ী, ১৬. হাফেয জকিউদ্দিন, ১৭. আবু মুহাম্মদ মুনজেরী এ সাতজন পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

১৮. ‘আনওয়ারুল মাহমুদ’ লেখক- শায়খ মুহাম্মদ সিদ্দিক (র)। এটা হযরত সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসের ভাষ্যের সমষ্টি তবে এর মধ্যে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে।

১৯. 'আত তা'লিকুল মাহমুদ' লেখক- শায়খ ফখরুল হাসান গাঙ্গু। ২০. 'আল মিনহাল আল আযবুল মাউরুদ' লেখক-শায়খ মাহমুদ খাতাব সুবুকী। এটা ১০ খণ্ডে কিতাবুল হজ্জের তালবিয়া পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখিত। অত্যন্ত সুবিস্তৃত ও অভিনব গ্রন্থ।

৪. আবু দাউদ (র) এর বিভিন্ন রূপ কপি (নুসখা) :

সুনানে আবু দাউদ এর চারটি নুসখা বা কপি প্রসিদ্ধ আছে। ১. লুলুঈ ২. ইবনে ওয়াছা, ৩. ইবনুল আরাবি, ৪. রমলী।

আবু আলী মুহাম্মদ লুলুঈ এর কপি বা নুসখা পূর্ব দেশীয় বিভিন্ন শহরে সুপ্রসিদ্ধ। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছা এর নুসখা উনদুলুছ এর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরে সুপ্রসিদ্ধ। এ উভয় নুসখা প্রায় সমপর্যায়ের। এ দুটির মধ্যে সাধারণত কেবল অগ্রপশ্চাতের ব্যবধান রয়েছে। আর হাদীসের ক্ষেত্রে কমবেশীর পার্থক্য নিতান্তই কম। তবে বর্তমান অধিকাংশ দেশে প্রথম নুসখাটি অধিক প্রচলিত। এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। যথা- ১. এ নুসখা অন্যান্য সকল নুসখা থেকে অধিক সহীহ পূর্ণাঙ্গ ও প্রসিদ্ধ। ২. আবু আলী লুলুঈ (র) এ নুসখাটি ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে তার ইত্তেকালের বছর অর্থাৎ ২৭৫ হিজরী সনের মুহররম মাসে শ্রবন করেছিলেন। কাজেই এটা আবু দাউদ (র) এর সর্বশেষ লিপিকরণ।

৩. আবু সাঈদ আহমদ ইবনুল আরাবি এর নুসখা : এটা নিতান্ত অপূর্ণাঙ্গ। কারণ এর মধ্যে কিতাবুল মালাহিম, কিতাবুল ফিতান, কিতাবুল কেয়াত ইত্যাদি নেই।

৪. আবু ঈসা ইসহাক রমলি (র) এর নুসখা। এটা প্রথম দু'টি নুসখার নিকটবর্তী তবে প্রথম নুসখা বেশি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ। সুনানে আবু দাউদ (র) এর হাদীসের যে সংখ্যা অর্থাৎ ৪৮০০ হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা নুসখায়ে লুলুঈ মুতাবেক।

৫. সনদ পরস্পরা : আবু দাউদ (র) এর সনদ (লেখক থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) পর্যন্ত) এর মাঝে ২৩টি মাধ্যম রয়েছে। ২৪ নম্বর নামটি ইমাম আবু দাউদ (র) এর। পূর্ণাঙ্গ সনদ এই-

قَالَ أَحَقَرُ الْعِبَادِ مُحَمَّدٌ طَاهِرُ الرَّحِمِيِّ عَفَى عَنْهُ
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ شَرِيفُ الْكَشْمِيرِيِّ مَدَّ

ظَلَّهُ عَنِ الشَّيْخِ مَوْلَانَا شَمْسُ الْحَقِّ الْأَفْغَانِيَّ عَنِ الشَّيْخِ
 مَوْلَانَا السَّيِّدِ أَنْوَرِ الشَّاهِ الْكُشْمِيرِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَوْلَانَا
 مَحْمُودِ الْحَسَنِ الدِّيُونَدِيِّ عَنِ الشَّيْخَيْنِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ قَاسِمِ
 النَّانُوتَوِيِّ وَمَوْلَانَا رَشِيدِ أَحْمَدِ الْجَنْجُوهِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَوْلَانَا
 الشَّاهِ عَبْدِ الْغَنِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَوْلَانَا الشَّاهِ مُحَمَّدِ اسْحُقِ
 الدِّهْلَوِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَوْلَانَا الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّهْلَوِيِّ عَنِ
 الشَّيْخِ مَوْلَانَا الشَّاهِ وَلِيِّ اللَّهِ الدِّهْلَوِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي طَاهِرِ
 مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمِ الْكَرْدِيِّ الْمَدَنِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْأَجَلِّ حَسَنِ بْنِ
 عَلِيِّ الْعَجِيمِيِّ عَنِ الشَّيْخِ عَيْسَى الْمَغْرِبِيِّ عَنِ الشَّيْخِ
 شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْخَفَّاجِيِّ عَنِ الشَّيْخِ بَدْرِ
 الدِّينِ حَسَنِ الْكَرْخِيِّ عَنِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ عَنِ
 الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقْبِلِ الْحَلْبِيِّ عَنِ الشَّيْخِ صَاحِبِ الدِّينِ بْنِ
 أَبِي عَمْرٍو الْمَقْدِسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ
 مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْجُنَارِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرِ عَمْرٍو بْنِ
 الشَّيْخِ طَبْرَزْدِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي الْوَلِيدِ اِبْرَاهِيمِ
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ مُصْلِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
 مُحَمَّدِ الدَّارِمِيِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتِ
 الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْقَاضِي أَبِي عَمْرٍو
 الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الشَّيْخِ
 أَبِي عَلِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو الْكُلُوبِيِّ الْمِصْرِيِّ
 عَنِ مُؤَلِّفِهِ الشَّيْخِ أَبِي دَاوُدَ سَلِيمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ
 السِّجِسْتَانِيِّ -

জ্ঞাতব্য : অধমের হাকীমুল ইসলাম হযরত মওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব (র) থেকেও হাদীসের ইজায়ত লাভ হয়েছে। এর তিনটি সনদ রয়েছে। যথা—

১. সায়েদ আনোয়ার শাহ্ (র) থেকে, ২. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেব (র) থেকে এবং তিনি হযরত গাঙ্গুহী (র) থেকে, ৩. হযরত মাওলানা খলিল আহমদ (র) থেকে এবং তিনি শায়খ আবদুল কাইয়ুম (র) থেকে এবং তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক (র) থেকে। সুতরাং ক্রমান্বয়ে এক, দুই ও তিন মাধ্যম কম হয়ে তেইশতম, একুশতম, বাইশতম নামে ইমাম আবু দাউদ (র) পর্যন্ত সনদ উপনীত হয়।

ভূমিকার পরিশিষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (র) এর একটি আশ্চর্য ঘটনা : একবার তিনি কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিলেন। নদীর প্রায় দুই মাইল দূরে গভীর পানিতে একটি জাহাজ নোঙ্গর করেছিলো। উক্ত জাহাজে অবস্থিত এক ব্যক্তির হাঁচি আসলে সে আওয়াজ ইমাম আবু দাউদ (র) এর কানে পৌঁছে। তিনি তিন দিরহামে নৌকা ভাড়া করে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং সেখানে গিয়ে তাকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে আসেন। অথচ হাঁচির জবাব দেওয়ার জন্য একই মজলিসে থাকা জরুরি। অথচ তিনি ছিলেন মজলিস থেকে অনেক দূরে— তখন গায়েবের থেকে আওয়াজ আসল— হে আবু দাউদ! তুমি আজ তিন দেরহামে জান্নাত ক্রয় করলে।

আশ্চর্য অভ্যাস

পোশাকের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অভ্যাস এই ছিলো যে, তিনি কোরতার একটি হাতা প্রশস্ত ও অপরটি সংকীর্ণ রাখতেন। এ ব্যাপারে যখন তাঁর নিকট কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন— একটি হাতা এ কারণে প্রশস্ত রাখি যে, তার মধ্যে আমি আমার কিতাবের কিছু অংশ রাখি। আর অপর হাতাটি প্রশস্ত রাখাকে আমি অপচয় গণ্য করি।

(তারজুমানুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

كتاب الطهارة

তহরাত অধ্যায়

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ۲

قَوْلُهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

আব্দুল আজিজের চারজন শিষ্য । ১. হাম্মাদ, ২. আব্দুল ওয়ারিছ, ৩.

শো'বা, ৪. ওহাইব । হাম্মাদ (র) **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمْ** আব্দুল ওয়ারিছ **أَعُوذُ بِاللَّهِ** আর শো'বা উভয় রকম এবং উহাইব **بِاللَّهِ** বর্ণনা করেছেন । শো'বার বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, এ বিভিন্নতা উস্তাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

بَابُ كَيْفِ التَّكْشِيفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ۲

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

এর উদ্দেশ্য এই যে, এ সনদটি শক্তিশালী । আর দ্বিতীয় সনদ অর্থাৎ আব্দুস সালাম এর সনদ দুর্বল । কারণ আনাস (রা) এর সাথে আ'মাশ এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই । এখন প্রশ্ন জাগে যে, ওয়াকী' (র) এর সনদও জয়ীফ হওয়া চাই । কারণ তার মধ্যে অপরিচিত রাবীর মাধ্যম রয়েছে ।

উত্তর : এ অপরিচিত বা অস্পষ্ট ব্যক্তি গ্রন্থকারের কাছে নির্ভরযোগ্য ও নির্দিষ্ট অর্থাৎ তিনি হলেন কাসিম ইবনে মুহাম্মদ । অন্যথায় তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন না । কাজেই ওয়াকী' (র) এর সনদ শক্তিশালী হলো ।

بَابُ كِرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ ۲

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرَمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুত্তাসিল সনদের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করা । কারণ ইকরামা এ হাদীসকে মুসনাদ ও মুত্তাছিল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি ।

ইয়াহয়া ইবনে আবি কাসীর এর অন্যান্য শিষ্য আওয়ামী প্রমুখ এটাকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে দাকীকুল ঈদ এর ভাষ্য মতে হিব্বান ইবনে ইয়াজিদ ইকরামা এর মুতাবি' বা সহবর্ণনাকারী রয়েছেন। উপরন্তু ইকরামা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত। কাজেই তার সনদ সহীহ ও শক্তিশালী।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ ۳

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ (أَيُّ أَبِي الْجُهَيْمِ وَابْنِ عَبَّاسٍ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمُ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ

এ তালীক সূত্র উল্লেখের দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর উদ্দেশ্য হলো- পেশাব করা কালে সালামের জবাব দেয়া মাকরুহ হওয়া বর্ণনা করা। আর পেশাব থেকে অবসর হওয়ার পর উযু ও পবিত্র হওয়া ছাড়া সালামের জবাব দেয়া মাকরুহ ছাড়াই জায়েয। মহানবী (স) এর পেশাব থেকে অবসর হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন না করে জবাব না দেওয়াটা উত্তমের উপর ভিত্তি করে ছিলো। (বজলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

بَابُ الْخَاتِمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءُ ۴

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَنَّهَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ

ইমাম আবু দাউদ (র) এ বাবের হাদীসকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন। মুনকার হওয়ার পেছনে তিনি তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. এ হাদীসের সনদের মধ্যে ইবনে জুরাইজ ও যুহরী এর মাঝে যিয়াদ এর মাধ্যম পরিত্যাজ্য।

২. মতনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে মূল মতন এরূপ-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَرَقٍ ثُمَّ الْقَاهُ

৩. এটা হাম্মাম ইবনে ইয়াহয়া এর ভ্রান্তি। এক্ষেত্রে তিনি একক ব্যক্তি কিন্তু ইমাম মারদীনি 'আল জাওহারুন নাকী' গ্রন্থে লিখেন যে, এখানে ইমাম আবু দাউদ (র) এর বিশ্বৃতি ঘটেছে। অন্যথায় হাদীসটি মুনকার নয়। কেননা মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা এই যে,

مَارَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالَفًا لِلثِّقَةِ

যে হাদীসকে কোনো জয়ীফ রাবী সিকা রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করে। অথচ ইয়াহয়া ইবনে মুঈন ও আহমদ ইবনে হাম্বল এবং শায়খাইন (র) হাম্মামকে সিকা স্থির করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

প্রথম কারণের জবাব- সম্ভাবনা আছে যে, যুহরীর সাথে ইবনে জুরাইজ এর মাধ্যমে এবং মাধ্যম ছাড়াই উভয় ধরনের শ্রবণ লাভ হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণের জবাব- এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন হাদীস, উভয়টিই বিশুদ্ধ।

তৃতীয় কারণের জবাব- হাম্মামের দুজন মুতাবি' রয়েছে। ১. ইয়াহয়া ইবনে মুতাওয়াক্কিল বসরী। এটা বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ২. ইয়াহয়া ইবনে দারীস, এটা দারকুতনির কিতাবুল ইলাল অধ্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। বরং ইমাম আবু দাউদ (র) যে হাদীসকে মা'রুফ বলেছেন তা মুহাদ্দিসগণের নিকট ঠিক নয়। কারণ- বিশুদ্ধ হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি বলছেন যে, যে আংটি নিক্ষেপ করেছিলেন তা স্বর্ণের ছিলো। আর রৌপ্যের আংটি তো রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে শেষ বয়স পর্যন্ত এমনকি তাঁর ইস্তিকালের পরেও উসমান (রা) এর খেলাফত কাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো। অবশেষে হযরত উসমান (রা) এর হাত থেকে বীরে আরিস এর মধ্যে তা পড়ে যায়।

بَابُ الْأِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ ص

قَوْلُهُ قَالَ هُنَادُ يُسْتَبْرَأُ مَكَانَ يُسْتَنْزَهُ وَقَوْلُهُ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ

يُسْتَنْزَهُ

এর দ্বারা সনদ ও মতনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আ'মাশের সনদে মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাসের মাঝে তাউসের মাধ্যম রয়েছে। মানছুর এর সনদে উক্ত মাধ্যম নেই। ইমাম বুখারী উভয় প্রকারকেই বিশুদ্ধ বলেছেন।

বর্ণনায় আবু সাঈদ এর আল খায়ের উপাধি উল্লেখিত হয়েছে। আব্দুল মালিকের এই রেওয়াজেতটি ইবনেমাজায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আবু সাঈদ এর স্থলে আবু সা'দ আল খায়ের (ইয়া বিহীন) বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এখানে তিনটি বিষয়ে তাহকীক করা জরুরি।

প্রথমত তাহকীক : আবু সাঈদ এবং আবু সা'দ আল খায়ের উভয়ে এক ব্যক্তি নাকি দু ব্যক্তি? বাস্তবতা এই যে, দুজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম। ১. এক আবু সাঈদ জিয়াদ হিবরানী হিমিয়ারী হিমছি। তিনি আল খায়ের উপাধি যুক্ত নন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন এবং আবু হুরায়রা (রা) এর শিষ্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে লিখেন আবু সাঈদ হিবরানী নিঃসন্দেহে তাবেয়ী ছিলেন। ২. আবু সাঈদ আল আনওয়ারী যিনি আল খায়ের উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহাবী। আবু দাউদ এর কোনো কোন নুসখায় এ ভাষ্য উল্লেখ রয়েছে যে, قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرِيُّ هُوَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ ভাষ্য দ্বারা ইমাম আবু দাউদ (র) এর উদ্দেশ্য হলো- এ সন্দেহ দূর করা যে, এখানে আবু সাঈদ দ্বারা আল খায়ের উপাধি বিহীন তাবেয়ী উদ্দেশ্য। আল খায়ের উপাধি যুক্ত আবু সাঈদ সাহাবী উদ্দেশ্য নন। উপরন্তু বুখারী ও ইবনে হিব্বান (র) আবু সাঈদ আল খায়ের এর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় তাহকীক : সনদে আবু সাঈদ নাকি আবু সা'দ কোন্টি সঠিক? ইবনেমাজা, বায়হাকী ও সহীহ ইবনে হিব্বানে আবু সা'দ রয়েছে। কিন্তু আল্লামা নববী (র) এর তাহকীক মতে আবু সাঈদ-ই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় তাহকীক : পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসে আবু সাঈদ-এর পরে আল খায়ের শব্দ বিশুদ্ধ কিনা?

এ ব্যাপারে স্বরণ রাখতে হবে যে, এখানে আল খায়ের শব্দের উল্লেখ বিশুদ্ধ নয়। কারণ প্রথম তাহকীক দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, (১) আবু সাঈদ ছিলেন তাবেঈ। আর এটা স্পষ্ট যে, তিনি আবু সাঈদ-ই। কারণ আবু সাঈদ আল খায়ের ছিলেন সাহাবী। যেমন- পূর্বে আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখার ইবারত দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আবু সাঈদ আল খায়ের ছিলেন সাহাবী। অথচ তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা

করেছেন। আর এটা স্পষ্ট ও বাস্তব যে, সাহাবীর শিষ্য সাধারণত তাবেয়ী হয়ে থাকেন। আর তিনি হলেন আবু সাঈদ। আবু সা'দ আল খায়ের নন। উল্লেখিত সনদে আবু সা'দ আল খায়ের সম্পর্কে ইবনে হাজার (র) তাহজীব ও তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে লিখেন যে, এটা কোনো রাবীর ভ্রান্তি। তার থেকে ত্রুটি ও বিলুপ্তি সংঘটিত হয়েছে। তিনি আবু সাঈদ থেকে আবু সাদ ও আল হিবরানী থেকে আল খায়ের বুঝেছেন। (বাজলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

بَابُ الْإِسْتِنْبَاءِ بِالْأَحْجَارِ

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো— উল্লেখিত সনদকে শক্তিশালী করা ও প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ আবু মুয়াবিয়ার শিষ্যদের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। ১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফায়লী, হিশাম ইবনে উরওয়া ও আমর ইবনে খুযাইমা এর মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ নেই। কিন্তু আবু মুয়াবিয়া এর অপর শিষ্য আলী ইবনে হরব হিশাম ও আমরের মাঝে আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ এর মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ

ইমাম আবু দাউদ (র) এ সম্পর্কে বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফায়লী এর বর্ণনার সনদটি প্রাধান্য যোগ্য। কারণ তার দু'টি মুতাবি' রয়েছে। অর্থাৎ আবু উসামা ও ইবনে নুমাইর উভয়ে হিশামের শিষ্য। আর হিশাম ও আমরের মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ করেননি। উপরন্তু ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ এর মাধ্যম সঠিক নয়। এভাবে عَلِيُّ هَذَا ابْنُ عَيْيَنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي وَجْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ এর সনদও বিসৃঙ্ক নয়। কারণ আবু ওয়াজযা রাবী পরিচিত নয়।

بَابُ الرَّجْلِ يَدُلُّكَ يَدُهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أُمَّ

শারীক এর দু'জন শিষ্য রয়েছে। আসওয়াদ ও ওয়াকী'। ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে আসওয়াদের শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন। কেননা কোনো কোনো নুসখায় স্পষ্ট আকারে وَهَذَا لَفْظُهُ রয়েছে। এখন সামনে قَالَ أَبُو دَاوُدَ থেকে আসওয়াদের হাদীস প্রাধান্য দেওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। যে, আসওয়াদের ভাষ্য এ কারণে অবলম্বন করা হয়েছে যে, তার বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন : কোনো কোনো নুসখায় فَاسْتَنْجَى এর পরে قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي থেকে শেষ পর্যন্ত ওয়াকী' এর ভাষ্য। অতএব এর দ্বারা জানা গেলো যে, আসওয়াদের হাদীস فَاسْتَنْجَى পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। অতএব তার হাদীস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে কিভাবে?

উত্তর : ১. এটা নকলকারীদের ভুল। কারণ এ ভাষ্যটি মিশরী কোনো কপিতে উল্লেখ নেই। উপরন্তু ওয়াকী' এর হাদীস নাসায়ী শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাতে ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِأَنْبَاءٍ أُخْرَ فَتَوَضَّأَ কোনো কোনো কপিতে মুসান্নিফ (র) আসওয়াদ সম্পর্কে وَهَذَا لَفْظُهُ স্পষ্টাকারে লিখেছেন। কিন্তু তাকে যদি বিস্ময় মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা আবশ্যিক হয় যে, ওয়াকী এর হাদীস পূর্ণাঙ্গ। অথচ মুসান্নিফ (র) আসওয়াদ এর হাদীসকে অধিক পূর্ণাঙ্গ বলেছেন। এ কারণে وَفِي حَدِيثٍ وَكَيْعِ الخ বিশিষ্ট ইবারত ঠিক নয়।

২. ثُمَّ مُسَّحَ يَدُهُ এর সম্পর্ক কেবল قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثٍ وَكَيْعِ সাথে যে, এ শব্দটি ওয়াকী এর বর্ণনায়ও বিদ্যমান রয়েছে। অতএব মুসান্নিফ (র) এ কথাটি বলে এ বাক্যকে শক্তিশালী করেছেন যে, এটা শিরোনাম সংশ্লিষ্ট। তবে ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِأَنْبَاءٍ أُخْرَ فَتَوَضَّأَ শব্দ শুধু আসওয়াদ এর হাদীসে রয়েছে। এই কারণে আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীস পূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত হলো।

بَابُ السَّوَاكِ ٧

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর একজন শিষ্য আহমদ ইবনে খালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন। আর অপর শিষ্য ইব্রাহীম ইবনে সা'দ ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। অতএব সম্ভাবনা আছে যে, উভয় বর্ণনা সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। অথবা উভয়ের মধ্য হতে কোনো একটির উল্লেখ রাবী কর্তৃক ভ্রান্তি সাপেক্ষে। (বাজলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

بَابُ السَّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ ٨

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا
فِي الرَّأْسِ الْخ

ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে চারটি মারফু হাদীস উল্লেখ করেছেন। ১. আয়েশা (রা) এর হাদীস, ২. আন্নার (রা) এর হাদীস, ৩. ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীস ও ৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস। এরপর তিনি দুইটি মওকুফ اثر বা হাদীস উল্লেখ করেছেন। একটি তলক ইবনে হাবীব প্রমুখ থেকে, অপরটি ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে। এগুলোর মধ্যে মতনের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সেদিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন— اعفاء لحيه তথা দাড়ি লম্বা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও ইব্রাহীম নাখয়ী (র) এই তিন জনের হাদীসে। আর আন্নার ইবনে আব্বাস ও তলকের হাদীসে এ শব্দটি উল্লেখ নেই।

এভাবে ختان এর উল্লেখ আন্নার, তলক ও নাখয়ী তিনোজনের হাদীসে রয়েছে। কিন্তু আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে উল্লেখ নেই। আর পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে শুধু ইবনে আব্বাসের হাদীসে।

সারকথা এই যে, ফিতরাতের অন্তর্গত এই তিনোটি অভ্যাস বা কাজের মধ্য থেকে হযরত আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে কেবল اعفاء

لِحَبَّةٍ এর এবং আন্নারও তলক এর আছার এর মধ্যে শুধু خَتَانُ শব্দ এবং ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীসে শুধু فُرُق শব্দ উল্লেখ রয়েছে। ইব্রাহীম নাখয়ী এর হাদীসে اَعْفَاءِ وَخَتَانِ উভয়ই উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এ হাদীসের মধ্যে সর্বমোট এগারটি ফিতরাতগত কাজ উল্লেখ রয়েছে। ফিতরাতগত কাজ সর্বমোট ১২টি—

১. মৌচ কাটা, ২. দাড়ি লম্বা করা, ৩. মেসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দেয়া, ৫. নখ কাটা, ৬. মল-মূত্রের স্থান ধৌত করা, ৭. বগলের পশম উপড়ানো, ৮. নাভির নিচের পশম মুগুন করা, ৯. ইস্তেঞ্জা তথা টিলা কুলুখ ব্যবহার করা, ১০. গড়গড়াসহ কুলি করা, ১১. খাৎনা করা, ও ১২. কেশ বিন্যাশ করা।

بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ ۱۷

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فَضْلِ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَوَسَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ الْخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, হোসাইনের এক শিষ্য হুশাইম فَتَوَسَّكَ এবং অপর শিষ্য ইবনে ফাযা وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ الْخ করেছেন। উভয়েরই সারকথা এক যে, মেসওয়াকের পরে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে উয়ু করেছেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ ۱۸

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَضْبَطُ عَنْ غُطَيْفٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُدَلِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ وَهُوَ أَتَمُّ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যদিও মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া এর হাদীস আমার কাছে মুসাদ্দাদ এর হাদীস থেকে অধিক সংরক্ষিত। তবে মুহাম্মদ

ইবনে ইয়াহয়া এর হাদীসের বিষয়বস্তু যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ছিলো না। এ কারণে আমি মুসাদ্দাদ এর হাদীসটি উল্লেখ করেছি। কারণ এই হাদীসের বিষয়বস্তু অধিক পূর্ণাঙ্গ। এরপর মুসাদ্দাদ স্বীয় উস্তাদের নাম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ عن غطيف আর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া স্বীয় উস্তাদের কুনিয়াত ও সংশ্লিষ্ট পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আবু গুতাইফ হুযালি।

بَابُ مَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ ۱۰

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

অর্থাৎ আমার উল্লেখিত তিন উস্তাদের মধ্য হতে মুহাম্মদ ইবনে আলা ওলীদ ইবনে কাছিরের পরে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে জুবায়ের উল্লেখ করেছেন। আর অবশিষ্ট দু'জন উস্তাদ উসমান ও হাসান মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর উল্লেখ করেছেন। এই দুজন দুই ভিন্ন ব্যক্তি। কাজেই এই তারতম্য শুধু শাব্দিক নয় বরং অর্থগত ও প্রকৃত।

সামনে আবু দাউদ (র) বলেন— যে, এ দু'জনের মধ্যে থেকে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর সঠিক। আর দারকুতনি এর উক্তি মতে শায়খ আবুল হাসান প্রাধান্য দেওয়ার পন্থার পরিবর্তে একত্রিত করার পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ওলীদ উভয়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার (র) এর তাহকীক এই যে, এখানে মূলত দুইটি সনদ। وَلَيْدٌ عَنْ

(۱) مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخ

(۲) وَلَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخ

কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই। (বজলুল মাজহদ, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ আসিম

ইবনে মুনজির এর এক শিষ্য হাম্মাদ ইবনে সালামা قُلَّتَيْنِ এর হাদীসকে মারফু সূত্রে এবং অপর শিষ্য হাম্মাদ ইবনে জায়ের্দ মাওকুফ সূত্রে আলী ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন। দারকুতনি ইসমাইল ইবনে উলায়্যা এর বর্ণনায় মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে সবল আখ্যা দিয়েছেন। কাজেই মাওকুফ হওয়া সুস্পষ্ট এবং অধিক শক্তিশালী। অতএব এই হাদীস মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা উসূলের পরিপন্থী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْرِ بُضَاعَةَ

قَوْلُهُ قَالَ ابوداؤد وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতিপয় রাবী উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে এর স্থলে আব্দুর রহমান ইবনে রাফে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এ অভিযোগ উবায়দুল্লাহর পিতা সম্পর্কে; উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে নয়। যেমন- সামনে- شُعَيْبُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ বিশিষ্ট সনদে উল্লেখ রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَوْلَهُ فَقَالَ ابوداؤد وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْمَ بَيْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمِّهَا قَالَ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ الْخ

কোনো কোনো ব্যক্তি বীরে বুজায়া সংক্রান্ত হাদীসের এই জওয়াব দিয়ে থাকেন যে, উক্ত কূপের পানি প্রবাহমান ও বেশি ছিলো। এ কারণে নাপাক পতিত হওয়া সত্ত্বে উক্ত কূপের পানি নাপাক হতো না।

ইমাম আবু দাউদ (র) এ উত্তরকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি চারটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. নাভি পরিমাণ পানি থাকা, ২. ৬ হাত পরিমাণ আয়তন হওয়া, ৩. গঠন পরিবর্তন না হওয়া, ৪. রং পরিবর্তন হওয়া।

প্রথম বিষয় : আমার উস্তাদ কুতাইবা ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন যে, বীরে বুজায়া এর পানি বেশি থেকে বেশি নাভি পর্যন্ত এবং কমের ক্ষেত্রে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত থাকতো। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি প্রবাহমান ছিলো না।

উত্তর : ১. পানি প্রবাহমান হওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার পানি নদীর ন্যায় প্রবাহমান থাকবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, বালতি ইত্যাদির দ্বারা পানি উঠিয়ে বাগানে বা ক্ষেতে পানি সেঞ্চন করা হতো। যে কারণে তার মধ্যে নাপাক অবশিষ্ট থাকতো না।

যদি এর উপর এ সন্দেহ করা হয় যে, নাপাক বের করার পর কূপের পানি পাক থাকতো যদি এ কথাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সাহাবায়ে কেবাম প্রশ্ন করলেন কেন? কারণ এ বিষয়টিতে স্পষ্ট!

এর উত্তর এই যে, কূপের দেয়াল ও তলদেশ ধৌত করা সম্ভব নয়। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, সম্ভবত তার দেয়াল ও তলদেশ ধৌত না করা পর্যন্ত কূপ পাক হয় না। এ কারণেই প্রশ্ন করেছেন।

২. আল্লামা ওয়াকিদী (র) যিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দির প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজর (র) আততালখীস গ্রন্থে লিখেন যে, আল্লামা ওয়াকিদী মাগাজি, সিয়র ও তারিখ গ্রন্থে তো বরণ্য ইমাম। কিন্তু শরীয়াতের আহকাম বিষয়ে তিনি অতটা গ্রহণযোগ্য ইমাম নন। উপরন্তু ওয়াকিদী মদীনার অধিবাসী। তার ভাষ্য এই যে, বীরে বুজাআর মধ্যে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত ছিলো। তার পানি দ্বারা বাগবাগিচা ও ক্ষেত সেঞ্চন করা হতো। আর ওয়াকিদীর তুলনায় বীরে বুজাআর মুতাওয়াল্লির অভিভাবক ব্যক্তি অপরিচিত। কাজেই তার কথা প্রাধান্যযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিষয় : ইমাম আবু দাউদ (র) এর পরিমাপ মতে বীরে বুজাআ এর প্রস্থ ছিলো ৬ হাত। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, তার পানি বেশি ছিলো না। কেননা, হানাফীদের মতে বেশি পানি বলতে ঐ পানিকে বুঝায় যার এক দিকে নাড়াচাড়া দিলে অপরদিকের পানি নড়ে না।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, হানাফীদের মতে এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন পানির বিস্তৃতি বেশি হয় এবং গভীরত্ব কম হয়। আর যখন এর বিপরীত অর্থাৎ বিস্তৃতি কম কিন্তু গভীরতা বেশি হয় তখন এইবিষয়টি ধর্তব্য নয়।

উপরন্তু আল্লামা ওয়াকিদী (র) বলেন—

كَانَتْ بَيْرُ بُضَاعَةَ سَبْعًا فِي سَبْعٍ وَعُيُونُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ لَا تَنْزُحُ

বীরে বুজাআ দৈর্ঘ্য প্রস্থে 9×9 হাত ছিলো। তার থেকে অনেক ঝর্ণা প্রবাহিত ছিলো। কখনো পানি সেঞ্চন করে শেষ হতো না। আর কোনো কোনো হানাফীদের মতে পানি বেশি হওয়ার জন্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থে 9×9 হাত হওয়াই যথেষ্ট।

তৃতীয় বিষয় : কোনো ব্যক্তি এ কথা বলতে পারেন যে, সম্ভবত হুজুর (স) এর যুগে উক্ত কূপের ভিন্ন কোনো ধরন ছিলো। যা বর্তমান ধরন বা গঠনের থেকে ভিন্নরূপ। আবু দাউদ (র) এ প্রসঙ্গে বলেন যে, আমি এ ব্যাপারে কূপের মুতাওয়াল্লির নিকট জিজ্ঞেস করলে সে বললো— কূপটি স্বঅবস্থায় বহাল রয়েছে। এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

উত্তর : ১. কূপের গঠন পরিবর্তন না হওয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২. নবী করীম (স) এর যুগে এবং আবু দাউদ (র) এর যুগের মধ্যে প্রায় দু'শ বছরের ব্যবধান। এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাওয়াটা অবশ্যাবী বিষয়। যেমন- বুখারীর হাদীস এবং ওয়াকেদীর ইতিহাস গ্রন্থ মোতাবেক জানা যায় যে, প্রথমত এ কূপটি প্রশস্ত ছিলো এবং তার পানি প্রবাহমান ছিলো। আর আবু দাউদ (র) এর যুগে কূপটি সংকীর্ণ হয়ে যায়। ও পানির স্বল্পতা এসে যায়। অতএব এ উক্তিটি পরিবর্তনের দলিল বহন করে।

উপরন্তু কূপের মুতাওয়াল্লি আদিল ও সিকা হওয়া এবং তার নাম ও পরিচয় অজ্ঞত হওয়া এ কথার গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অতএব এর দ্বারা দলিল পেশ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

চতুর্থ বিষয় : আবু দাউদ (র) বলেন- আমি বীরে বুজাআর পানির রং বিবর্ণ দেখতে পেয়েছি। এর দ্বারাও প্রতিভাত হয় যে, তার পানি প্রবাহমান ছিলো না। কারণ পানি প্রবাহমান হলে তার রং পরিবর্তন হয় না।

উল্লর : ১. প্রবাহমান পানির রং পরিবর্তন না হওয়ার দাবি স্বীকৃত নয়।

২. আর এ কথা স্বীকার করে নিলেও আমরা বলবো যে, রং পরিবর্তন নাপাকের কারণে ছিলো না। বরং মূল পানির রংই পরিবর্তন থাকতে পারে। অথবা এ পরিবর্তন গাছের পাতা পড়ার কারণে হতে পারে। অথবা আল্লামা নববীর উক্তি অনুযায়ী হুজুর (স) এর কাল থেকে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণেও হতে পারে। সুতরাং এ পরিবর্তন পানি বেশি হওয়া ও প্রবাহমান হওয়ার পরিপন্থী নয়।

بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْكَلْبِ ١٠٠

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ وَ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ

مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ أَمَّا أَبُو صَالِحٍ الْخ

এ উভয় উক্তির সারকথা এই যে, ইবনে সীরীন-এর শিষ্যগণ যে পাত্রে কুকুর আহার করে উক্ত পাত্রকে সাতবার ধোয়ার ব্যাপারে একমত। তবে এরপর মাটি দিয়ে ঘষার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-১. হিশাম ইবনে হাছ্ছান, হাবিব ইবনে শহীদ, ও আইয়ূব সখতিয়ানি তিনোজন اولهن বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আইয়ূব এই হাদীসকে আবু হুরায়রা (রা) এর উপর মওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু এর মধ্যে واذا ولغ الهر

غسل مرة অংশ বর্ধিত রয়েছে। আর মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের চতুর্থ শিষ্য কাতাদা السابعة بالتراب বর্ণনা করেছেন। ইবনে সীরীনের স্থলে আবু হুরায়রা (রা) এর অন্যান্য শিষ্যগণ আবু সালেহ, আবু রায়ীন, আ'রাজ, সাবিত, আহনাফ, হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ, আবুস সুদ্দি আবদূর রহমান, এই ছয়জন অত্র হাদীসকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা কেউ শুরুতে তাতরীব তথা মাটি দ্বারা মাজার করার উল্লেখ করেননি। আর ইবনে মুগাফফালের মারফু ও মাওকূফ উভয় হাদীসে আটবার ধৌত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সাতবার পানি দ্বারা ও অষ্টমবার মাটি দ্বারা পাত্র মাজার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আলিমগণ এটাকে প্রাথমিক যুগে অথবা চিকিৎসাগত মঙ্গলের উপর প্রয়োগ করেছেন।

بَابُ أَيْصَلِي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ ۱۳

قوله قال ابو داود وَرَوَى وَهُيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, হিশাম ইবনে উরওয়ায়র জনৈক শিষ্য জুহাইর উরওয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম এর মাঝে মাধ্যম উল্লেখ করেননি। হিশামের অধিকাংশ শিষ্যগণ এভাবেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উহাইব ইবনে খালিদ, শুয়াইব ইবনে ইসহাক, আবু হামযা এই তিনজন উরওয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের মাঝে কোনো এক ব্যক্তির মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। আল ইলালুল মুফরাদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী (র) এর বর্ণনার আলোকে ইমাম বুখারী (র) এই সনদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব। তা এভাবে যে, উরওয়া এই বর্ণনাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম থেকে অন্যের মাধ্যমে এবং অন্য সময় মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি শ্রবণ করেছেন। এই কারণেই তিনি কখনো মাধ্যম সহকারে কখনোবা মাধ্যম ছাড়া বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মুত্তাসিল ও সহীহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ قَوْلَهُ الْمَعْنَى أَيْ مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَإِنْ اختلفت ألفاظهم -

قوله قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا خوا

القاسم ابن محمد ۱۳

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ পর্যন্ত আহমাদ ও মুসাদ্দাদ এবং ইবনে ইসা এই তিনোজন উস্তাদ একমত। এর আগে মুহাম্মদ

ইবনে ঈসা হাদীসের সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের পরে ইবনে আবু বকর বর্ধিত করেছেন। এরপর তিনি মনীষী সম্মিলিতভাবে বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ কাসিম ইবনে মুহাম্মদের ভাই ছিলেন। অতএব বোঝা গেলো যে, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক তায়সী মাদানী। তিনি কাসিম ইবনে মুহাম্মদের ভাই, সিদ্দিকে আকবার (রা) এর পৌত্র এবং আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এর ভতিজা ছিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ قَوْلُهُ ثُمَّ سَأَقُ نَحْوَهُ الْخِ أَيُّ
ذَكَرَ تَوْرُ حَدِيثِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحَ نَحْوِ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ شَرِيحَ بِمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي يُذَكَّرُ فِيهَا بَعْدُ
وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْمَ قَوْمًا الْخِ

এর উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াযিদ ইবনে শুরাইহু এর দুজন শিষ্য রয়েছে। সাওর ইবনে ইয়াযিদ ও হাবিব ইবনে সালেহু। উভয়ের বর্ণনার মধ্যে চারভাবে শাব্দিক ব্যবধান রয়েছে। যথা—

১. সাওরের বর্ণনায় نَهَى عَنْ صَلَاةِ الْحَقْنِ এর উল্লেখ আগে রয়েছে। আর হাবীবের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে পরে।

২. হাবীবের বর্ণনায় ثَلَاثَ أُمُورٍ এর উল্লেখ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে অতঃপর বিস্তারিতভাবে রয়েছে। কিন্তু সাওরের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু নেই।

৩. সাওরের বর্ণনায় الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এর বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। অথচ হাবীবের বর্ণনায় وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْمَ قَوْمًا الْخِ শব্দ রয়েছে।

৪. সাওরের বর্ণনায় তৃতীয় বিষয় فِي قَعْرِ بَيْتِ الْخِ স্থলে وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتِ الْخِ রয়েছে।

সারকথা এই যে, উভয়ের বর্ণনার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ ও ব্যাখ্যার তারতম্য রয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ ابوداؤد وَهَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ

এর দ্বারা সনদের একটি সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) ছাড়া উল্লেখিত হাদীসের অন্য সকল রাবী সামদেশীয়। আর এর পূর্বে যে হাদীস ছাওবান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তারও সকল রাবী সামদেশীয়।

بَابُ مَا يَجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ ص ١٣

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ

যেহেতু প্রথম সনদে কাতাদা মুদাল্লিছ রাবী এবং তিনি عن দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর মুদাল্লিছ রাবীর عَنْ عُنَّةَ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় যতোক্ষণ না তার শ্রবণ প্রমাণিত হয়। এই কারণে ইমাম আবু দাউদ (র) অপর একটি সনদ দ্বারা তার শ্রবণ প্রমাণ করেছেন। حَدَّثَنَا ابْنُ بُشَيْرٍ قَوْلُهُ عَنْ جَدِّ تَى অর্থাৎ হাবীব বলেন যে, আব্বাদ আমার দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসমাউর রেজাল দ্বারা এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব عَنْ جَدِّ تَى নুসখাটি গ্রহণযোগ্য যার জমিরের মারযা হলো আব্বাদ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ الخ

এর মধ্যে মতন ও সনদের প্রভেদের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

সনদের ক্ষেত্রে প্রভেদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ঈসার প্রথম সনদে বর্ণনাটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আর শো'বা এর অপর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের ব্যাপারে হযরত আনাস (রা) থেকে শ্রবণ স্পষ্ট আকারে প্রমাণিত রয়েছে।

মতনের ক্ষেত্রে প্রভেদ : প্রথম রেওয়াজেতে رَطْبَيْنِ শব্দ রয়েছে। কিন্তু শো'বার রেওয়াজেতে رَطْبَيْنِ শব্দ উল্লেখ নেই। বরং مَكْوَكِي শব্দ রয়েছে। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হলো যে পরিমাপ পাত্রে দেড় ছা পানি ধারণ করে। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় বর্ণনা মোতাবেক مَكْوَكِي দ্বারা মূদ উদ্দেশ্য।

ফায়দা : আব্দুল্লাহ ইবনে জবর সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো (১) কোনো সনদে (محمد بن صباح عن شريك) এর মধ্যে এভাবে রয়েছে,

(২) আর কোনোটির **عبد الله بن عبد شعبة** মध्ये **عبد الله بن جبر** এবং (৩) কোনোটিতে অর্থাৎ **عبد الله بن جبر** এর বর্ণায় উল্লেখ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইসহাক থেকে সুফিয়ানের বর্ণনায় এর বিপরীত অর্থাৎ জবর ইবনে আব্দুল্লাহ রয়েছে।

এক্ষেত্রে মূল ব্যাপার এই যে, বিশুদ্ধ হলো- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জবর। যেমনটি ইবনে জবর কর্তৃক শো'বার রেওয়াজেতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ দাদার প্রতি সন্মত করেছেন। যেমন- ইয়াহয়া কর্তৃক শরীকের বর্ণনায় ইবনে জবর এবং মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ কর্তৃক শরীকের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে জবর রয়েছে। আর **سفيان عن ابن عيسى** এর বর্ণনায় সনদ সম্পূর্ণ বিপরীত ও সন্দেহ বা ওয়াহম রয়েছে।

قوله قال ابوداود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أطلال

এর মধ্যে খুচরা অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা ইমাম আহমদ (র) এর নিকট পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলে এক ছা হয়। যেমন স্বয়ং আবু দাউদ (র) সামনে গোসল পরিচ্ছেদে এটাকে স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করে বলেন- **قوله قال ابوداؤد وهو صاع ابن أبي ذئب** এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি যীব। তার ছা প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং নাফে ও যুহরীর শিষ্য ছিলেন। তবে যুহরী থেকে তার বর্ণনাকে দুর্বল স্থির করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ইমাম আহমদ (র) এর উস্তাদ ছিলেন। এটা ইমাম আবু দাউদ (র) এর ব্যক্তিগত অভিমত।

بَابُ الْوُضُوءِ فِي أَنْيَةِ الصُّفْرِ ص ١٣

قوله عن حماد ابن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن

صاحب هذا এই হাদীসে **رجل** দ্বারা এবং এভাবে প্রথম হাদীসে **صاحب** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শো'বা। এর পূর্বের হাদীসটি মুনকাতি'। আর এ হাদীসটি মুত্তাছিল। কেননা এর মধ্যে হিশাম ও আয়েশার মাঝে মাধ্যম (উরওয়া) উল্লেখ রয়েছে।

بَابُ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْأِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ۱۴ ص
 قوله قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينِ الخ

এখান থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) মতন ও সনদের তারতম্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম বর্ণনায় আ'মাশ এর শিষ্য আবু মুয়াবিয়া, আর দ্বিতীয় হাদীসে হলো- ঈসা ইবনে ইউনুস। অতএব আবু মুয়াবিয়ার সনদে আবু হুরায়রা (রা) এর শিষ্যদের মধ্য থেকে আবু রাজীন ও আবু সালেহ উভয়ের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঈসা এর সনদে আবু রাজীনের উল্লেখ নেই। এভাবে আবু মুয়াবিয়ার বর্ণিত হাদীসের মতনে ثَلَاثُ مَرَّاتٍ শব্দ সন্দেহ ছাড়াই উল্লেখিত হয়েছে। আর ঈসার বর্ণনায় أَوْ ثَلَاثًا অংশটি সন্দেহের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে সন্ধান রয়েছে যে, এ সন্দেহটি রাবী কর্তৃক অথবা হুজুর (স) এর পক্ষ থেকে অবলম্বন করা উদ্দেশ্য।

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۴ ص
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَوْلَهُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ الخ ۱৪ ص

অর্থাৎ হুমরানের শিষ্য আবু সালামা আতা ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আতা এবং আবু সালামা (হুমরানের শিষ্য) এর বর্ণনায় পাঁচ ধরনের তারতম্য রয়েছে। যথা-

১. আবু সালামার বর্ণনায় গড়গড়া করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

২. আবু সালামার বর্ণনায় তিন বার মাথা মাসাহ করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

৩. আবু সালামার বর্ণনায় পা ধোয়ার ক্ষেত্রে দ্বিবচন শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

৪. مِنْ تَوْضَأٍ دُونَ هَذِهِ كَفَاهُ ۸ এ বিষয়টুকু আবু সালামার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে।

৫. আবু সালামার বর্ণনায় তাহিয়াতুল উয়ুর উল্লেখ নেই।

قوله قال أبو داود أَحَادِيثُ عَثْمَانَ الصِّحَاحِ كُلِّهَا تَدُلُّ عَلَى
مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ ١٥

স্বয়ং আবু দাউদ (র) হযরত উসমান এর দুটি বর্ণনার মধ্যে ثَلَاثًا শব্দ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না বিশিষ্ট সনদে যা এ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস তার মধ্যে এ শব্দ রয়েছে। এবং এ পরিচ্ছেদেরই পঞ্চম হাদীস হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ বিশিষ্ট বর্ণনায়ও এ শব্দ রয়েছে। অতএব একবার মাসহের নির্দেশ উসমানের সকল হাদীসের ব্যাপারে কিভাবে বিশ্বাস হতে পারে?

উত্তর : ১. كَلَّ শব্দটি ‘অধিকাংশ’ অর্থে ব্যবহৃত।

২. প্রথম হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ওয়ারদান এবং দ্বিতীয় হাদীসের সনদে আমির ইবনে শাকীক। এ উভয় রাবী কোনো কোনো মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল। আব্দুর রহমান সম্পর্কে দারকুতনী বলেন لَيْسَ بِأَقْوَى وَإِنْ وَثِقَهُ آخَرُونَ এবং আমির ইবনে সাকিবকে ইয়াহয়া ইবনে মুঈন এবং আবু হাতেম জয়ীফ স্থির করেছেন। এজন্য এ উভয় বর্ণনা আবু দাউদ (র) এর নিকটও সহীহর স্তরে নয়।

قوله قال ابو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطْرًا
এর উদ্দেশ্য এই যে, উপরের বর্ণনাটি প্রাধান্যযোগ্য নয়। কারণ সেটি ইসরাইলের শিষ্য ইয়াহয়া ইবনে আদম কর্তৃক বর্ণিত। আর ইয়াহয়া যদিও সিকা ছিলেন তবে তার চেয়ে বেশী সিকা ছিলেন ওয়াকী (র)। যিনি ইসরাইল থেকে ভিন্নরূপে অর্থাৎ কেবল تَوَضَّأَ ثَلَاثًا শব্দে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তিনবার মাথা মাসেহ করার উল্লেখ নেই। অতএব ওয়াকী’ (র) এর রেওয়াজেতটি প্রাধান্য প্রাপ্ত।

قَوْلُهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَرْفُطَةَ ١٥

এটা ইমাম শো’বার বিস্মৃতি বা সন্দেহবশত হয়েছে। কেননা বিশ্বাস হলা- খালিদ ইবনে আলকামা। যেমন- পূর্বের সনদে অতিবাহিত হয়েছে। হাফিজ মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে ইশারা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ يَحْيَى الْحُرَّانِيُّ قَوْلَهُ فَضْرَبَ بِهَا عَلَيَّ

১৬. وَجْهَهُ এই হাদীস দ্বারা সন্দেহ বোঝা যায় যে, উম্মুর মধ্যে স্বজোরে মুখে পানি মারা জায়েয। অথচ শাফেয়ী ও হানাফীগণের মতে এটা মাকরুহ।

উত্তর : ১. পানি মারার শব্দটি হযরত আলী (রা) এর অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত যা আন্দে খায়ের যির ইবনে হুবাইশ আবু হাইয়া প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় وَجْهَهُ غَسَلَ শব্দ রয়েছে। অতএব এ হাদীসটি শায়। অথবা ضَرَبَ দ্বারা غَسَلَ উদ্দেশ্য।

২. এই হাদীসটি জয়ীফ। কারণ আল্লামা মুঞ্জিরী বলেন-

سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ - إِمَامٌ تِيرْمِيزِيُّ قَالَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ
عَنْهُ فَضَعَّفَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا

মুহাদ্দিস বাযযার (র) বলেন-এই হাদীসে উবায়দুল্লাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে তালহা মুনাফরিদ বা একক রাবী। উপরন্তু এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রাবী রয়েছে- যিনি অত্যন্ত জয়ীফরূপে পরিচিত। তার সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেন-
دَجَّالٌ مِّنَ الدَّجَالَةِ لَوْ قُمْتُ بَيْنَ الْحُطَيْمِ
وَالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ إِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ لَسْتُ أَبَالِي

সে একজন দাজ্জাল প্রকৃতির লোক। আমি যদি হাতিম ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝে দাঁড়িয়ে বলি যে, সে দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী তাতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

৩. মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থদ্বয়ে এর স্থলে فَصَلَكُ وَجْهَهُ শব্দ রয়েছে। অতএব রেওয়ায়েতের আলোকে পানি মারার অর্থ হলো- পানি ঢালা বা পানি প্রবাহিত করা।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْقَمِّ إِنْهَامِيهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنِيهِ

অর্থাৎ “মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় কানের ভিতরাংশে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবেশ করালেন” এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কানের ভেতরাংশ মাসাহ করা মুখ মণ্ডল ধৌত করার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর বহিরাংশ মাসাহ করা মাথা মাসাহ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহে, হাছান ইবনে সালেহ ও ইমাম শা’বীর মাযহাব এটাই। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলিমের মতে স্বাভাবিকভাবে কান মাসাহ করা মাথা মাসাহ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমনটি- স্বাভাবিক

হাদীসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। বিশেষত الرَّأْسِ مِنَ الْأُذُنَانِ প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের এটা স্পষ্ট দলিল। অতএব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল কিংবা শায।

قوله فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ص ١٦

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, চতুর্থবার ও মুখমণ্ডলকে ধৌত করেছেন। অথচ এটা স্বাভাবিক হাদীসসমূহ ও ইজমা এর পরিপন্থী। এ কারণে এটা মুআওয়াল। এর তিন ধরনের তাবীল বা ব্যাখ্যা হতে পারে—

১. আল্লামা নববী বলেন— সম্ভবত তৃতীয়বার মুখমণ্ডল ধোয়ার ক্ষেত্রে উপরের কিছু অংশ শুকনো থাকতে পারে। এ কারণেই চতুর্থবার ধৌত করেছেন। কাজেই এর দ্বারা তৃতীয়বারের পূর্ণতা লাভ হলো। ভিন্নভাবে ধৌত করা উদ্দেশ্য নয়।

২. হযরত গাসুহী (র) বলেন— চতুর্থবারেরটি মুখমণ্ডল ধোয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং গ্রীষ্মের মৌসুমে গরম নিবারণ ও শীতলতা লাভের জন্য হতে পারে। নিম্নের বাক্যটি একথাই প্রমাণ বহন করে—

فَتَرَكَهَا تَسْتَنِّ عَلَى وَجْهِهِ

৩. আল্লামা ছুয়তী (র) বলেন— মুখমণ্ডল ধোয়া থেকে অবসর লাভের পর এক আজলা পানি নিয়ে কপালের উপর প্রবাহিত করা উচিত।

قوله وَفِيهَا النَّعْلُ জুতার মধ্যে পা ধোয়া সম্ভব নয়। বোঝা গেলো যে, এটা পা মাসাহ করা ছিলো; ধৌত করা নয়।

উত্তর : আরবগণ আবদ্ধ জুতা পরিধান করে না। বরং তারা বেশীর ভাগ খোলা স্যান্ডলের ন্যায় জুতা পরিধান করে থাকে। তার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে পা ধৌত করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

قوله قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ

আল্লামা শা'রাআনী বলেন— قَالَ শব্দের যমীরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি বিশ্বয়ভরে হযরত আলী (রা) এর নিকট এই প্রশ্ন করেছিলেন— সামনে ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনায় এ বিষয়টি আসছে (উয়ু অনুচ্ছেদ -১৮ পৃ:)

উত্তর : ১. সম্ভবত এই সময় ইবনে আব্বাস (রা) এর স্মৃতিতে এই হাদীসটি বিদ্যমান ছিলো না। কিন্তু এখানে বার বার বিশ্বয় প্রকাশ সত্ত্বে এই

হাদীস স্মরণ না আসা ইবনে আব্বাস (রা) এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, ইবনে আব্বাস (রা) এর সামনে মুরছাল হাদীস ছিলো যা তিনি হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২. কোনো কোনো আলিম বলেন- قال শব্দের যমীর দ্বারা ইবনে আব্বাস (রা) উদ্দেশ্য নয় বরং উবায়দুল্লাহ উদ্দেশ্য।

فَرَشَّ عَلِيٌّ رَجُلَهُ الْيَمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ (باب الوضوء مرتين

ص ১১৭)

এর উদ্দেশ্য এই যে, হযরত আলী (রা) এর এই হাদীসটি যেভাবে আন্দে খায়ের প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। তদ্রূপ হযরত হোসাইন (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই হাদীসের নিচের অংশে এসে ইবনে জুরাইজের শিষ্যগণ মতানৈক্য করেছেন। (ক) হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনায়-

وَمَسَحَ عَلِيٌّ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً (নাসায়ী) এবং ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক ইবনে জুরাইজের হাদীসে ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ رَجُلًا (বায়হাকী)। অতএব আবু দাউদের উদ্দেশ্য এই যে, হাজ্জাজ বিশিষ্ট বর্ণনাটি প্রাধান্যযোগ্য। কারণ এটি আলী (রা) এর অন্যান্য সাথীদের বর্ণনার অনুকূলে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُسْلِمَةَ عَنِ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ

এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য- ★ ১. আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদের কাছে উয়ু সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে তা নির্ধারণ করা। আবু দাউদের এ

টীকা : ★ এখানে প্রথমত এই জিনিসটি বোঝা উচিত যে, এখানে ভিন্ন দুব্যক্তি রয়েছে। ১. আমার ইবনে ইয়াহয়া ইবনে আন্নারা ইবনে আবি হাসান। ২. আমার ইবনে আবু হাসান। ইয়াহয়া হলেন আমার ইবনে আবু হাসানের ভাতিজা। আমার ইবনে আবি হাসান ইয়াহয়া এর চাচা ছিলেন। আর ইয়াহয়া আবু হাসানের পৌত্র এবং আবু হাসান ছিলেন ইয়াহয়া এর দাদা। আমার ইবনে ইয়াহয়া ছিলেন আবু হাসানের ভাইয়ের পৌত্র। আমার ইবনে আবু হাসান হলেন- আমার ইবনে ইয়াহয়া এর দাদা; আন্নারা এর ভাই এবং আমার ইবনে ইয়াহয়া আবু হাসানের প্রপৌত্র। আর আবু হাসান আমার ইবনে ইয়াহয়া এর পরদাদা ছিলেন।

হয়তো আবু হাসান আমার ইবনে ইয়াহয়া এর পরদাদা । তাকে দাদা এই জন্যে বলা হয়েছে যে, পরদাদাকেও আরবিতে দাদা বলা হয় । অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমার ইবনে ইয়াহয়া এর দাদা আম্মারার ভাই আমার ইবনে আবু হাসান । কারণ দাদার ভাইকেও রূপক অর্থে জাদ্দ বা দাদা বলা হয় । (বাজলুল মাজহূদ, ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَىٰ وَمُسَدَّدٌ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود وَسَمِعْتُ
أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عَيْيَنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يَنْكِرُهُ الْخ
ইবনে উইয়াইনা । আর كَانَ يَنْكِرُهُ হলো তার খবর । أَنَّهُ زَعَمُوا বাক্যটি
মু'তারিজা, زَعَمُوا এর ফায়েলের মারজা হলো উলামা । এ বাক্য আনার
দ্বারা ইমাম আহমদ (র) এ কথা বলতে চান যে, আমি সুফিয়ান ইবনে
উইয়াইনা থেকে এই হাদীসকে অস্বীকার করা সরাসরিভাবে শুনেিনি । বরং
আলিমগণ এভাবে বলে থাকেন । আর হাদীসটি মুনকার বা মাজহূল হওয়ার
কারণ হলো- মাছরাফ ইবনে আমার অথবা সনদের দুর্বলতা । যেমন আব্দুল
হক বলেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَىٰ وَمُسَدَّدٌ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود وَسَمِعْتُ
أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عَيْيَنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يَنْكِرُهُ الْخ

সারকথা এই যে, ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান এবং আহমদ ইবনে
হায্বল (র) উভয়ে এ হাদীসকে জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন ।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَوْلَهُ قَالَ وَقَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

এর মধ্যে উভয়ই قَالَ এর যমীরের মারজার মধ্যে দুটি সঞ্জাবনা রয়েছে ।

১. প্রথম قَالَ এর ফায়েল হলো আবু উমামা (রা), আর দ্বিতীয়টির
ফায়েল হলো- নবী করীম (স) । এক্ষেত্রে হাদীসটি মারফু হয় ।

২. প্রথমটির ফায়েল শহর ইবনে হাউশব, আর দ্বিতীয়টির ফায়েল আবু
উমামা (রা) । এক্ষেত্রে হাদীসটি মাওকুফ হয়, তবে প্রথমটিই বিশুদ্ধ ।

قَوْلُهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أَمَامَةَ

যেন সুলায়মান ইবনে হরব দ্বিতীয় সঞ্জাবনাকেই গ্রহণ করেছেন ।

قَوْلُهُ قَالَ قَتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ ابوداود وهو ابن
 رَبِيعَةَ كُنْيَةُ أَبُو رَبِيعَةَ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সম্ভবত কুতাইবা ও
 সুলায়মান এবং মুসাদ্দাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আবু দাউদ (র) এর
 এটা নিছক শিরোনামগত তারতম্য; মূল উদ্দেশ্য একই। কারণ সেনানের
 উপনাম হলো আবু রবীয়া। আর তার পিতার নামও রবীয়া। অতএব ইবনে
 রবীয়া (সুলায়মান ও মুসাদ্দাদের রেওয়ায়েতে) এবং আবু রবীয়া (কুতাইবার
 রেওয়ায়েতে) উভয়টি সঠিক।

بَابُ الْمَسِّحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ص ٢٠

حَدَّثَنَا هُدَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود، أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَ
 ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفُرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
 سَجَدْنَا الشَّهْرَ ص ٢١

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি বিজোড় তথা কেবল এক
 অথবা তিন রাকআত নামায পায় তাহলে আবু সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইবনে
 ওমরের উক্তি মতে উক্ত ব্যক্তির উপর সহ সাজদা ওয়াজিব হবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহয়া (র) এর কারণ বর্ণনা করেন যে,
 জামাত হলো ওয়াজিব। কাজেই জামাত ছুটে গেলে ক্ষতিপূরণের জন্যে
 সাজদায়ে সহ আবশ্যিক। কিন্তু মাওলানা খলিল আহমদ (র) এর উক্তি মতে
 আসল কারণ এই যে, অত্র মাছবুক ব্যক্তি অজায়গায় উপবেশন করেছে। যার
 কারণে ক্রটি সৃষ্টি হয়েছে। অতএব অত্র ক্রটি দূর কল্পে তার উপর সাজদায়ে
 সহ আবশ্যিক। কিন্তু হুজুর (স) যখন এখানে এই অবস্থায় সহ সাজদা
 করেননি এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, এক্ষেত্রে সাজদায়ে সহ ওয়াজিব নয়।
 আবু দাউদ (র) এর এটাই বলা উদ্দেশ্য।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَوْلَهُ قَالَ ابُو داود وهو ابو عبید اللہ
 مَوْلَى بِنْتِ تَيْمٍ بِنِ مَرَّةٍ

অর্থাৎ উল্লেখিত সনদে আবু আব্দুল্লাহ হলো- বনু তাঈম ইবনে মুররা এর
 আযাদকৃত গোলাম। এই ইবারতটি স্পষ্ট দলিল বহন করে যে, আবু আব্দুল্লাহ

ইমাম আবু দাউদের নিকট মাজহুল নয়। যেমন- তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে রয়েছে-

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ مَعْرُوفٌ بِالْقُبُولِ الْخ

অর্থাৎ মুসাদ্দাদের হাদীসের সনদের অধিকাংশ রাবী বসরার অধিবাসী। কারণ মুসাদ্দাদ তো নিঃসন্দেহে বসরার অধিবাসী ছিলেন। আব্দুল্লাহ এবং তার পিতা বুরাইদা উভয়ে বসরার অধিবাসী ছিলেন। একারণেই বুরাইদা মদীনা থেকে বসরায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ তার সঙ্গে ছিলেন। কাজেই এই তিনো ব্যক্তি বসরী হলেন। অবশ্য দুইজন রাবী ওয়াকী ও ওয়ালহাম ছিলেন কুফী। আর ছুয়াইয়ের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না যে, তিনি বসরী নাকি কুফী। তবে বেশির ভাগ সম্ভাবনা এই যে, গ্রন্থকারের মতে তিনি বসরী ছিলেন।

بَابُ التَّوَقُّيْتِ فِي الْمَسْحِ ص ٢١

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ص ٢١

অর্থাৎ ইব্রাহিম তায়মী এর বর্ণনায় লুস্তুজনাহ লুস্তুজনাহ অংশ বর্ণিত রয়েছে। যা ইব্রাহিম নাখয়ীর উল্লেখিত হাদীসে নেই। যেমন- বায়হাকী (র) এর সুনানে কাবীরে উল্লেখ রয়েছে যে-

قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا

কিন্তু এটা শুধু সাহাবীর ধারণা মাত্র যা দলিলযোগ্য নয়। আর এক দল সাহাবী থেকে যেহেতু مسح তুযুযিত প্রমাণিত রয়েছে। আর তারা খুয়াইমা এর ন্যায় কোনো সন্দেহ উল্লেখ করেননি। কাজেই খুয়াইমা এর এ বর্ণিত অংশ গ্রহণযোগ্য নয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود ورواه ابن أبي مریم
المِصْرِيُّ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ ابوداود وَقَدْ اخْتَلَفَ
فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ الْخ

অর্থাৎ ইয়াহয়া ইবনে আইয়ুবের একজন শিষ্য আমর ইবনে রবী' ইবনে তারেকের হাদীসে মাসহের সময় নির্ধারণ করার বিষয়ে কেবল তিনদিনের উল্লেখ রয়েছে। আর অপর শিষ্য ইবনে আবি মারয়ম এর বর্ণনায় সাত দিন উল্লেখ রয়েছে। এরপর ইবনে আবি মারয়মের সনদেও মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বায়হাকী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। কারো বর্ণনায় আব্দুর রহমান ইবনে রাযীনের স্থলে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। উপরন্তু ইয়াহয়া ইবনে আইয়ুব হাদীসের দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। এভাবে ইয়াহয়া ইবনে ইসহাক এর সনদেও মতানৈক্য রয়েছে*। কাজেই সাত দিন সময় নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট হাদীস প্রাধান্যযোগ্য নয়।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ ص ٢١

قَوْلُهُ قَالَ ابوداد وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ لَا يَحْدِثُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَرَوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْخ

অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) এর উল্লেখিত হাদীস **مَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالنُّعْلَيْنِ** বর্ণনা করেননি। কারণ হযরত মুগীরা এর প্রসিদ্ধ হাদীসটি এই যে, নবী করীম (স) উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন। যাওরাবাইন ও না'লাইনের উপর মাসাহ করেন নি। তবে এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন হযরত মুগীরা (রা) নবী করীম (স)

টীকা : * মতানৈক্য এই যে, ইয়াহয়া ইবনে আইয়ুব এর এক সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদেদের পরে আইয়ুব ইবনে কুতন এবং অপর সনদে উবাদা এবং তৃতীয় সনদে উবাদা থেকে আইয়ুবের বর্ণনায় উবাই ইবনে আশ্মারার মাধ্যম বিলুপ্ত রয়েছে।

এর একই কাজ বর্ণনা করেন। আর যদি ভিন্ন দুসময়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দুটি কাজ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে। তখন উভয় বর্ণনা মা'রুফ বা প্রসিদ্ধ গণ্য হবে। জাওরাবাইন ও না'লাইন মাসাহ করার রেওয়াজেত হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে মাযা, তাবরানী, বায়হাকী) তবে এর মধ্যে দুটি অসুবিধা রয়েছে—

১. এ বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে মুত্তাসিল নয়। কেননা জাহ্‌হাক ইবনে আব্দুর রহমান আবু মুসা (রা) থেকে শ্রবণ করেছেন এমনটি প্রমাণিত নয়।

২. এ বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। কেননা জাহ্‌হাকের শিষ্য ঈসা সিনানকে আহমদ, ইবনে মাইন, আবু যুরআ প্রমুখ জয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। এখন সন্দেহ জাগে যে, যখন মুগীরা (রা) ও আবু মুসা (রা) এর জাওরাবাইন সংক্রান্ত রেওয়াজেত মতবিরোধ বা ক্রটিপূর্ণ হলো। তাহলে জাওরাবাইন মাসাহ করা কোথা থেকে প্রমাণিত হলো?

এর উত্তর এই যে, মুসান্নিফ (র) বলেন— বিভিন্ন সাহাবা যেমন হযরত ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ, বারা ও আনাস (রা) প্রমুখ এর বিভিন্ন আছর বা হাদীস দ্বারা মাসাহ প্রমাণিত রয়েছে। আর উক্তিগত জয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার জন্য আমলের ক্ষেত্রে ইজমা পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট।

জাওরাবাইন ও না'লাইন মাসাহ করার পাঁচটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

১. এই হাদীসকে ৬০ জন রাবী বর্ণনা করেছেন। অথচ না'লাইন মাসাহ করার কথাটি কেবল হুযাইল ইবনে গুরাহবীল বর্ণনা করেছেন। (আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী)

২. এটা মওসুফ এর উপর সিফাত এর আতফ অর্থাৎ—

الْجَوْرِبَيْنِ الْمُنْعَلَيْنِ (বায়হাকী)

৩. এর অর্থ এই যে, مَسَحَ عَلَى الْجَوْرِبَيْنِ مَعَ التُّغْلَيْنِ (তাহাবী ইত্যাদি)।

৪. এ হুকুমটি প্রাথমিক যুগে ছিলো। বর্তমান তা পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে।

৫. এটা উয়ুর উপর উয়ু করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (জায়লায়ী)

بَابُ فِي الْإِنْتِضَاحِ ص ۳۳

قَوْلُهُ قَالَ ابوداؤدَ وَافَقَ سُفْيَانُ جَمَاعَةً عَلِيَّ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوْ ابْنُ الْحَكَمِ

এখানে দুটি মতানৈক্য রয়েছে। (ক) প্রথম এই যে, মুজাহিদের পরে হুজুর (স) পর্যন্ত দুটি মাধ্যম রয়েছে নাকি একটি মাধ্যম রয়েছে? এ ব্যাপারে মানছুরের শিষ্য সুফিয়ান সাওরী (র) মুজাহিদ (র) এর উস্তাদ (সুফিয়ান ইবনে হাকাম) এর পরে *عن ابيه* উল্লেখ করেন নি। এভাবে মানছুরের শিষ্যগণের এক জামাত অর্থাৎ আবু আওয়ানা, রওহ ইবনে কাসিম, জারির ইবনে আব্দুল হুমাইদ ও সুফিয়ান সাওরী এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুজাহিদের পরে কেবল একটি মাধ্যম রয়েছে। অর্থাৎ সুফিয়ান ইবনুল হাকাম। কিন্তু মানছুরের কতিপয় শিষ্য অর্থাৎ শোয়াইব ও যায়েদা মুজাহিদের উস্তাদের পরে *عن ابيه* মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। যেমন-অনুচ্ছেদের শেষের বর্ণনায় জায়েদা এর সনদ আসছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুজাহিদের পরে নবী করীম (স) পর্যন্ত দুটি মাধ্যম রয়েছে। কিন্তু কথটি প্রাধান্যযোগ্য নয়; বরং প্রথমটিই প্রাধান্যযোগ্য।

(খ) দ্বিতীয় মতানৈক্য এই যে, মুজাহিদের উস্তাদের নাম কি ছিলো? এই সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর (র) তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, তার নামের ব্যাপারে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রায় ১০ ধরনের উক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি উক্তির প্রতি ইমাম আবু দাউদ (র) ইশারা করেছেন। যেমন- ১. প্রথম সনদে সুফিয়ান ইবনে হাকাম সাকাকী ২. অথবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান সাকাকী, ৩. দ্বিতীয় সনদে *عن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ* এবং ৪. তৃতীয় সনদে আল হাকাম অথবা ৫. ইবনুল হাকাম রয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী, আবু হাতিম এবং আলী ইবনে মাদীনি হাকাম ইবনে সুফিয়ানকে প্রাধান্য প্রাপ্ত স্থির করেছেন।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ ص ٤٦

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود هُوَ مَرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا قَالَ ابوداود وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ

এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রা) এর উল্লেখিত হাদীসের সনদের উপর অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইব্রাহিম তায়মীর হযরত আয়েশা থেকে শ্রবণ প্রমাণিত নেই। কাজেই এই হাদীসটি শাব্দিক অর্থে মূরছাল অর্থাৎ মুনকাতি' হলো। কারণ এখানে তাবেয়ী এবং সাহাবীর মধ্যকার মাধ্যম বিলুপ্ত হয়েছে। সামনে ইমাম আবু দাউদ বলেন যে, যেভাবে সুফিয়ান সাওরী থেকে ইয়াহয়া কাত্তান এবং আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এটাকে মুনকাতিরূপে বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরিয়াবী, ওয়াকী', আবু আসিম, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর, আব্দুর রাজ্জাক এবং কাবিছা (র)ও সুফিয়ান সাওরী থেকে এটাকে মুনকাতি'রূপে বর্ণনা করেছেন।

উত্তর : ১. সিকা তাবেয়ী এর মুনকাতি' হাদীস মুরসাল হাদীসের পর্যায়ে গণ্য হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট তা দলিলযোগ্য। অবশ্য এর জন্য শর্ত এই যে, মুরসিল তথা এরসালকারী সিকা হতে হবে। আর এখানে ইব্রাহিম তায়েমী সিকা রাবী★।

২. আবুদাউদ এর বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। দারকুতনীতে এ রেওয়ায়েতটি মুত্তাছিল সনদ সূত্রে বর্ণিত আছে। মূল সনদ এই—

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي رُوَيْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَض

আর মুয়াবিয়া হলেন সিকা। মুসলিমের রাবী আর সিকা রাবীর বর্ধিত অংশ গ্রহণযোগ্য।

৩. ইমাম নাসায়ী (র) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন—

لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَرْسَلًا

টীকা : ★ ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট মুরসাল হাদীস দলিলযোগ্য। তবে এরজন্য শর্ত হলো অন্য উপায়ে তার স্বপক্ষে مؤيد বা শক্তিব্যোগানদাতা থাকতে হবে। আর এখানে মুরসাল হাদীসের নির্ভরযোগ্য مؤيد তথা শক্তিবর্ধনকারী বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এটা দলিলযোগ্য।

৪. যদিও হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল কারণ তায়মী মুরসিল ও মুদাল্লিস ছিলেন; কিন্তু এর স্বপক্ষে বেশ কিছু তায়ীদ রয়েছে। যেমন-

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَصَلِّي.
১. (মুসনাদে বাযযার) وَلَا يَتَوَضَّأُ

আব্দুল হক বলেন- لَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ تُوَجِّبُ تَرْكَهُ - এ ব্যাপারে আমি এমন কোনো কারণ জানি যার দ্বারা হাদীসটি পরিত্যাগ করা আবশ্যিক হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فَيَقْبَلْتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبِضْتُ رَجُلِي (متفق عليه)

۵. (নাসায়ী) حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ يُمْسِنِي بِرِجْلِهِ

ইবনে হাজর (র) আত্‌তালখীস গ্রন্থে লিখেন- এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

৫. হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র) বলেন- সনদ মুনকাতি' হওয়ার কারণ ভিন্নমুখী দু হাদীসের মধ্যে থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তার মোকাবেলায় অন্যকোনো হাদীস যদি সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে মুনকাতি' হাদীস সন্দেহহীনভাবে গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হবে। আর এখানে এ হাদীসটি সাংঘর্ষিকতামুক্ত। অতএব এটি গ্রহণযোগ্য।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّالِقَانِي عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِي
عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

এটা আয়েশা (রা) এর হাদীসের দ্বিতীয় সনদ-عَنْ عُمِّشَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

এর উপর তিনটি অভিযোগ করা হয়েছে-

প্রথম অভিযোগ :

উসমান ইবনে আবি শায়বা বিশিষ্ট প্রথম সনদে উরওয়া মুতলাক তথা স্বাভাবিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বিতীয় সনদে মুযানী শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম সনদে উরওয়া ইবনে

জুবাইর উদ্দেশ্য নয় বরং উরওয়া মুযানীই উদ্দেশ্য। আর তিনি মাজহুল তথা অজ্ঞাত। কাজেই এ সনদটিও দুর্বল।

উত্তর : প্রথম সনদে উরওয়া ইবনে জুবাইর উদ্দেশ্য। তিনি হযরত আয়েশা (রা) এর ভতিজা ও বিশিষ্ট শিষ্য এবং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনটি আলামত রয়েছে-

১. ইবনেমাযা ও মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদির শক্তিশালী সনদে এটা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

২. স্বয়ং এ হাদীসের এ অংশটুকুও প্রমাণ বহন করে فَقُلْتُ لَهَا مَنْ كَارِبٌ فَضَحِكَتْ ۗ وَالْأَنْتِ فَضَحِكْتُ ۗ কারণ স্পষ্ট যে, এ ধরনের অস্বাভাবিক প্রশ্ন অপরিচিত ব্যক্তি করতে পারে না।

৩. মুতলাক তথা বিশেষ কোনো পরিচিতি সংশ্লিষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে সে রাবী দ্বারা প্রসিদ্ধ রাবী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব শুধু 'উরওয়া' দ্বারা উরওয়া ইবনে জুবাইরই উদ্দেশ্য। কারণ তিনিই প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিতি তাবেয়ী ছিলেন।

বাকী আবু দাউদের দ্বিতীয় এ সনদে মুযানী শব্দটি ৩ দিক দিয়ে দুর্বল-

১. এটা আব্দুর রহমান ইবনে মুগীরা এর বিচ্যুতি। এ ব্যাপারে ইবনে মাদিনী ও ইবনে আদি বলেন- لَيْسَ بِشَيْءٍ এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন- لَهُ سِتُّ مِائَةِ حَدِيثٍ يَرَوِيهَا عَنْ الْأَعْمَشِ تَرَكْنَاهَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ سَنَدِ سُنَّةٍ (এর থেকে ৬০০ হাদীস আ'মাশ-এর সনদসূত্রে বর্ণিত রয়েছে। আমি তা পরিত্যাগ করেছি। কারণ সেগুলোর কোনোটি গ্রহণযোগ্য নয়।) বিশেষত ওয়াকী', জায়েদা এবং আব্দুল হমাইদ হিমানী এর মুকাবিলায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা উরওয়াকে কোনো পরিচিতির প্রতি সম্বন্ধবিহীন বা উরওয়া ইবনে জুবায়েররূপে বর্ণনা করেন। এ কারণে মুযানী শব্দটি শাজ বা বিরল।

২. এ সনদে حَدَّثَنَا أَصْحَابُ لَنَا এর মাধ্যম অপরিচিত।

৩. প্রকৃতপক্ষে হাবীব-এ বর্ণনাটি উরওয়া মুযানী এবং উরওয়া ইবনে জুবায়ের উভয়ের থেকে গ্রহণ করেছেন। এ কারণে এ দুর্বল সনদের উপর ভিত্তি করে ইবনে জুবায়েরের বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ :

قَالَ ابوداود قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ لِرَجُلٍ اِحْك عَنِّي اعمش, এ অভিযোগের সারকথা এই যে, এমশ عن حبيب عن عروة عن عزة এবং অগ্রহণযোগ্য এর মতো বলেছেন ।

উত্তর : এর কারণ এই যে, এটা উরওয়া মুযানী এর বর্ণনা । আর যখন মূল ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায় । কাজেই এটাকে দুর্বল আখ্যা করাও তিরোহিত হয়ে যাবে ।

তৃতীয় অভিযোগ :

قال ابو داود وروى عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني الخ

এই অভিযোগের সারমর্ম এই যে, আমরা যদি উরওয়া ইবনে জুবায়েরকে মেনেও নেই তথাপি এ সনদটি দুর্বল । কারণ সুফিয়ান সাওরী (র) এর তাহকীক এই যে, হাবীবের সকল রেওয়ায়েত উরওয়া মুযানী থেকে গৃহীত । আর উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে তার কোনো রেওয়ায়েত উল্লেখ নেই । উপরন্তু ইমাম বুখারী ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন এর তাহকীকও এটাই । হাবীবের উরওয়া ইবনে জুবায়েরের থেকে শ্রবণ প্রমাণিত নেই ।

উত্তর : ১. সামনে স্বয়ং আবু দাউদ (র) এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একটি বিশুদ্ধ হাদীসে হাবীবের শিষ্য হামযা যাইয়্যাত উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে হাবীবের শ্রবণ প্রমাণ করেছেন । আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালেকী (র) এর তাহকীক এই যে, উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে হাবীবের শ্রবণ প্রমাণিত আছে । অতএব সুফিয়ান সাওরী (র) এর নাবাচক উক্তি সঠিক নয় । উক্ত সহীহ হাদীসটি এই—

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي بَصْرِي

২. এটাকে যদি মেনেও নেয়া হয় তথাপি কোনো অসুবিধা নেই । কারণ হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসটি বিভিন্ন সনদে উরওয়া মুযানী থেকে

মুসনাদে ইসহাক, মুসনাদে বাযযার, বাযহাকী, দারকুতনী, তাবরানী প্রভৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু এছাড়াও এ বিষয়ের কতিপয় মারফু হাদীসও বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে বাযযারে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এ সকল হাদীস ও সনদ দ্বারা এই দুর্বল হাদীসের সনদের দুর্বলতা তিরোহিত হয়।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ ٢٤٤

قوله قال ابوداود ورواه هشامُ بْنُ حَسَّانٍ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الخ

অর্থাৎ তালক (রা) এর হাদীস যেভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে বদর কায়েস ইবনে তালক থেকে বর্ণনা করেছেন তদ্রূপ হিশাম ইবনে হাস্‌সান সুফিয়ান সাউরী, শো'বা, ইবনে উইয়াইনা, যারীর রাযী ও মুসাদ্দাদ এই ৬ জন মনীষীও এটাকে আব্দুল্লাহ ইবনে বদরের স্থলে মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে এবং তিনি কায়েস ইবনে তালক থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুসাদ্দাদ কর্তৃক মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে বর্ণিত হাদীসে ذُكِرَهُ এর পরে فِي الصَّلَاةِ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু মুহাম্মদ ইবনে জাবির জয়ীফ রাযী এ কারণে তার একক বর্ণিত অংশও জয়ীফ সাব্যস্ত হয়।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النَّبِيِّ وَعُغْسِلِهِ ٢٧

قوله قال بلالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَرَاهُ هَذَا قَوْلُ هِلَالِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْزِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ قَالَ ابوداود ورواه عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وابو مُعْوِيَةَ عن بلالٍ عن عطاءٍ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا الخ

এই হাদীসের সনদ ও মতনের মধ্যে ৪ ধরনের তারতম্য রয়েছে—

১. মুহাম্মদ ইবনে আলা এর সনদে হেলাল শব্দটি নিশ্চয়তামূলক শব্দের সাথে, আর আইয়ুব ইবনে মুহাম্মদ রুকী ও আমর ইবনে উসমান হিমছী এর সনদে হেলাল শব্দটি সন্দেহমূলক শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। এটাকে আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন।

২. মুহাম্মদ ও আইয়ুবের হাদীসে কেবল **وَلَمْ يَتَوَضَّأْ** রয়েছে। আর আমরের হাদীসে **يُعْنِي لَمْ يُمْسِ مَاءً** অতিরিক্ত রয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি গোস্ত খাওয়ার পর মোটেই পানি ব্যবহার করেননি।

৩. মুহাম্মদ আইয়ুবের সনদে **أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيِّ** অংশ রয়েছে। আর আমরের সনদে সংবাদমূলক শব্দের স্থলে **عَنْ هِلَالٍ** শব্দ রয়েছে এবং **الْجُهَنِيِّ** এর জায়গায় **الرَّمْلِيِّ** এর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। অবশ্য এই ব্যতিক্রমটি কেবল শাব্দিক। কারণ বাস্তবে হেলালের প্রতি উভয় জায়গার সম্বন্ধ বিসৃদ্ধ।

৪. হেলালের শিষ্য মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়া এটাকে মুত্তাখিলরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হেলালের অপর ২জন শিষ্য অর্থাৎ আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ এবং আবু মুয়াবিয়া এটাকে মুরছাল সূত্রে অর্থাৎ আবু সাঈদের মাধ্যম বিলোপ করে বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ص ٢٥
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود وهذا اختصارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ -

এর দ্বারা জাবির (রা) এর হাদীস নাসিখ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, জাবির (রা) এর এই হাদীসের নাসিখ ও মানসূখ হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এটা পূর্বের হাদীসেরই সংক্ষিপ্তরূপ। অতএব **أخِرُ** এর উদ্দেশ্য এই যে, নবী করীম (স) একই দিনে ২ ধরনের আমল করেছেন। প্রথমটি আহার গ্রহণের দ্বারা উযু করার এবং দ্বিতীয়টি আহার গ্রহণের দ্বারা উযু না করার। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, দীর্ঘদিন যাবত তিনি রান্নাকৃত খাদ্য খেয়ে উযুর নির্দেশ করেছিলেন। পরে এটাকে মানসূখ করেছেন।

উত্তর : ১. আল্লামা শওকানী, আল্লামা ইবনে তরকুমানী ও হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেন যে, এটাকে পূর্বের হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ বলা ঠিক হবে

না। বরং উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হাদীস। যেমন হাদীসের বাচনভঙ্গি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। উপরন্তু সংক্ষিপ্ত বলার মন্তব্যটি কেবল ধারণা প্রসূত। যা আগেপরের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের নিকট এই হাদীসের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২. জাবির (রা) এর প্রথম হাদীসের মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আরো বর্ধিত অংশ রয়েছে যে-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ صَلُّوا الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّؤْا
নবী করীম (স) এবং তাঁর সঙ্গীগণ আহার করলেন! অতপর তিনি প্রস্রাব করে তারপর উযু করলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ আহার সেরে আসরের নামায আদায় করলেন। তাঁদের কেউই উযু করেননি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যোহরের নামাযের পরে উযু করা গোশ্ত খাওয়ার কারণে নয় বরং পেশাবের কারণে ছিলো। অতএব দু বিষয়ের শেষটি এর উপরে প্রযোজ্য হয় না। কারণ امرين দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, একবার গোশ্ত খাওয়ার কারণে উযু করেছেন। আর দ্বিতীয়বার গোশ্ত খাওয়ার পর উযু করেননি। এর দ্বারা বোঝা গেলে যে, দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ নয়। কারণ উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নয়।

৩. যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, এটা প্রথম হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ তথাপি এটা নসখ হওয়ার দলিল হবে। যতক্ষণ না এই ঘটনার পরে مَاءُ تَحْتِهَا দ্বারা উযু করা প্রমাণিত না করবেন।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

يَا أَرْثَاً يُوْهُرِي قَالَ ابوداود فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَابُنْ أَخِي
يَا أَرْثَاً يُوْهُرِي قَالَ ابوداود فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَابُنْ أَخِي
এর স্থলে يَابُنْ أَخِي বলেছেন। আর আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদের উম্মে হাবীবার ভাতিজা হওয়া হয়তো রূপকের উপর প্রযোজ্য। অথবা কোনো কোনো রাবীর ভাষ্টির উপর প্রযোজ্য হবে।

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ص ٢٦

قَوْلُهُ قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شَعْبَةً عَلَى هَذَا الشَّيْخِ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুতী' ইবনে রাশেদ এর সিকা আখ্যায়িত করার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, তিনি দু কারণে সিকা ছিলেন। শো'বা যায়েদকে মুতী' এর নিকট হাদীস অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর শো'বা সিকা রাবী থেকেই বর্ণনা করেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মুতী' ইমাম শো'বার নিকট সিকা ছিলেন। নইলে তিনি যায়েদকে তার কাছে পাঠাতেন না।

২. জায়েদ মুতী'কে هذا الشيخ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। আর শায়খ শব্দটি সিকা এর অর্থ বহন করে।

৩. তৃতীয় কারণ এই যে, আবু দাউদ (র) এর উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেমন- আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেছেন। এর দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের কথা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেলো যারা মুতী'কে মাজহুল অজ্ঞাত বলেন।

بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ ص ٢٦

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود قَوْلُهُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ

ইমাম আবু দাউদ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا زَيْدُ الدَّلَائِنِيِّ عَنِ قَتَادَةَ ৫ কারণে মুনকার বিশিষ্ট অংশটিকে মুনকার বলেছেন। মুনকার হওয়ার কারণগুলো এই-

প্রথম কারণ : لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا অর্থাৎ কাতাদার অন্যান্য শিষ্যগণ এই অংশটি উল্লেখ করেননি। কেবল ইয়াযিদ ওয়ালানী এই অংশ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি গোটা দলের বিরোধীতা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই জয়ীফ রাবী।

উত্তর : ইয়াযীদ দালানী বিতর্কিত ব্যক্তি। আবু হাতিম তাকে সিকা এবং জাহাবী তাকে হাসানুল হাদীস বলেছেন। কাজেই তিনি জয়ীফ নন বরং মধ্যম পর্যায়ের। উপরন্তু তিনি অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন। কেবল বিরোধিতা প্রকাশ করেননি। তাছাড়া এই হাদীসের আরো বিভিন্ন শাহিদ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এটি হুয্যাত তথা দলিলযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও হাসান লিগাইরীহী।

দ্বিতীয় কারণ :

وَرَوَى أَوْلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا

অর্থাৎ আবুল আলিয়া ছাড়া ইবনে আব্বাসের অন্যান্য শিষ্যগণ ইকরামা, কুরাইব ও সাঈদ ইবনে জুবাইর এই হাদীসের কেবল প্রাথমিক অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। তারা শেষাংশটুকু উল্লেখ করেননি।

উত্তর : আবুল আলিয়াকে আবু হাতিম, আবু যুরআ ও ইবনে মায়ীন সিকা বলেছেন। আল্লামা লালকাযী এ প্রসঙ্গে বলেন- **مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَاتِهِ** অর্থাৎ তার সিকা হওয়ার বিষয়টি সর্বোসম্মত মত। (বাজলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা) অতএব তার বর্ধিত অংশ গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় কারণ :

وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْفُوظًا

এটা ইকরামার উক্তি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াযীদ ওয়ালানীর বর্ণনার শেষ এই অংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)ও যদি ঘুমাতেন তথাপি তাঁর নিদ্রা উযু ভঙ্গকারী হতো অথচ তিনি বায়ু বের হওয়ার সন্দেহ থেকে মুক্ত ছিলেন।

চতুর্থ কারণ :

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ

عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

অর্থাৎ ইয়াযীদ ওয়ালানী এর বাক্য **تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي** বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী।

উত্তর : উভয়ক্ষেত্রে হুজুর (স) এর এ উত্তর ছিলো জ্ঞানী গুণীদের পদ্ধতিতে যে, ইবনে আব্বাস (রা) তো স্বয়ং নবী করীম (স) এর নিদ্রার ব্যাপারে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রশ্নকারীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র উম্মতের নিদ্রার মাসআলা বলে দিয়েছেন। কারণ এটি অধিক ফলপ্রসূ ও ব্যাপক।

পঞ্চম কারণ :

وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْخ

অর্থাৎ শো'বা বলেন যে, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে কেবল ৪টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। ১. ইউনুস ইবনে মাকতা এর হাদীস, ২. নামায প্রসঙ্গে ইবনে উমরের হাদীস, ৩. আলী (রা) এর الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ এই হাদীস। ৪. ইবনে আব্বাস (রা) এর এই হাদীস حَدَّثَنِي رَجُلٌ مَّرَضِيٌّ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ (বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী)। এর মধ্যে হাদীস إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مَضْطَجِعًا। অতএব বোঝা গেলো যে, এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে মুনকাতি'।

উত্তর : চারে সীমিত করণের বিষয়টি মূলত আনুমানিক; নিশ্চিতভাবে নয়। কারণ ইমাম তিরমিযির মতে কেবল ৩টি হাদীস। আর বায়হাকীর বর্ণনায় শো'বার নিকট ৬টি হাদীসি শুনেছেন। অতিরিক্ত ২টি হাদীস এই- ১. إِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ (তিরমিযী) ২. حَدِيثُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ (মুসলিম) অতএব এভাবে সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, কাতাদার শ্রবণকৃত মোট হাদীস ৭টি।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرِجْلِهِ ص ২৭

ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে সনদের ২টি প্রভেদ বর্ণনা করেছেন-

১. ইব্রাহীম ইবনে আবু মুয়াবিয়ার সনদে শাকীক এই হাদীসটি ইবনে মাসউদের স্থলে মাসরুক থেকে মাধ্যম সহকারে বা বিনা মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু হান্নাদ ও উসমানের সনদে নিশ্চিতভাবে শাকীক এই হাদীসকে ইবনে মাসউদ (রা) থেকে গ্রহণ করেছেন।

২. অর্থাৎ وَقَالَ هُنَادُ وَعَنْ شَقِيقٍ أَوْحَدَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

হান্নাদের সনদে عَنْ شَقِيقٍ عَنْهُ এর পরে وَحَدَّثَهُ عَنْهُ শব্দও রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, আ'মাশ এই হাদীসকে শাকীক থেকে মাধ্যম সহকারে ও বিনামাধ্যমে গ্রহণ করেছেন উভয় ধরনের সম্ভাবনা আছে। অথচ ইব্রাহীম ও উসমানের সনদে আ'মাশ নিশ্চিতভাবে এই হাদীসকে বিনা মাধ্যমে শাকীক থেকে গ্রহণ বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ فِي الْمَذَى ٢٧

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُقَدَّادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ

উভয়ের উদ্দেশ্য এই যে, হিশাম ইবনে উরওয়ার ৫জন শিষ্য জুহাইর, সাওরী, মাসলামা, মুফাজ্জাল ও ইবনে উইয়াইনা **أَنْثِيَيْنَ** শব্দ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিশামের কেবল একজন শিষ্য অর্থাৎ ইবনে ইসহাক বর্ধিত এই অংশটুকু উল্লেখ করেননি। কাজেই **أَنْثِيَيْنَ** এর বর্ধিত অংশটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এটা ইমাম আহমদ (র) এর দলিল।

উত্তর : ১. আল্লামা শওকানী (র) নাইলুল আওতার গ্রন্থে লিখেন যে, হযরত আলী (রা) থেকে উরওয়ার শ্রবণ প্রমাণিত নেই। সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা বিশিষ্ট হাদীসের সনদেও উরওয়ার পরে **عن حديث حدثه** রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, উরওয়ার এ হাদীস হযরত আলী (রা) থেকে মাধ্যম সহকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এটি সনদের দিক দিয়ে মুনকাতি'। আর প্রথম **قال ابو داود** এর মধ্যে যে সনদ উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে মেকদাদ (রা) এর পরে আলী (রা) এর মাধ্যম উল্লেখ রয়েছে। অথচ হযরত মেকদাদ (রা) এই হাদীসটি হযরত আলী (রা) এর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হজুর (স) থেকে শুনেছেন। সুতরাং বোঝা গেলো যে, **عروة** এভাবে **عُرْوَةَ عَنْ مُقَدَّادِ عَنْ عَلِيٍّ** উভয়টিই সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। অপরদিকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীস যার মধ্যে **انثيين** শব্দ উল্লেখ নেই তার মধ্যে যদিও মেকদাদের পরে আলী (রা) এর মাধ্যম উল্লেখ নেই এদিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ওটা বিশুদ্ধ। কিন্তু স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দিক দিয়ে ওটা নিশ্চিত জয়ীফ বা দুর্বল। অতএব সনদের দিক দিয়ে উভয় রকমের হাদীস দুটি এক স্তরের সাব্যস্ত হলো। এটির কোনোটি অপরটির উপর প্রাধান্যযোগ্য নয়।

২. যদি **انثيين** এর বর্ধিত অংশবিশিষ্ট রেওয়াজাতকে প্রাধান্যযোগ্য মেনে নেয়া হয় তাহলে অন্য রেওয়াজাতের আলামত দ্বারা এই হাদীসটি

হয়তো সতর্কতা ও কঠোরতামূলক হবে। অথবা মুস্তাহাব কিংবা প্রাথমিক পর্যায়ের অথবা চিকিৎসার উপর প্রযোজ্য হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَلَّتْ شَهْوَتُ، تَخْفِيفِ شِدَّتْ وَكَثْرَتِ مِدْيِ (যৌন স্পৃহা দমন, উত্তেজনা লাঘব ও কামরসের প্রাচুর্য্যতা উদ্দেশ্য।)

بَابُ فِي مَبَاشِرَةِ الْحَائِضِ وَمَوَاكِلَتِهَا ۲۸

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَاَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

যেহেতু উল্লেখিত হাদীসে فوق الازار শব্দ শ্রবণের দ্বারা সাবধানতা অবলম্বন উত্তম হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু নবী করীম (স) এবং সাহাবা তাবেয়ীন ও সালাফে সালাহীন এর উপর আমল করেছেন। যা কখনো উত্তমের পরিপন্থী হতে পারেনা। এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ (র) উত্তরে বলেন- এ হাদীসটি দু কারণে শক্তিশালী নয়- ১. আব্দুর রহমান ইবনে আয়েজ এর মুয়াজ ইবনে জাবালের (রা) সাথে সাক্ষাত ঘটেনি। (আবু যুরআ উল্লেখ করেছেন)। ২. সা'দ আগতাশ ইবনে আব্দুল্লাহ জয়ীফ। এছাড়া সম্ভাবনা আছে যে, নবী করীম (স) প্রশ্নকারীর অবস্থা দ্বারা যৌন উত্তেজনার প্রাণ্ডাল্য অনুভব করেছিলেন। এ কারণেই তার ব্যাপারে الْأَزَارِ تَمَتَّعَ لِمَا فَوْقَ الْإَزَارِ কে উত্তম জ্ঞান করেননি। যাতে তিনি হারামে লিপ্ত না হন।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ ۲۹

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এর দ্বারা ইমাম আবু দাউদ (র) এর উদ্দেশ্য হলো এই হাদীসের প্রাধান্য সাব্যস্ত করা যে, আনাস (রা) এর সকল শিষ্য হুমাইদ তাবীল, জায়েদ, কাতাদা ও যুহরী একবারই গোসল উল্লেখ করেছেন। অতএব এই হাদীসটি প্রাধান্যযোগ্য। আর সামনে আবু দাউদের যে হাদীস আসছে এবং তার মধ্যে একাধিকবার গোসলের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটি প্রাধান্যযোগ্য নয়। এ কারণে আবু দাউদ (র) আবু রাফে' এর হাদীসের পরে উল্লেখ করেছেন-

وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا

بَابُ الْجُنْبِ يَأْكُلُ ص ٢٩

قوله قال ابوداود وزواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مفسوراً ورواه صالح الخ

এর দ্বারা হাদীসের প্রকারভেদের এখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইউনুসের এক শিষ্য ইবনে মুবারক খাওয়ার ঘটনা (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ) কে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইউনুসের অন্য শিষ্য ইবনে ওয়াহাব এটাকে আয়েশা (রা) এর উপর মাউকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন إِذَا أَرَادَ الْجُنْبُ أَنْ يَأْكُلَ (কোনো জুনুবী ব্যক্তি আহার করার ইচ্ছা করলে সে তার উভয় হাত ধুয়ে নিবে।) কাজেই এ ক্ষেত্রে ধৌত করার এই শব্দটি নবী করীম (স) এর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং হযরত আয়েশা (রা) এর নিজস্ব উক্তি। ইমাম আবু দাউদ (র) সামনে ইমাম ইবনে মুবারকের থেকে এর স্বপক্ষে ২টি বর্ণনা পেশ করেছেন—

১. ইউনুসের তৃতীয় শিষ্য আউযায়ীও খাওয়ার বিষয়টিকে ইবনে মুবারকের অনুকূলে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২. যুহরী থেকে ইউনুস ও সুফিয়ান ছাড়া তার তৃতীয় শিষ্য সালেহ ইবনে আবুল আখদারও এ হাদীসকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنْبُ يَتَوَضَّأُ ص ٢٩

قوله قال ابوداود بين يحيى بن يعمر وعمر بن ياسر في هذا رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

নবী করীম, (স) জুনুবী ব্যক্তির জন্যে এ সহজ উপায় বের করে দিয়েছেন যে যখন সে পানাহার করে বা নিদ্রামগ্ন হয় সে উযু করে নিবে। এর মধ্যে ইয়াহয়া ও আম্মারের মাঝে অজ্ঞাত এক রাবীর মাধ্যম রয়েছে যার নাম অজানা রয়ে গেছে। অতপর এখানে هَذَا الْحَدِيثُ এর শর্তটি قيد

احترازی নয় বরং اتفاتی কেননা আম্মারের সাথে ইয়াহয়া এর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইয়াহয়া ইবনে ইয়া'মার বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী। চাই সে যে কোনো সাক্ষাৎপ্রাপ্ত শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করুন। হাফেয ইবনে হাজর (র) তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ لَمْ يَلْقَ عَمَّارًا إِلَّا أَنَّهُ صَحِيحُ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَقِيَهُ الخ

দারকুতনী বলেছেন আম্মারের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি; তবে তিনি যার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তার থেকেই সহীহ হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। (বায়লুল মাজহূদ, ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

بَابُ فِي الْجَنْبِ يُؤَخَّرُ الْغُسْلُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود ثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحق -

ইযরত আয়েশা (রা) এর হাদীস **يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ مِّنْ غَيْرِ أَنْ يُمَسَّ** কে আহমদ, আবু দাউদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। জয়ীফ হওয়ার কারণ ২টি-

১. আবু ইসহাক মুদাল্লিস ছিলেন। তিনি **عننة** সহকারে বর্ণনা করতেন।

২. বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) কখনো জানাবাত অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে উয়ু করতেন। যেমন- সামান্য পূর্বে **باب الجنب ياكل** পরিচ্ছেদে আয়েশা (রা) থেকে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে-

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأَ وَضُوهُهُ لِلصَّلَاةِ

নবী করীম (স) জুনুবী অবস্থায় ঘুমতে চাইলে নামাযের ন্যায় উয়ু করতেন। সুতরাং এ পরিচ্ছেদের হাদীসটি উক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলো : কিন্তু বিভিন্ন মুহাদ্দিস যথা বায়হাকী, দারকুতনী, ইবনে আবি শায়বা,

ইবনে সুরাইজ, আবুল ওয়ালীদ, নববী প্রমুখ এই হাদীসকে সহীহ ও শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন।

জয়ীফ হওয়ার প্রথম কারণের উত্তর এই যে, বায়হাকীতে আসওয়াদ থেকে আবু ইসহাকের শ্রবণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণের উত্তর এই যে, আল্লামা বায়হাকীর উক্তি মতে এই হাদীসটি **غسل نفي** এর উপর এবং আল্লামা নববীর বর্ণনা মতে জায়েয হওয়ার বর্ণনার জন্য **غسل نفي** এর উপর প্রযোজ্য।

بَابُ فِي الْجَنْبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ۳۰

قوله قال ابوداود وهو قُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ

অর্থাৎ উল্লেখিত হাদীসের সনদে আফলাত ইবনে খলিফা এর নাম ফালিয়াত আমেরী। অতএব তার দুটি নাম হলো।

بَابُ فِي الْجَنْبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَائِسٌ ۳۰

এ অনুচ্ছেদে ইমাম আবু দাউদ (র) আবু বকর (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) এর থেকে ২-২টি করে মারফু হাদীস এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, আতা ইবনে ইয়াসার ও রবী ইবনে মুহাম্মদের ৩টি মুরছাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। এসব রেওয়াযাতের মধ্যে ৩ধরনের গরমিল বা ব্যতিক্রম রয়েছে। যথা-

প্রথম ব্যতিক্রম : নবী করীম (স) তাকবীরে তাহরীমা বলার পর ফিরে গেলেন। নাকি তাকবীর বলার পূর্বে ফিরে গেছেন? আবু বকর (রা) এক বর্ণনায় **دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ** শব্দ রয়েছে। এবং তারই অপর বর্ণনায় **فكبر** রয়েছে। এভাবে তিনোটি মুরছাল হাদীসেও **كبر** শব্দ রয়েছে। কিন্তু আবু হুরায়রা (রা) এর রেওয়াযাতের ভাষ্য **وَإِنْتِظَرْنَا أَنْ يُكْبِرَ** এবং **حتى** **أِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ** দ্বারা বোঝা যায় যে, নামায শুরু করার আগেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।

উত্তর : ১. আল্লামা নববী এবং হাফেয ইবনে হিব্বান প্রমুখ এ গরমিলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার উপর প্রযোজ্য করেছেন।

২. হাফেয ইবনে হাজর (র) বলেন- বুখারীর রেওয়াজেতটি প্রাধান্যযোগ্য। তার মধ্যে এ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে **كاد ان يكبر** এবং **دخل و اراد التكبير** বিশিষ্ট বর্ণনার শব্দ ইচ্ছা করার উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ **اراد الدخول و اراد التكبير**

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম : তিনি কেবল কাজের ইঙ্গিত করেছিলেন নাকি জবানেও তা উল্লেখ করেছিলেন? আবু বকর (রা) এর হাদীস **فأوما** দ্বারা বাস্তবে ইশারা করা বোঝা যায়। কিন্তু আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস **فقال** দ্বারা জবানে বলা বোঝা যায়। এবং **ثم قال كما انتم** এবং **للناس مكانكم**

উত্তর : ১. মূলত নবী করীম (স) বাস্তবে ইশারা করেছিলেন কিন্তু কোনো কোনো রাবী এটাকে জবানে বলার দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

২. সম্ভাবনা আছে যে, নবী করীম (স) ইশারাও করেছিলেন এবং জবানেও বলেছিলেন। নিকটবর্তীগণ রাসূলুল্লাহ (স) এর কথা শুনেছিলেন। আর দূরবর্তীগণ শুধু তাঁর ইশারা বুঝেছিলেন। কাজেই প্রত্যেকে যে যেমন বুঝেছেন তদ্রূপ বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় ব্যতিক্রম : ইশারা করার বিষয়টি দাঁড়ানোর সাথে নাকি বসার সাথে সংশ্লিষ্ট? মুরসালে ইবনে সীরীন এর ভাষ্য **اجلسوا** দ্বারা বসা বোঝা যায়। আর অন্যান্য বর্ণনা **كما انتم** এবং **مكانكم** দ্বারা দাঁড়ানো বোঝা যায়।

উত্তর : ১. বসা সংক্রান্ত বর্ণনাটি মুরছাল। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. নবী করীম (স) মূলত থামার ইশারা করেছিলেন। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুঝ মোতাবেক আমল করেছেন। কেউ মনে করেছেন মসজিদে অবস্থান করা উদ্দেশ্য। যদিও তা বসার ভঙ্গিতে হোক। এই জন্য তারা **اجلسوا** শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ বর্তমান অবস্থার উপর প্রযোজ্য বুঝেছেন। একারণে তারা দাঁড়ানোর শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। অতএব এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

بَابُ الْمَرَأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ ص ٣١

কোলে قال ابوداود وَكَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَابْنُ أُخِي
الزُّهْرِيُّ وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَأْفَقَ الزُّهْرِيُّ
مَسَافِعَ الْحَجَبِيِّ الْخ

এ প্রসঙ্গে বিভিন্নমুখী বর্ণনা রয়েছে। উম্মে সুলায়ইম (রা) এর উপর প্রশংসাকারী এবং এই ঘটনার রাবী হযরত আয়েশা (রা) নাকি উম্মে সুলামা? এ প্রসঙ্গে উরওয়ার শিষ্য ইবনে শিহাব যুহুরী আয়েশা (রা) এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উরওয়ার অন্যান্য শিষ্য হিশাম উম্মে সুলামা (রা) এর নাম উল্লেখ করেছেন। আর হিশামের রেওয়ায়েতে উরওয়ার পর যয়নাব বিনতে আবু সালমা এর মাধ্যমও রয়েছে। এক্ষেত্রে আবু দাউদ (র) যুহুরী এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তার মুতাবি' বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- উরওয়া এর তৃতীয় শিষ্য মাসাফেহ হাজবী এর বর্ণনা যুহুরী এর বর্ণনার অনুকূলে। উপরন্তু ইউনুস ছাড়া যুহুরী এর অন্য শিষ্য যুবায়দী, আকিল, যুহুরীর ভাতিজা এবং ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ এই চারোজন এটাকে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা নববী বলেন- সম্ভাবনা আছে যে, এ ঘটনায় আয়েশা এবং উম্মে সালমা উভয়ে শরীক ও হাজির ছিলেন। অতএব কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الْغَسْلُ ص ٣١

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود قَالَ مَعْمُرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال ابوداود وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ
এর দ্বারা হাদীসের তারতম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা-

১. যুহুরী থেকে মালিক (র) মহানবী (স) এর থেকে শুধু গোসলের কথাই উল্লেখ করেছেন।

২. আর যুহুরী থেকে মা'মার এর বর্ণনায় নবী করীম (স) এবং আয়েশা (রা) উভয়ের গোসলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সামনে আবু দাউদ (র) *وروى ابن عيينة* দ্বারা ইমাম মালিক (র) এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সঠিক এই যে, প্রথম বর্ণনায় হসর তথা সীমিত করণ কোনো শব্দ নেই। যার দ্বারা আয়েশা (রা) এর গোসলে শরীক না থাকা নিশ্চিত বোঝায়। কাজেই উভয় রেওয়াজেতে কোনো একতেলাফ নেই। আর যদি প্রথম রেওয়াজেতে শুধু রাসূলুল্লাহ (স) এর গোসলই মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা সময়ের বিভিন্নতা এবং ঘটনার বিভিন্নতার উপর প্রযোজ্য হবে।

قوله قِيلَ لَهُ الصَّيْحَانِي ثَقِيلُ قَالَ الصَّيْحَانِي أَطِيبُ قَالَ

لَا أَدْرِي

সায়হানী হলো মদীনা শরীফের সেরা সর্বোত্তম ভারী খেজুর। ইমাম আহমদের নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, সায়হানী খেজুরতো অধিক ভারী। কাজেই এর পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলের ওজনের বিধান এক সা'এর বিধান সমান হবে কি না? কারণ এ পরিমাণ ওজন দ্বারা সা' পূর্ণ হয় না বরং অপূর্ণ থেকে যায়। তখন ইমাম আহমদ (র) সাথে সাথে উত্তরে বললেন— সায়হানীতো অনেক মূল্যবান খেজুর। সুতরাং এর দ্বারা ভালোভাবেই সাদকায়ে ফিতির আদায় হয়ে যাবে। এরপর তিনি প্রশ্নের কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন— এ পরিমাণের দ্বারা সা'পূর্ণ হয় না। তখন তিনি আবারো বললেন— *لا أدري* অর্থাৎ আমি জানি না যে, তা এক সা'এর হুকুমে গণ্য হবে কি না। কিন্তু হানাফীগণের মতে সা' পরিমাপক পাত্রটি পরিমাপের দ্বারাই পূর্ণ হওয়া জরুরি। ওজনের কোনো ধর্তব্য নেই। অতএব পরিমাপের তথা কায়েলের দিক দিয়েই সাদকা ফিতির আদায় করা সঠিক হবে। ওজনের দিক দিয়ে নয়। আর এর কারণ এই যে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পূর্ণ এক সা' হওয়া ওয়াজিব। চাই ওজন যতোই কম হোক বা বেশি হোক।

ফায়েদা : ১. সায়হানী মূলত সায়হান শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত। আর সায়হান বলা হয় পুরুষ ভেড়াকে। যা খেজুর গাছের সাথে বাঁধা থাকে এবং খুব বেশি ডাকাডাকি করে। এ কারণেই তাকে সাইয়াহ বলে। এরপর সাইয়াহর প্রতি সম্বন্ধ কর সায়হান হয়েছে। আর গাছের খেজুরকে সায়হানী বলা হয়। যেমন ছানআ থেকে ছানআনী।

২. উল্লেখিত অভিযোগসমূহের সার এই যে, সায়হানী হলো বিভিন্ন প্রকার খেজুরের মধ্যে সর্বাধিক ভারি খেজুর যার সোয়া পাঁচ রতল ওজনে হিজায়ী

এক সা' এবং কায়েল পরিমাণ হয় না। কেননা সায়হানী খেজুরকে সা' পরিমাপক পাত্র দ্বারা পরিমাপ করলে তাতে সা' পূর্ণ হয় না। বরং অপূর্ণ থেকে যায়। আর নবী করীম (স) এর বাণী **صَدَقَةٌ فِي مَنْ أَعْطَى فِيهِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا أَيْ بِالْبَغْدَادِيِّ خُمْسَةَ ارْطَالٍ وَثُلُثَاهُ فَقَدْ أَوْفَى**

“যে ব্যক্তি ওজনের দিক দিয়ে সোয়া পাঁচ রতল খেজুর দান করবে সে পূর্ণ সাদকা-ফিতরা আদায়কারীগণ্য হবে”। কেননা এ পরিমাণ ওজন সা' পরিমাপক পাত্রের সমপরিমাণ হয়। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি পরিমাপক পাত্র ভরে সাদকায়ে ফিতির আদায় করে তাতে এবং এ পরিমাণ অনুযায়ী সোয়া পাঁচ রতল খেজুর পরিমাপক পাত্রে না ভরে ওজন করে প্রদান করে তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই সে সাদকায়ে ফিতির আদায়কারী বিবেচিত হবে। কেননা হেজায়ী সা' দ্বারা পরিমাপকৃত খেজুর এবং সোয়া পাঁচ রতল পরিমাণ ওজনকৃত খেজুর উভয়টি পরিমাণের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হয়। তাহলে সোয়া পাঁচ রতল সায়হান খেজুর আদায় করলে সাদকায়ে ফিতির আদায় হবে কি না? অথচ সায়হানী খেজুর ওজনে অনেক ভারী এ পরিমাণের ওজন সা' এর পরিমাণ থেকে কম হয়। ইমাম আহমদ (র) এর স্মৃতিতে প্রথমে এ ধরনের প্রশ্নের উদ্বেক হয়নি। একারণেই তিনি বলেছিলেন। সামনে এই ব্যাখ্যাই আসছে যা উপরে ১নং ফায়েদার নিকটবর্তী উল্লেখ করা হয়েছে।

بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ۱۱

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ قَوْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمُنْدِيلِ بَأْسًا وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هَكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا

এর প্রবক্তা হলেন আ'মাশ। ইমাম আবু দাউদ বলেন- আমার উস্তাদ মুসাদ্দাদ তার উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদকে জিজ্ঞেস করলেন- **كَانُوا** তারা কি অভ্যাসে পরিণত করার কারণে ওটাকে অপছন্দ

করতো? তিনি জবাবে বললেন- هَكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي كَذَا অর্থাৎ তারা স্বভাবগত গড়ার আশংকায় অপছন্দ করতেন। এর অর্থ এটাই কিন্তু আমি আমার মূল কপিতে الْغَاةُ الْغَاةُ পেয়েছি। যেমনটি মতনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : মুফাসসার ও মুফাসসার বিহী এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : মুফাসসার অর্থাৎ الْغَاةُ الْغَاةُ এর উদ্দেশ্য এই যে, সাহাবায়ে কেলাম এমনিতেই রুমাল ব্যবহার করতেন। এতে তারা কোনো দোষ মনে করতেন না। কিন্তু এমন অভ্যাস বানিয়ে নেয়াকে অপছন্দ করতেন যে, রুমাল বা গামছা ছাড়া গোসলই করতে পারে না। আর মুফাসসার বিহী অর্থাৎ الْغَاةُ الْغَاةُ এর উদ্দেশ্য এই যে, সাহাবায়ে কেলাম শুরু থেকেই গামছা-তোয়ালিয়া ব্যবহারকে অপছন্দ করতেন। যাতে এর অভ্যাস না হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এ ব্যাখ্যাটি এর পূর্বের বাক্য بِالْمَنْدِيلِ بَأْسًا এর বিপরীত।

উত্তর : প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃতভাবে গামছা-তোয়ালে ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এর মধ্যে ভিন্ন একটি কারণ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো অভ্যাসে পরিণত হওয়া। এ কারণেই এটাকে মাকরুহ লিগাইরিহী মনে করতেন।

এ ব্যাপারে অধমের বক্তব্য এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদের এই ব্যাখ্যা স্পষ্টভাষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একারণে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমতের উপর প্রযোজ্য হবে।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَارِثُ ابْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ
 هَارِسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ هَارِسُ بْنُ عُبَيْدٍ هَارِسُ بْنُ عُبَيْدٍ هَارِسُ بْنُ عُبَيْدٍ
 কয়েকটি উক্তি নিম্নরূপ। ১. لَيْسَ بِشَيْءٍ (ইবনে মায়ীন), ২. ضَعِيفٌ
 (আবু হাতিম, নাসায়ী), ৩. فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ الْمُنَاكِرِ (বুখারী), ৪.
 ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ (সাজী)। ৫. شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ (তিরমীযী)।

بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ ۳۳

قوله وَقَالَ زُهَيْرٌ إِنَّهَا قَالَتْ الخ

অর্থাৎ যুহাইরের বর্ণনায় বোঝা যায় যে, এ প্রশ্নটি উম্মে সালমা করেননি। ইবনে সূরাহ্ এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা অন্য কোনো মহিলা করেছিলো। এর ব্যাখ্যা এই যে, মূল প্রশ্নকারী ছিলো অন্য কোনো মহিলা। কিন্তু সে উম্মে সালমা (রা) কে নিজ উকিল বা প্রতিনিধি বানিয়েছিলো। এই কারণে উম্মে সালমার প্রতি প্রশ্ন করার সম্বন্ধ বাস্তবার্থে হয়েছে। আর ঐ মহিলার প্রতি সম্বন্ধ হয়েছে রূপকার্থে। কারণ সে-ই এই প্রশ্নের কারণ। যেমন এর সাথে মিলিত সামনের হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে—

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ ۳۴

এখানে মুহাম্মদ ইবনে আউফ বলতে চাচ্ছেন যে, এ হাদীসটি আমার কাছে দুভাবে পৌঁছেছে— ১. ইসমাইলের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের মাধ্যমে। ২. সরাসরি আমি ইসমাইলের কিতাব থেকে এ হাদীসটি পড়েছি। যার মধ্যে তার বিভিন্ন উস্তাদের রেওয়ায়েতসমূহ লিপিবদ্ধ ছিলো।

بَابُ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ۳۵

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الخ

আইয়ুবের শিষ্য ওয়াহাইব আইয়ুবের পরে আবু কেলাবার মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার অন্য শিষ্য মা'মার আইয়ুবের পরে আবু কেলাবার মাধ্যম উল্লেখ করেননি।

بَابُ فِي اتِّْيَانِ الْحَائِضِ ص ٣٥

قوله قَالَ ابوداود وَرُبَمَا لَمْ يَرْفَعَهُ شَعْبَةُ قَالَ ابوداود وَكَذَلِكَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ عَنْ مِقْسَمِ الْخ

ইখানে ইমাম আবু দাউদ (র) ঋতুবতী মহিলার হাদীস **يَتَصَدَّقُ** এর সংশ্লিষ্ট তিনটি ইখতেলাফের প্রতি ইশারা করেছেন- ১. হাদীসের ধরনের ইখতেলাফ। শো'বা কখনো এই হাদীসকে মারফু'রূপে বর্ণনা করেছেন।

(بروایت يَحْيَى قَطَّان وَنَضْر بن شَمَيْل وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بن عَطَّار عن شعبة)

কখনো ইবনে আব্বাস (রা) এর উপর মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর (بروایت عفان بن سلم وسليمان بن حرب عن شعبة) মাওকূফ হওয়ার স্বপক্ষে শক্তি যোগানোর জন্য আব্দুস সালাম ইবনে মুতাহহার বিশিষ্ট দ্বিতীয় হাদীস **أَذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فِدِينَارٌ الخ** বর্ণনা করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন যে, মিকসামের শিষ্য আবুল হাসান জায়রী এর ন্যায় তার দ্বিতীয় শিষ্য আব্দুল করীমও এটাকে ইবনে আব্বাস (রা) এর উপর মাওকূফসূত্রে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীর বর্ণনা মতে ইমাম শো'বাও এই হাদীসটি মারফু বলা থেকে রুজু করে নিয়েছিলেন। (বায়লুল মাজলুদ, ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

২. মতনের প্রভেদ : **قَالَ ابوداود وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بنُ بَدِيْمَةَ عَنْ** অর্থাৎ মিকসামের তিনজন শিষ্য আব্দুল হুমাইদ, আবুল হাসান ও আব্দুল করীম **دِينَارًا وَنِصْفَ دِينَارٍ** এবং অপর ২ জন শিষ্য খুসাইফ ও আলী ইবনে বুযাইমা শুধু **نِصْفَ دِينَارٍ** উল্লেখ করেছেন।

৩. সনদ ও মতনের ইখতেলাফ : আউযায়ী (র) এর বর্ণনায়- **وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدِ (الِي قَوْلِهِ) بِخُمْسِي دِينَارٍ**

এই হাদীসটি মু'দাল। কেননা আব্দুল হুমাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান এর পরে মিকসাম ও ওমর (রা) এর দুটি মাধ্যম বিলুপ্ত হয়েছে। উপরন্তু এরমধ্যে একদিনার বা অর্ধদিনারের স্থলে এক দিনারের দুই পঞ্চমাংশ উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়।

بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَسْتَحَاضُ ۳۶

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ إِمِّ سَلْمَةَ الْخ

উম্মে সালমা (রা) এর থেকে বর্ণিত এ বাবের হাদীস ইমাম আবু দাউদ (র) ৫ সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি সনদের ইখতিলাফের প্রতি ইশারা করেছেন যে, এ হাদীসটি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার থেকে নাফে ও আইয়ুব উভয়ে বর্ণনা করেছেন। এরপর নাফের শিষ্যদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন- ১. এর সনদে সুলায়মান ও উম্মে সালমার মাঝে কোনো মাধ্যম নেই। কিন্তু ২. لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ ৩ ও ৩. صَخْرِينِ جَوْرِيبَةَ عَنْ نَافِعٍ উভয় সনদে অজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যম রয়েছে। আর ৪. عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ এর সনদে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরে উম্মে সালমার উল্লেখ নেই। এখন মুসান্নিফ (র) সুলায়মানের অন্য শিষ্য আইয়ুবের পঞ্চম সনদ দ্বারা মালিকের সনদের তায়ীদ উল্লেখ করেছেন যে, আইয়ুব সখতিয়ানী থেকে উইইবের বর্ণনা নাফে থেকে মালিকের বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে। তিনিও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও উম্মে সালমার মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ করেন নি।

قوله قال ابوداود سُمِّيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ أُسْتَحِضَتْ حَمَادُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অস্পষ্টতা দূর করা যে, নিম্নে ৫টি সনদে রাবীগণ ঋতুবতী মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। বরং তাকে অস্পষ্ট রেখেছেন। অবশ্য হাম্মাদ ইবনে জায়েদ আইয়ুব থেকে সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে উক্ত মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন। উক্ত মহিলা হলো ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ। দারকুতনি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ

عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحْيَصَتْ
লেখকের বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহ হয় যে, আইয়ুবের শিষ্যদের মধ্য থেকে
হাম্মাদ ইবনে জায়েদ ছাড়া অন্য কোনো শিষ্য উক্ত মহিলার নাম উল্লেখ
করেননি। কিন্তু এটা বাস্তবের পরিপন্থী। কারণ দারকুতনি আইয়ুবের অন্য ২
শিষ্য আব্দুল ওয়ারিস ও সুফিয়ানের বর্ণনায়ও ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ
এর নাম উল্লেখ রয়েছে। (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

قوله قَالَ ابوداود ورواه قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافٍ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ
رَبِيعَةَ فَيُأْخِرُهَا ورواه عليُّ بنُ عيَّاشٍ ويونسُ بنُ محمَّدٍ الخ

এই ইবারতের ব্যাখ্যায় ২ ধরনের উক্তি রয়েছে— প্রথম উক্তি এই যে,
این শব্দটি تبیین এর মাযীর সীগা (আইন কালেমায় তাশদীদসহ) আর
اضعاف হলো বাবে افعال এর মাসদার অর্থাৎ কুতায়বা জা'ফর ইবনে
রবীয়ার হাদীসের দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।
কেননা এই হাদীসের সকল রাবী সিকা এবং এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস।
উপরন্তু যদি দুর্বলতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে ضعف ইত্যাদি
দ্বারা ব্যক্ত করতেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, این শব্দটি जरफ। আর اضعاف শব্দটি হলো
ضعف এর বহুবচন অর্থাৎ اثناء الشئى এর দ্বারা আবু দাউদ (র) এ কথা
বলতে চান যে, আমার উস্তাদ কুতাইবা যদিও জা'ফরের নিসবত (সম্বন্ধ)
উল্লেখ করেননি। তবে তার উদ্দেশ্য হলো জা'ফর ইবনে রবীয়া। এ প্রসঙ্গে
দুটি আলামত রয়েছে— ১. কুতাইবা এ হাদীসকে জা'ফর ইবনে রবীয়ার
বর্ণিত হাদীসসমূহের মাঝে (অর্থাৎ তার বিষয়বস্তুর মধ্যে) অর্থাৎ তার শেষে
বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে, এই হাদীসের উপরেও এবং তার নিচেও উভয়
দিকে জা'ফর ইবনে রবীয়ার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা
বোঝা গেলো যে, মধ্যবর্তী জা'ফর গায়রে মানসূব বিশিষ্ট বর্ণনা জা'ফর
ইবনে রবীয়ারই। ২. এটা কুতাইবা এর উস্তাদের সহপাঠী অর্থাৎ আলী ইবনে
আইয়াশ এবং ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ ও লায়স থেকে বর্ণনা করে নিজ সনদের
মধ্যে জা'ফর ইবনে রবীয়ার নাম স্পষ্টাকারে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : **ضعاف** থেকে বোঝা যায় যে, কুতাইবা এই হাদীসটি জা'ফর ইবনে রবীয়া এর হাদীসসমূহের মাঝে বর্ণনা করেছেন। আর **في آخرها** দ্বারা বোঝা যায় যে, তার হাদীসসমূহের শেষে উল্লেখ করেছেন। কাজেই এর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর : **بين** দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত মধ্যভাগে নয় বরং বিষয়বস্তুর সাথে ও মাঝে উদ্দেশ্য। শুধু মধ্যভাগেই সম্ভাবনা আছে যে, উভয় দিক ছাড়া মাঝের সমস্ত অংশ এর মধ্যে শামিল।

قوله قال ابوداود وزاد ابن عيينة في حديث الزهري
قال ابوداود و هذا وهم من ابن عيينة ليس هذا الخ

এই উক্তি দ্বারা আবু দাউদ (র) এর উদ্দেশ্য এই যে, যুহরীর বর্ণনায় উম্মে হাবীবা (রা) এর হাদীসের সঠিক শব্দ এই—

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي
(আবু দাউদ, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ইবনে উইয়াইনা যিনি উম্মে হাবীবা (রা) এর হাদীসের মধ্যে বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেছেন— **فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا** এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মে হাবীবা **معتادة** বা স্বাভাবিক ঋতুবতী ছিলেন। **متميزة** রঙের দ্বারা হায়েয নির্ধারণকারী ছিলেন না। কাজেই এ বর্ধিত অংশটি ইবনে উইয়াইনার বিচ্যুতি। আর বাস্তব বিষয় এই যে, শব্দগুলো ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশের হাদীসের হওয়া উচিত ছিলো। যেমন সোহাইল ইবনে আবি সালেহ, যুহরী থেকে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে দুটি দলিল রয়েছে—

১. ইবনে উইয়াইনার সাথী তথা যুহরীর সকল হাফেয শিষ্যগণ এই বাক্যটি বর্ণনা করতেন না। বরং তারা এ বাক্যকে সোহাইল ইবনে আবি সালেহ এর মোতাবেক ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশের হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। উম্মে হাবীবার হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেননি।

২. এই হাদীসটি উইয়াইনা থেকে হুমায়দী (র) ও বর্ণনা করেছেন। তাতেও এ বাক্যটি নেই। সুতরাং বোঝা গেলো যে, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা নিজেই নিজের বিরোধিতা করছেন। কখনো বর্ণনা করেছেন

কখনো বর্ণনা করেননি। কিন্তু আবু দাউদ (র) এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু দাউদের উপর দুটি প্রশ্ন করেছেন—

১. সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এই বর্ধিত অংশের বর্ণনার ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি নন। বরং ইমাম আওয়ামী (র) ও যুহুরী (র) থেকে এই বর্ধিত অংশ বর্ণনা করেছেন। যেমন— সামনে ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠায় ২২ নম্বর লাইনে আসছে—

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي
وَصَلِّي الخ

উত্তর : আউযায়ী (র) সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এর মুতাবি' নন। কারণ সুফিয়ান এর বাক্য দ্বারা উম্মে হাবীবা (রা) স্বাভাবিক ঋতুবতী হওয়া এবং আওয়ামী এর শব্দ দ্বারা مُتَمَيِّزَةٌ বা রং দ্বারা প্রভেদকারী ঋতুবতী হওয়া বোঝা যায়। যদি উভয়ের অর্থ এক হয় তাহলে আবু দাউদ (র) এর অভিযোগ হবে শব্দের উপর; অর্থের উপর নয়।

২. সুহাইলের হাদীস ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রা) সম্পর্কে। আর ইবনে উইয়াইনার হাদীস উম্মে হাবীবা সম্পর্কে। আর উভয়ের আলোচ্য বিষয়ও বিভিন্ন। কাজেই এ পরস্পর ভিন্নতা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে যে, সুহাইলের হাদীস মাহফুজ এবং ইবনে উইয়াইনার হাদীস মাওলুম বা সন্দেহযুক্ত হবে?

উত্তর : এটাতো ইবনে উইয়াইনা এর ধারণা وهم বা বিচ্যুতি। তিনি ফাতেমা (রা) এর হাদীসের শব্দ উম্মে হাবীবা (রা) এর হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে এ পরস্পর দ্বন্দ্ব বা ভিন্নতা সঠিক যে, সুহাইলের বর্ণনা বিশুদ্ধ ও মাহফুজ। (কেননা এর মধ্যে এ শব্দটি সঠিক জায়গায় রয়েছে)। আর ইবনে উইয়াইনার এ রেওয়াজেতটি وهم বা বিচ্যুতিপূর্ণ (কেননা এর মধ্যে শব্দটি সঠিক জায়গায় নেই)।

قوله وَرَوَتْ قُمَيْرٌ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ
أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ الخ

এটা মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি এই যে, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার হাদীসে فَامْرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا অংশটি

যেহেতু আপনার কথামতে **وهم**। সুতরাং এটি ইজমায়ী বিষয় কিভাবে হতে পারে যে, স্বাভাবিক ঋতুবতীর উপর ঋতুকালীন সময়ে নামায রহিত?

এর উত্তর এই যে, প্রথমত এ প্রসঙ্গে উপরে তিনটি মারফু, মুত্তাছিল হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ উম্মে সালমা, উম্মে হাবীবা ও ফাতেমা (রা) এর হাদীস। আর একটি মারফু মুয়াল্লাক হাদীস অর্থাৎ উরওয়া থেকে কাতাদা এর বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখিত হয়েছে। এই ৪টি ছাড়া নিম্নে উল্লেখিত ৫টি মুয়াল্লাক, মুরছাল, মারফু, ও মাওকুফ বর্ণনার দ্বারাও এ মাসআলা প্রমাণিত হয়—

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে কুমাইয়ের এর রেওয়ায়েত। ২. আব্দুর রহমান ইবনে কাসিমের হাদীস। ৩. আবু বিশ্‌র জা'ফর ইবনে আবি ওয়াহশিয়া এর হাদীস। ৪. আবুল ইয়াকজান থেকে শুরাইকের বর্ণিত হাদীস। ৫. হাকাম থেকে আলা ইবনে মুছায়্যব এর বর্ণিত হাদীস।

এছাড়া তিনজন সাহাবী অর্থাৎ হযরত আলী (রা), ইবনে অব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) এবং ৭ জন তাবেয়ী অর্থাৎ হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসায়্যব, আতা, মাকহ্ল, ইব্রাহীম নাখয়ী, ছালিম ও কাসিম (র) এর উক্তিও এটাই।

অভিযোগ : নিম্ন লিখিত ৬টি তা'লীকের মধ্য থেকে প্রথম তা'লীকে কাতাদা এর সাক্ষাৎ উরওয়ার থেকে প্রমাণিত নেই। বাকী ৫টিতে কুমাইরের রেওয়ায়েত মওকুফ এবং আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম ও আবু বিশ্‌র এবং আলা এর বর্ণনা তিনটি মূরসাল। শারীকের হাদীসে আবুল ইয়াকজান রাবী জয়ীফ। অতএব এর দলিল পেশ বিশুদ্ধ হয় কিভাবে?

উত্তর : ১. আমাদের দলিল পেশ মূলত মারফু ও মুত্তাসিল হাদীসের উপর ভিত্তি করে। কাজেই এর স্বপক্ষে ভূমিকা রাখার জন্যে জয়ীফ হাদীস পেশ করা দোষণীয় নয়। উপরন্তু মূরসাল হাদীস জুমহুরের কাছে দলিলযোগ্য।

২. সনদের আধিক্যতার দ্বারা সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়। যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে সনদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা থাকে।

بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ ۝ ۳۷

প্রশ্ন : এ অনুচ্ছেদ এবং পূর্বের অনুচ্ছেদের মধ্যে দ্বিরুক্তি রয়েছে। কারণ প্রথম অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে-

تَدْعُ الصَّلَاةَ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

উত্তর : প্রথম অনুচ্ছেদটি স্বাভাবিক ঋতুবতীর ব্যাপারে খাছ। আর এ অংশটি স্বাভাবিক ঋতুবতী ও রং দ্বারা প্রভেদকারী উভয়কে শামিল করে। কারণ ঋতু শুরু হওয়া চাই অভ্যাস দ্বারা বোঝা যাক, চাই রক্তের রং দ্বারা উভয়টি এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَوْلَهُ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ الْخ

প্রশ্ন : এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ফাতেমা (রা) নিজে প্রশ্ন করেছিলেন অথচ পূর্বের অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে সালমা অথবা হযরত আসমা তার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করেছিলেন। সুতরাং এখানে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর : সম্ভাবনা আছে যে, হযরত ফাতেমা (রা) প্রথমত উম্মে সালমা ও আসমা (রা) উভয় জনের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অতপর নিজে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন। কাজেই কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

قَوْلُهُ فَإِذَا أُدْبِرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ۝ ۳۷

প্রশ্ন : ঋতু শেষ হওয়ার পরে গোসল করা ওয়াজিব। অথচ এ হাদীসে গোসলের উল্লেখ নেই।

উত্তর : ১. হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেন যে, এ বর্ণনায় সংক্ষেপ করা হয়েছে। এ বর্ণনার অন্য সনদে **فَأَغْسِلِي** শব্দও উল্লেখ আছে।

২. গোসল করার বিষয়টি অতি স্পষ্ট হওয়ার কারণে উল্লেখ না করে গোসলের পরবর্তী কর্তব্য বলেদিয়েছেন যে, এরপর যেখানে রক্ত লেগে থাকবে সে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নামায পড়বে।

৩. অধম আরজ করতে চায় যে, **فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ** এটাও গোসলের ব্যাখ্যা। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : এই হাদীসটি অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ এর মধ্যে আগে পরের শব্দ উল্লেখ নেই।

উত্তর : ১. এই হাদীসটি অভ্যাস ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। কারণ এতে

فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ

অংশটি উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এই হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে নয় বরং পূর্বের অনুচ্ছেদে আসা উচিত ছিলো। সম্ভবত কাতিবগণের ত্রুটির কারণে এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছে।

২. এ অনুচ্ছেদ রং দ্বারা পরিবর্তনকারী এবং স্বাভাবিক ঋতুবর্তী উভয়কেই शामिल করে। আর এ হাদীসটি হলো স্বাভাবিক ঋতুবর্তীর ক্ষেত্রে। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ এ হাদীসও অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। অবশ্য ইমাম আওয়ামী (র) এর বর্ধিত অংশ—

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي
وَصَلِّي শিরোনামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রশ্ন : ইমাম আবু দাউদ (র) ইমাম আউযায়ীর শব্দকে ওয়াহাম তথা অশুদ্ধ স্থির করেছেন। কাজেই আওয়ামী এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : ইমাম আবু দাউদ (র) এই হাদীসকে অন্য হাদীসের স্বপক্ষে নজির বা দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্য উল্লেখ করেছেন। আর নজির পেশের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস উল্লেখ করা দোষণীয় নয়। যেমন অনুচ্ছেদের শুরুতে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এর বর্ধিত অংশ فَامْرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ কে নজির স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। অথচ সেটাকেও ইমাম আবু দাউদ (র) ওহাম সাব্যস্ত করেছেন।

قوله قَالَ ابوداودَ وَلَمْ يُذَكَّرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ
الزُّهْرِيِّ غَيْرِ الْأَوْزَاعِيِّ الخ ص ৩৮

আবু দাউদ (র) এর উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম যুহরীর শিষ্যগণের মধ্য থেকে ইমাম আউযায়ী لَخِ الصَّلَاةَ فَدَعِيَ الْحَيْضَةَ বাক্য

উল্লেখে একক ব্যক্তি। আর এ বাক্যটি আউযায়ী ছাড়া যুহুরী (র) এর অন্যান্য শিষ্য যথা- আমর ইবনে হারিস, লাইস, ইউনুস, ইবনে আবি যীব, মা'মার, ইব্রাহীম ইবনে সা'দ, সলাইমান ইবনে কাসীর, ইবনে ইসহাক, ইবনে উইয়াইনা (র) থেকে বর্ণিত নেই। বাস্তবপক্ষে এ বাক্যটি হিশাম ইবনে উরওয়া এর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যা ফাতেমা (রা) এর সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আউযায়ী এ বাক্যকে ভুলক্রমে উম্মে হাবীবার হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

قوله وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

প্রশ্ন : ইমাম আবু দাউদ (র) এখানে ইবনে উইয়াইনাকে হাফিজে হাদীসগণের তালিকায় গণ্য করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তার হাদীসও বিশ্বদ্ধ। অথচ ইবনে উইয়াইনা এর হাদীস হাফিজগণের হাদীসের পরিপন্থী। যেমন পূর্বের অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় قَالَ ابوداود এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সামনের লাইনে তা আসছে।

উত্তর : ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে উইয়াইনাকে আগে পরের শব্দ নকল না করার ক্ষেত্রে হাফিজগণের তালিকায় শরীক করেছেন।

২. বাস্তবত ইবনে উইয়ানার ২টি রেওয়ায়েত রয়েছে। ১. যার মধ্যে ইবনে উইয়াইনা থেকে ওহাম প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ فَامْرَهَا أَنْ تُدْعَ الْخ এর মধ্যে তিনি হাফিজগণের খেলাপ করেছেন। ২. ঐ রেওয়ায়েত যা হাফিজে হাদীসগণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন ইবনে উইয়াইনার শিষ্য মুসান্না এর রেওয়ায়েত। যার মধ্যে اِقْبَالَ وَ اِدْبَارِ এবং اَنْ تُدْعَ الصَّلَاةَ বাক্য উল্লেখিত নেই। যেমন সহিহ মুসলিমে রয়েছে। আর এখানে শেষ বর্ণনাটি উদ্দেশ্য। বাকি ইবনে উইয়াইনা সূত্রে হুমায়দী এর বাক্য সর্বদিক দিয়ে হাফিজে হাদীসগণের অনুরূপ নয়। বরং কোনো কোনো দিক দিয়ে তার অনুকূলে।

قوله وحدث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شئ يقرب
من الذي زاد الأوزاعي في حديثه ص ৩৭

এর দ্বারা উদ্দেশ্য যুহুরী (র) থেকে মুহাম্মদ ইবনে আমরের বর্ণিত হাদীস যা এর সামনে আসছে। আর আওয়ায়ী (র) এর অতিরিক্ত অংশ إِذَا أَقْبَلَتْ

الْحَيْضَةُ এর জন্য এক পর্যায়ে শক্তিয়োগানদাতা এবং তার নিকটবর্তী । কেননা তাতে এ বাক্য إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ ও উল্লেখ রয়েছে । আর এ শব্দগুলো রং দ্বারা প্রভেদ করার প্রমাণ বহন করে । সুতরাং বোঝা গেলো যে, এ হাদীসটি আউযায়ী এর হাদীসের নিকটবর্তী । ইমাম আবু দাউদ এটি উল্লেখ করে তা শায় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ হাদীসটি আউযায়ী (র) এর উল্লেখিত অতিরিক্ত অংশের ন্যায় । এ অতিরিক্ত অংশও শায় এবং শায় হওয়ার নিকটবর্তী ।

প্রশ্ন : আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া সূত্রে বর্ণিত হিশামের হাদীসটি এবং আউযায়ী (র) এর হাদীস পৃ: ২৮ উভয়ের মধ্যে اقبال وادبار শব্দ রয়েছে । তাহলে হিশামের হাদীসের বরাত দেয়া উচিত ছিলো । মুহাম্মদ ইবনে মুসান্নার হাদীসের (২৯ পৃ:) নয়?

উত্তর : ১. আউযায়ী (র) এর হাদীসের শব্দসমূহ হিশামের হাদীসের শব্দের সাথে সঙ্গতিশীল হওয়ার ব্যাপারটি পূর্বেই চলে গেছে । কাজেই এখন অতিরিক্ত ফায়দা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য ।

২. ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এটাকে উল্লেখ করে তা শায় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন- যে, আউযায়ী এর হাদীসের ন্যায় ইবনুল মুসান্না এর বর্ণিত অংশও শায়ের কাছাকাছি । অতএব ইবনে উইয়াইনা এর বর্ণিত অংশও শায় ।

সারকথা এই যে, উম্মে হাবীবা (র) এর ক্ষেত্রে রং দেখে প্রভেদ করা ও স্বাভাবিক হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে । যেমন বায়হাকীর উক্তি অনুযায়ী উম্মে হাবীবা (রা) স্বাভাবিক ঋতুবর্তী ছিলেন । রং দেখে প্রভেদকারী ছিলেন না । হুজুর (স) এর হাদীস-

لَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْكِثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ

فَأَمْرَهَا ۚ وَتَحْبِسُكَ حَيْضَتِكَ ۚ ۳۷ এবং যয়নাব বিনতে সালমার হাদীস النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا (৩৮) এর প্রমাণ বহন করে । আর খাত্তাবির বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন مُتَحَيِّرَةٌ যা اِغْتِسَالٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ د্বারা প্রমাণিত হয় ।

قوله قَالَ ابوداود وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثنا بِهِ ابْنُ أَبِي عُدَيٍّْ مِنْ
كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ ثنا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا الخ ص ২৯

এর দ্বারা ইমাম আবু দাউদ (র) এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমার উস্তাদ ইবনুল মুসান্না বলেন- ইবনে আবি আদি প্রথমে নিজ কিতাব থেকে এ হাদীস যুহুরী থেকে মুহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে উরওয়া এর পরে আয়েশা (রা) এর মাধ্যম ছিলো না। এর কিছু দিন পরে কিতাব না দেখে নিজের স্মৃতি থেকে এ হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন উরওয়া এর পরে আয়েশা (রা) এর মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। অতএব বোঝা যায় যে, এর সনদের মধ্যে ইযতিরাব রয়েছে।

এছাড়া ইমাম নাসায়ী ও বায়হাকীও এ সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ইমাম তহাবী (র) বলেন যে, এই হাদীসটি মাওকুফ। আবু হাতিম (র) বলেন- এই হাদীসটি মুনকার। ইবনে কাত্তান বলেন- আমার ধারণা মতে এ হাদীসটি মুনকাতি। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা হানাফীগণের প্রতিকূলে রং দ্বারা প্রভেদ গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না।

قوله قَالَ ابوداود وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الخ ص ২৯

ইমাম আবু দাউদ (র) এখান থেকে রং দ্বারা প্রভেদের ব্যাপারে ৮টি উক্তি পেশ করেছেন।

(১) وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ الخ (২) وَقَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ
الخ (৩) وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ شُعْبَةَ الخ (৪) وَرَوَى
سَمِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ الخ (৫) وَكَذَلِكَ - رواه
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى الخ (৬) وَرَوَى يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ الخ
(৭) فَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ الخ - (৮) وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ
(ای عن الحيض)

এইসবগুলো উক্তির ভিত্তি যেহেতু ফাতেমা (রা) এর বাক্য إِذَا كَانَ دَمٌ, এভাবেই হাদীসটি উক্তির ভিত্তি। আর এটি জযীফ। এ কারণে এ সকল উক্তিও

আহার দলিলযোগ্য নয়। উপরন্তু এ সকল দলিল ইজতেহাদের উপর নির্ভর। আর ইজতেহাদের মধ্যে ভিন্ন মতের অবকাশ সুপ্রমাণিত।

بَعْرٌ بِحُرَانِي - قوله إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَاتُصَلِّيْ
শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত। আর بحر শব্দের অর্থ হলো- রেহেমের ভিতরগত অংশ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ লাল রক্ত আসা। এর আলিফ ও নূন মুবালাগার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ الدَّمُ الْغَلِيظُ الْوَاسِعُ অথবা এটা بَعْرٌ অর্থ সমুদ্রের প্রতি সম্বন্ধিত। তখন রক্তের প্রাচুর্যতা উদ্দেশ্য হবে।

قوله وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الخ

স্পষ্টত বোঝা যায় যে, كذلك এর মুশারফন ইলায়হে হলো سَمِيٌّ ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু বাস্তবে এর মুশারফন ইলায়হে হলো হাম্মাদ ইবনে জায়েদ এর হাদীস।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَوْلَهُ إِنَّمَا هَذِهِ رِكْضَةٌ مِّنْ رِّكْضَاتِ الشَّيْطَانِ

যেহেতু শয়তান ইস্তেহায়ার কারণে পবিত্রতার সময় মহিলাদেরকে নামায রোযার ব্যাপারে ধোকা দিয়ে থাকে। এ জন্য ইস্তেহাজার সম্বন্ধকে শয়তানের পদাঘাতের প্রতি করা হয়েছে। অবশ্য বাস্তবতার উপরেও এটা প্রযোজ্য হতে পারে।

قوله فَتَحْبِطِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ
تَعَالَى ذِكْرُهُ

এখানে او শব্দটি রাবীর সন্দেহের কারণে যে, হুজুর (স) ৬দিন বলেছেন, অথবা ৭ দিন বলেছেন। অথবা এখতিয়ার দানের জন্যে। অর্থাৎ এর মধ্যে যেটা পছন্দ সেটা গ্রহণ করো। এর কারণ এই যে, স্বাভাবিকভাবে বা তোমাদের বংশে মহিলাদের এই কয়দিনই হায়েজের রক্ত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তুমি চিন্তাভাবনা করে এর মধ্যে থেকে একটাকে গ্রহণ করো। বাকী তোমার মাসিকের দিনের সঠিক ইলম আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। অথবা আল্লামা নববী (র) বলেন- او শব্দটি বন্টনের জন্যে অর্থাৎ কোনো কোনো

বংশে ৬ এবং কোনো বংশে ৭দিন রক্ত আসে। সুতরাং তোমার বংশের মহিলাদের যে কয়দিন হয়েযের রক্ত আসে তোমারও সেই কয়দিন হয়েয গণ্য হবে। এর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহই রাখেন।

قوله قَالَ ابوداود زواهُ عُمُرُو ابْنُ ثَابِتٍ عن ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَ
قَالَتْ حَمْنَةُ هَذَا اَعْجَبُ الْأُمْرَيْنِ إِلَيَّ، لَمْ يُجْعَلْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, জুহাইর ইবনে মুহাম্মদ ছাড়া ইবনে আকিলের অপর শিষ্য আমার ইবনে সাবিত **هَذَا اَعْجَبُ الْأُمْرَيْنِ إِلَيَّ** বিশিষ্ট উক্তি কে হযরত হামনা (রা) এর উক্তি বলেছেন। এটা নবী করীম (স) এর উক্তি নয়। সামনে ইমাম আবু দাউদ ইমাম আহমদের বরাতে বলেন যে, আমার ইবনে সাবিতের উক্তিটি আমার কাছে ক্রটিযুক্ত। উপরন্তু ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন এর বর্ণনা মতে তিনি রাফেজী ছিলেন। অতএব আমার রাবী হিসেবে জয়ীফ। তার কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

هَذَا- اَعْجَبُ الْأُمْرَيْنِ إِلَيَّ এর মুশারকন ইলায়হে হলো দ্বিতীয় বিষয়টি। আর **امرین** এর মধ্য থেকে দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে সবাই একমত যে, দিন হিসেবে ঋতু গণ্যকারী মহিলা তিনবার গোসল করবে। একবার যোহর ও আসরের জন্য। এ সময় সে যোহর ও আসরের নামাযকে বাহ্যিক দিক দিয়ে একত্রে আদায় করবে। দ্বিতীয় গোসল করবে মাগরিব ও এশার জন্য। ঐ সময়ও সে উভয় নামায একত্রে আদায় করবে। আর তৃতীয় গোসল করবে ফজরের জন্য। কিন্তু প্রথম বিষয়টির মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি উক্তি রয়েছে-

১. মুস্তাহাযা মহিলা কেবল হয়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করবে। অতপর উযু করে করে নামায আদায় করতে থাকবে। এ উক্তিটি আউনুল মা'বুদ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারাও এটা প্রতীয়মান হয়। ইমাম শাফেয়ী (র) কিতাবুল উম্ম এর মধ্যে এ কথা লিখেছেন। অধিকাংশ হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণও এটাকে গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ দৈনিক তিনবার গোসল উত্তম হওয়ার কারণ পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসা এবং নিশ্চিতভাবে নামায আদায় হওয়ার কারণে হবে।

২. প্রথম বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা। অর্থাৎ দৈনিক ৫বার গোসল করবে। সামনের অনুচ্ছেদের শেষে ইমাম আবু দাউদ (র) এর যে মন্তব্য আসছে তার দ্বারা এটাই বোঝা যায়। তা এই যে,
 قَالَ ابوداود فِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلِ الْأَمْرَانَ جَمِيعًا قَالَ إِنَّ قَوِيَّتَ فَاغْتَسَلِي لِكُلِّ صَلَوةٍ وَالْأَجْمَعِي كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ الخ

লুমআত, মিরকাত এবং বায়লুল মাজহুদ গ্রন্থে এটাও পছন্দ করা হয়েছে। হযরত গাসুহী (র)এর পছন্দনীয় অভিমতও এটাই। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ দৈনিক ৩বার গোসল পছন্দনীয় হওয়ার কারণ তার প্রতি দয়া ও সহজ করণের উপর নির্ভর।

بَابُ مَا رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَوةٍ ص. ৬০

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود قَالَ الْقَاسِمُ بِنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ الخ

এর দ্বারা যুহুরী (র) এর শিষ্যগণের ইখতেলাফ ও সনদের ইযতিরাবের প্রতি ইশারা করেছেন যে, ১. আমার ইবনে হারিস, ২. ইবনে আবি যি'ব, ও ৩. আউযায়ী (র) এর সনদে উরওয়া, আ'মরা, আয়েশা ও উম্মে হাবীবা (রা) ৪জনের উল্লেখ রয়েছে। আর عَنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ এর সনদে উরওয়া ও আয়েশার উল্লেখ নেই। লাইছ ইবনে সা'দ এর সনদে আমরা ও উম্মে হাবীবা এর উল্লেখ নেই। আর কাসিম ইবনে মাবরুর عن يونس عن الزهري এর সনদে একইভাবে মা'মার, ইব্রাহীম ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এর সনদে উরওয়া এর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু মা'মার কখনো আয়েশা (রা) এর নাম বলতেন, কখনো বলতেন উম্মে হাবীবার নাম।

حَدَّثَنَا هَتَّادُ بْنُ السَّرِيِّ - ص. ৬০ - قَوْلَهُ قَالَ ابوداود وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيْبَانِسِيُّ وَ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ الخ

উম্মে হাবীবা (রা) এর মূল রাবী ইবনে শিহাব যুহুরী (র) এর অধিকাংশ হাফিযে হাদীস শিষ্যগণ অর্থাৎ আমার ইবনে হারিস, ইউনুস, লায়স ইবনে

সা'দ, মা'মার, ইব্রাহীম, ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা, ইবনে আবি যি'ব ও আওয়ামী প্রমুখ (র) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের বিষয়কে মারফু সূত্রে উল্লেখ করেননি। বরং তারা এটাকে উম্মে হাবীবার নিজস্ব কাজ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) এর যুহরী সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটিকে তিনি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এর উত্তর স্পষ্ট যে, ইবনে ইসহাকের মুনফারিদ হওয়ার মধ্যে নেকারত রয়েছে যা অগ্রহণযোগ্য। এর দ্বারা আবু দাউদ (র) এর আসল উদ্দেশ্য হলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করা। কেননা যুহরী এর শিষ্য সুলায়মান ইবনে কাসীরের শিষ্য আবু দাউদ তায়ালিছিও **اِغْتَسَلِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ** এর বিধানকে মারফু সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি তায়ালিছী থেকে সরাসরি এই হাদীস শুনি নি বরং অন্যের মাধ্যমে এই হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে। এভাবে সুলায়মান ইবনে কাসীরের অপর শিষ্যের বর্ণনায়ও এটা মারফু। তবে তার বর্ণনায় **اِغْتَسَلِيْ** এর স্থলে **تَوَضَّئِي** রয়েছে। তবে এটাও তার ওয়াহাম। আবুল ওলীদের রেওয়ায়েতটি এ প্রসঙ্গে বিসৃদ্ধ।

এর উত্তরে আল্লামা বায়হাকী বলেন- আমার শায়খ উল্লেখ করেছেন যে, আবুল ওয়ালীদের (মারফু) বর্ণনাও গায়রে মাহফুজ এবং সন্দেহযুক্ত। সুলায়মান ইবনে কাসীরের তৃতীয় শিষ্য মুসলিম ইবনে ইব্রাহীমও যুহরী (র) এর সকল শিষ্যের ন্যায় এটাকে মাওকূফ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কাজেই সেটিই গ্রহণযোগ্য। ১. (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

টীকা : ১. সুলায়মান এর বর্ণনায় মাজহুল রাবীর মাধ্যম রয়েছে। এ কারণে তা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনার **مُرِيد** (সহযোগী) হতে পারে না। তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা উম্মে হাবীবা সংশ্লিষ্ট এবং আবুল ওয়ালীদের বর্ণনা যয়নব বিনতে জাহশ সংশ্লিষ্ট। এ কারণে একটিকে অপরটির সহযোগী বানানো ঠিক হবে না।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ ص ٤١

কোলে قال أبو داود وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ
وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لِاتِّصَاحِ وَدَلِّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ
الْأَعْمَشِ الخ ص ٤٢

এই অনুচ্ছেদে ইমাম আবু দাউদ (র) ৩টি মারফু হাদীস উল্লেখ করেছেন। যথা-

١. حَدَّثَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

يزيد) ... عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

٢. حَدِيثُ أَعْمَشٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الخ

٣. حَدِيثُ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

৫টি মাওকূফ আছর বা উক্তি উল্লেখ করেছেন-

১. উম্মে কুলসুম বর্ণিত আয়েশা (রা) এর উক্তি।

২. আলী (রা) এর উক্তি।

৩. আশ্মার সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) এর উক্তি,

৪. কমরের বর্ণিত আয়েশা (রা) এর উক্তি। (শা'বী (র) থেকে দাউদ আসিম এর উক্তি।)

৫. উরওয়া সূত্রে হিশামের উক্তি (হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ...)

এই সকল হাদীসও উক্তিসমূহে একবার গোসল এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য উয়ুর কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন- উল্লেখিত মাওকূফ আসরসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি আছর (ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও হিশাম) বিশ্বুদ্ধ। আর বাকি ২টি আসর (আয়েশা ও আলী (রা)) এবং তিনটি মারফু হাদীস জয়ীফ। কেননা-

১. আদী ইবনে সাবিতের হাদীসে,

২. আলী (রা) এর অসরে আবুল ইয়াকজান রাবী,

৩. আয়েশা (রা) থেকে মাসরুকের স্ত্রীর হাদীস,

৪. উম্মে কুলসূমের বর্ণনায় বর্ণিত আয়েশা (রা) এর আসর এর মধ্যে আবুল আলা রাবী জয়ীফ।

৫. হাবীব থেকে আ'মশের বর্ণিত হাদীস ২ কারণে জয়ীফ।

প্রথম কারণ :

وَدَلُّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ
أَوْفَقَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْخ

এই হাদীসকে মারফু বর্ণনাকারী শুধু ওয়াকী'। আর আ'মরের অন্য ২ শিষ্য হাফস ইবনে গিয়াস এবং আসবাত এটাকে আয়েশা (রা) এর উপর মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, হাদীসটি মারফু হওয়া জয়ীফ।

উত্তর : আল জাওহারুন্নাকী গ্রন্থকার প্রমুখ লিখেন যে, হাদীসটি মারফু হওয়ার ব্যাপারে ওয়াকী' এর ৪জন مُتَابِعٌ বিদ্যমান রয়েছে। ১. আ'মাশ থেকে ইবনে দাউদ (৪২ পৃ:) ২. আ'মাশ থেকে জারীর, ৩. আ'মাশ থেকে সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আল ওয়াররাক, ৪. আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর। এ সকল মুতাবি দারকুতনী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। আর সিকা রাবীদের অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় কারণ :

وَدَلُّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي حَدِيثِ
الْمُسْتَحَاضَةِ

হাবীব যুহরীর বিরোধীতা করেছেন। কেননা যুহরী উরওয়া থেকে হাবীবের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর আয়েশা (রা) থেকে উরওয়ার সূত্রে হাবীব লِكُلِّ صَلَاةٍ বাক্য উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, হাবীবের হাদীস জয়ীফ।

উত্তর : ১. হাবীব এবং যুহরীর বর্ণনায় কোনো পার্থক্য নেই। কেননা প্রথমত হাবীবের এই হাদীসটি ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রা) এর সম্পর্কে। আর যুহরীর হাদীসটি উম্মে হাবীবা (রা) এর সম্পর্কে। দ্বিতীয়ত এই

যে, হাবীবের হাদীসে **صَلْوَةِ كُلِّ صَوٍّ** মহানবী (স) এর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। আর যুহরীর হাদীসে **اِغْتِسَالِ كُلِّ صَلْوَةٍ** উম্মে হাবীবা (রা) এর নিজস্ব কর্ম। যা পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসা ও উত্তমতার উপর প্রযোজ্য। কাজেই কোনো সংঘর্ষ নেই।

২. হাবীবের সহযোগী রয়েছে হিশাম। তিনি নকল করেন যে,

ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلْوَةٍ حَتَّىٰ يَجِيءَ الْوَقْتُ الْآخِرُ أَخْرَجَهُ
الْبَخَارِيُّ بِطَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ

قوله قال ابو داؤد ورواه ابن داؤد عن الاعمش مرفوعاً أوله
وأنكر ان يكون فيه الوضوء عندك كل صلاة ص ٤٢

এটা মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, তিনি হাবীদের হাদীস মারফু হওয়ার ব্যাপারে উয়াকী' মুনফারিদ বা একক ব্যক্তি। অথচ ইবনে দাউদও এ হাদীসকে আ'মাশ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) এর জবাবে বলেন— ইবনে দাউদ এই হাদীসের কেবল প্রথম অংশকে মারফুরূপে উল্লেখ করেছেন। আর শেষাংশ **ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلْوَةٍ** কে তিনি মারফুরূপে উল্লেখ করেননি। বরং তিনি শুরু থেকে এ বাক্যকে অস্বীকার করেছেন। কাজেই ওয়াকী এর মুতাবাআত প্রমাণিত নয়।

এ উত্তরের উপর মন্তব্য এই যে, প্রথমত ইবনে দাউদ ছাড়া ওয়াকী এর আরো ৩জন মুতাবি' (জারীর, সাইদ ও ইবনে নুমাইর) বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত এই যে, ইবনে দাউদের অস্বীকার করাটা দলিলবিহীন। যা কেবল তার নিজস্ব ইলমের উপর সীমাবদ্ধ। আর সিকা রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এই শেষ বাক্যটি এবং তা মারফু হওয়া উভয়টি দলিলযোগ্য, বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য।

قوله والمعروف عن ابن عباس الغسل

সারকথা এই যে, মওকূফ আসরটি **صَلْوَةِ كُلِّ صَلْوَةٍ** হলো মুনকার। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) এর সুপ্রসিদ্ধ উক্তি হলো— প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার স্বপক্ষে।

এর উত্তর এই যে, স্বয়ং আবু দাউদ (র) এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইবনে আব্বাস (রা) এর আসরটি বিশুদ্ধ। কেননা তিনি এটাকে জয়ীফগুলো থেকে বাদ দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ বলার পরে মুনকার বলা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক বিষয়। মুনকার হলো- জয়ীফের প্রকারভেদের অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার বিষয়টি ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মাযহাব, মুনকার নয়।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ ضَرْفًا ٤٢

এর কোঁহে কাল আবুদাউদ ওরুওঁ এন এন এমর ওনস বন মালিক الخ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যোহরের সময় প্রত্যেক দিন একবার গোসল নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের অভিমত।

১. সাঈদ ইবনে মুসায্যব, ২. ইবনে ওমর, ৩. আতা ইবনে মালিক, ৪. সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ, ৫. হাসান বসরী ও ৬. আতা। উপরন্তু এটা عَاصِمٌ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। এ গোসল পরিচ্ছন্নতার জন্য নয় এবং পবিত্রতার উদ্দেশ্যেও নয়। বরং তা ছিলো গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং চিকিৎসাগত কারণে। যোহরের বিষয়টি নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই জন্যে যে, এ সময় গরমের তীব্রতা বেশি থাকে। এ কারণে রক্ত বেশি পরিমাণে নির্গত হয়। কাজেই এ সময় গোসল করলে রক্ত কম নির্গত হয়।

ইবনে রুসলান শাফেয়ী বলেন- যে, এটা ঐ মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে যার কোনো কিছুই স্মরণ নেই। কেবল এতোটুকু মনে আছে যে, সূর্যাস্তের সময় তার রক্ত বন্ধ হয়। আর এ ক্ষেত্রে গোসল করার বিষয়টি অবশ্যগ্ণাবি হয়ে দাঁড়ায় (সময় নির্দিষ্ট ছাড়া দৈনিক একবার গোসল হযরত আলী (রা) এর মাযহাব) এ ভাষ্য অনুযায়ী সাঈদ ইবনে মুসায্যব এর বর্ণনার মধ্যে مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ এটা ইবনুল ইরাকী আবু আমর ইবনে আব্দুল বার মালেকী, আবু বকর ইবনুল আরবী মালেকী এর মাযহাব। কিন্তু ইমাম মালিক ও আল্লামা খাত্তাবী (র) এর অভিমত এই যে, এ রেওয়াজেতটি মুসাহহাফ অর্থাৎ ভুল। সঠিক হলো مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ طاء - যেন মিসওয়ার ইবনে আব্দুল মালিক থেকে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য রাবীগণ এটাকে مِنْ ظَهْرِ

আবু দাউদ (র) এর উত্তরে বলেন যে, এর সনদে মুয়াল্লা ইবনে মানসুর রাবী রয়েছেন। তিনি আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট অগ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি কিয়াসের ক্ষেত্রে বিশেষ দখল রাখতেন। একারণে এই হাদীস দলিলযোগ্য নয়। কিন্তু সত্যকথা এই যে, শুধু কিয়াসের মধ্যে দখল রাখা অভিযোগের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষত এক্ষেত্রে যখন হাফেয ইবনে হাজর তাকরীব গ্রন্থে লিখেন— যে সকল ব্যক্তি ইমাম আহমদের দিকে মুয়াল্লা এর মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্বন্ধ করেন তাদের এ ধারণা ভুল। ইমাম আহমদ (র) থেকে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে,

مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ أَبِي يُونُسَ وَمُحَمَّدٍ
 এছাড়া বিভিন্ন মনীষী যথা ইবনে
 মায়ীন, আযালী, ইয়াকুব ইবনে আবী শায়বা, ইবনে সা'দ, আবু হাতিম রাজী,
 ইবনে আদি, ইবনে হিব্বান মুয়াল্লাকে সিকা আখ্যায়িত করেছেন। (বায়লুল
 মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

بَابُ التَّيْمَمِ ٥٥

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ الْخ
 এটা মতন ও সনদের ইযতেরাব ও ইখতেলাফ এর প্রতি ইঙ্গিত।

★ মতনের ইখতেলাফ এই যে, আন্নারের এই হাদীসে যুহরী এর শিষ্য
 সালেহ ইবনে কায়সান واحدة ضربة উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে ইসহাক,
 ইউনুস ও মা'মার তিনোজন ضربتين উল্লেখ করেছেন। সামনে ইমাম আবু
 দাউদ বলেন وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ الضَّرْبَتَيْنِ الْأَمْنِ سَمِيَتْ
 তিনজন ছাড়া যুহরীর অন্য কোনো শিষ্য ضربتين উল্লেখ করেননি। আল্লামা
 বায়হাকীর উক্তি মতে ইবনে আবি যি'ব এবং ইমাম তুহাবীর বর্ণনা মতে
 সালেহ ইবনে কায়সানও এক বর্ণনা মতে ضربتين উল্লেখ করেছেন। এ
 কারণে ضربتين উল্লেখকারী রাবী মোট ৫ জন হলেন। ইবনে ইসহাক,
 ইউনুস, মা'মার, ইবনে আবি যি'ব ও সালেহ ইবনে কায়সান।

সনদের ইয়তিরাব : যুহরী (র) এর শিষ্য ইউনুস উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবার পরে আশ্কার ইবনে ইয়াসির পর্যন্ত কোনো মাধ্যম উল্লেখ করেননি। যেমন— এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে। আর সালেহ ও ইবনে ইসহাক, ইবনে আব্বাসের মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীসে রয়েছে। মালিক ও আবু উয়াইস উবায়দুল্লাহর পিতা আব্দুল্লাহর মাধ্যম উল্লেখ করেছেন এবং সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার এই হাদীসের সনদে সন্দেহ ও ইয়তিরাব পেশ এসেছে। কখনো তিনি عن عبد

الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس

সন্দেহের সাথে উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো শুধু عن أبيه কখনো শুধু عن ابن عباس বলেছেন। বরং এই হাদীসে স্বয়ং ইবনে শিহাব যুহরী থেকে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার শ্রবণের মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে। কারণ সুফিয়ান অধিকাংশ সময় এই হাদীসকে ইবনে দীনার এর মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَوْلَهُ قَالَ ابوداود رواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزي الخ

এটা উল্লেখিত হাদীসের সনদে আ'মাশের শিষ্যগণের ইখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত। তা এই যে—

১. হাফস, সালামা এবং ইবনে আবযা এর মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ করেননি। আর এখানে ইবনে আবযার নামও উল্লেখ নেই।

২. ওয়াকী' এ ধরনের মাধ্যমের কোনো উল্লেখ করেননি; অবশ্য ইবনে আবযার নাম আব্দুর রহমান উল্লেখ করেছেন।

৩. জারীর ইবনে সালামা ইবনে কুহাইল এবং ইবনে আবযার মাঝে সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবযার মাধ্যম বৃদ্ধি করেছেন। আর পূর্বের হাদীস (মুহাম্মদ ইবনে কাসীর আল আদ্দি) অতিবাহিত হয়েছে।

৪. সুফিয়ান সাওরী সালামা ও ইবনে আবযার মাঝে আবু মালেকের মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মোট ৪ ধরনের হলো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِبَشَارٍ قَوْلَهُ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شُكُّ
سَلْمَةَ قَالَ لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ

অর্থাৎ শো'বার তুলনায় আম্মারের হাদীসের ৩টি সনদ হলো—

১. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ زُرِّ

এর মধ্যে মাথা মাসহ ও হাত মাসহের পরে সালামার সন্দেহ রয়েছে যে, আম্মার এখানে মرفقين বলেছে, নাকি অন্য কোনো শব্দ বলেছে? শো'বা বলেন— দ্বিতীয় অংশে সালামার উদ্দেশ্য হলো الْكَفَّيْنِ إِلَى এক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে বাক্যের মধ্যে ইখতেলাফ রয়েছে।

২. حَبَّاجُ أَعْوَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ زُرِّ

এর মধ্যে মুখ ও উভয় হাত মাসহ করার পরে সালামার সন্দেহ উল্লেখ রয়েছে। এ সময় কেবল শাব্দিক ইখতেলাফ সংঘটিত হয়েছে। অর্থ ও বাস্তবে কোনো ইখতেলাফ নেই।

সামনে ইমাম শো'বা বলেন— আমার উস্তাদ সালামা বলেন। এই আম্মারের এই হাদীসে প্রায় সময়—

وَمَسَحَ بِهَا الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ উল্লেখ করতেন। একবার সালামার নিকট মানছুর ইবনে মু'তামির বললেন— যারঁ এর শিষ্যদের মধ্যে আপনি ذِرَاعَيْنِ শব্দ বর্ণনায় একক ব্যক্তি। কারণ তার অন্য কোনো শিষ্য এই শব্দ উল্লেখ করেননি। সুতরাং ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করুন। যদি আপনার একীকন থাকে তাহলে বলুন; অন্যথায় বিরত থাকুন।

এর আগে মুসান্নিফ (র) উল্লেখিত উক্তির সমর্থনে যারঁ এর অন্য শিষ্য হাকামের হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৩. يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُرِّ

এর মধ্যে ذِرَاعَيْنِ وَمُرْفَقَيْنِ ও উল্লেখ নেই। বরং শুধু وَجْهَهُ উল্লেখ রয়েছে। সামনে আবু দাউদ (র) বলেন— এই তৃতীয় সনদে নিম্নোক্ত দুটি সহায়ক বিদ্যমান রয়েছে—

১. شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ .

۲. حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ

সারকথা এই যে, যার' থেকে সালামার বর্ণিত হাদীসে مرفقين বা ذراعين উল্লেখ রয়েছে এবং যার থেকে হাকামের হাদীসে শুধু كفين এর বর্ণনা রয়েছে।

উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : চিন্তা ভাবনা করলে যার' থেকে সালামার হাদীস এবং হাকামের হাদীস উভয়টি বিশুদ্ধ, কেবল এতোটুকু পার্থক্য প্রতীয়মান হয় যে সালামা ইবনে কুহাইল مَسَحَ كَفَيْنِ এর সীমা বর্ণনা করেছেন। আর হাকাম তার হাদীসে مسح كفين এর সীমা বর্ণনা করেননি। যেহেতু উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরিত্ব নেই। কেননা مَسَحَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ হলো مَسَحَ إِلَى الْكُفَيْنِ এর অর্থ বিশিষ্ট। এই কারণে সালামা (যিনি সিকা রাবী ছিলেন) এর বর্ণিত অংশ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন : সালামা ইবনে কুহাইলের مِرْفَقَيْنِ বা كَفَيْنِ উভয়টিতে সন্দেহ রয়েছে। যেমন শো'বা উল্লেখ করেছেন قَالَ (أى سلمة) لِأَدْرَى فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (أيعنى أى سلمة) أَوْ إِلَى الْكُفَيْنِ

অতএব সন্দেহ সত্ত্বে এই সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে?

উত্তর : أَوْ إِلَى الْكُفَيْنِ এটা শো'বার ব্যক্তিগত ধারণা ও বুঝ; নতুবা বাস্তবে সালামার সন্দেহটা ذراعين বা مرفقين শব্দের ক্ষেত্রে রয়েছে وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ এর মধ্যে নয়। যেমন উল্লেখিত হাদীসে كَفَيْنِ এর মধ্যে হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অতএব সুনিশ্চিত ও বিশুদ্ধ কথা এই যে, সালামার সন্দেহ হাত মাস্হ করার সীমার ব্যাপারে। আর এটা শুধু শাব্দিক পার্থক্য; অর্থের দিক দিয়ে নয়। বাকী كفين মাসহের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ নেই।

بَابُ التَّيْمِ فِي الْحَضْرِ ٤٨

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَصِّلِيُّ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيْمِ

এখানে ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে ওমর (রা) এর তায়াম্মুম সম্পর্কিত উল্লিখিত হাদীসের উপর ২টি প্রশ্ন করেছেন। যথা—

প্রথম প্রশ্ন : ইমাম আহমদ (র) এর উক্তি মতে মুহাম্মদ ইবনে সাবিত আদি এর হাদীসটি মুনকার।

উত্তর : মুনকার হাদীস বলে যাকে কোনো জয়ীফ রাবী স্মরণ শক্তির ত্রুটি বা তার অজ্ঞতার কারণে সিকা রাবীর খেলাপ রেওয়ায়েত করেন। কাজেই মুনকার হাদীসের সাবন্ত্যতা দুটি বিষয়ের তাহকীকের উপর সীমাবদ্ধ। যথা—

১. সিকা রাবীর খেলাপ করা, ২. রাবী জয়ীফ হওয়া। কিন্তু এখানে সিকা রাবীর কোনো মুখালাফাত নেই। কেননা মুহাম্মদ ইবনে সাবিত দ্বিতীয়বার হাত মারার কথা বৃদ্ধি করেছেন। আর এ বৃদ্ধি করাটা কোনো মুখালাফাত নয়। বরং এর মধ্যে অতিরিক্ত একটি বিষয় সংযোজন করা হলো। আর সিকা রাবীর এরূপ সংযোজন গ্রহণযোগ্য। এখানে রাবী জয়ীফ হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান, আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আযালি, ইয়াহিয়া ইবনে মায়ীন, নাসায়ী প্রমুখ মুহাম্মদ ইবনে সাবিতকে সিকা বলেছেন। (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় প্রশ্ন :

قال ابن داسة قال ابو داود ولم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر

অর্থাৎ সালামের জবাব দেবার জন্য তায়াম্মুমের এই ঘটনায় নবী করীম (স) কর্তৃক মাটিতে দু'বার হাত মারার ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে সাবিতের বর্ণনার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নেই। বরং বাকী সকল রাবী এটাকে ইবনে ওমর (রা) এর আমল বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, দুইবার হাত মারা সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসটি মারফু নয়।

উত্তর : ১. এই হাদীসের কয়েকটি সহায়ক বা مؤيد রয়েছে।

১. মারফু সূত্রে ইবনে সাম্মা এর হাদীস **وَمَسَحَ بِرُؤُوسِهِ ذُرَاعَيْهِ** (বায়হাকী, আবু সালাহ ও শাফেয়ীর সনদে)

২. অন্যান্য রাবীগণ যারা দু'বার হাত মারাকে ইবনে ওমরের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন সেটা স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে সাবিতের বর্ণনার বিশুদ্ধতার সহায়ক।

৩. এই হাদীসকে ইমামগণের এক জামাত যেমন ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন, মুয়াত্তা ইবনে মানসুর, সাঈদ ইবনে মানসুর প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। বাকী এই হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি— যারা এই হাদীসকে ইবনে ওমরের আমল বলেছেন তা কেবল তায়াসুমের পদ্ধতি প্রসঙ্গে। আর এই ঘটনা যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (স) কে গলির মধ্যে দেখতে পেয়ে তাকে সালাম করলো, তখন নবী করীম (স) তায়াসুম করে সালামের উত্তর দিলেন। এটা নিঃসন্দেহে মারফু। এর মারফু হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

২. এই হাদীসটি কেবল সহায়ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ বার হাত মারার মূল দলিল এছাড়া অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ - قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رواه حَمَادُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرٍّ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا هَذَا (أَي ذَكَرَ الْأَبْوَالُ كَمَا فِي
حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ) لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبِي بَرٍّ
الْأَحَدِيثُ أَنَسٍ ص ٤٨

হযরত আবুযর (রা) এর হাদীসের উপর একটা অভিযোগ যে, اَشْرَبُ, اَشْرَبُ এর পরে আইয়ুব সখতিয়ানীর এক শিষ্য— (১) হাম্মাদ ইবনে সালামার ابوالها শব্দের মধ্যে সন্দেহ হয়েছিলো। কিন্তু তার অপর শিষ্য। (২) হাম্মাদ ইবনে জায়েদ এই শব্দটি সন্দেহহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। বোঝা গেলো যে, এ শব্দটি সঠিক নয়। কেননা সন্দেহের উপর সন্দেহহীন বিষয় প্রাধান্য পায়। অবশ্য ابوالها এর উল্লেখ শুধু আনাস (রা) এর হাদীসে রয়েছে। হাদীসটি এই—

إِنَّ نَاسًا اجْتَمَعُوا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُلْحِقُوا بِرَأْعِيهِ أَى الْإِبِلِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَ
الْبَانِهَا الخ (رواه البخارى ومسلم والترمذى)

এর বিভিন্ন উত্তর রয়েছে। যেমন- নবী করীম (স) কে ওহীর মাধ্যমে তাদের রোগমুক্তি পেশাব পানের মধ্যে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সুতরাং এ হাদীসটি ব্যক্তিবিশেষের জন্য খাছ ও জরুরত সাপেক্ষে রোগ নিবারকের উপর প্রযোজ্য।

قوله تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ এর দ্বারা উল্লেখিত হাদীসের সনদের একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, এই সনদের রাবীগণ মুসা ইবনে ইসমাইল থেকে **رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ** পর্যন্ত সবাই বসরার অধিবাসী।

بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَوْ يَتِيمٌ ۘ ص ۸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتِيمٌ (أَيِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ)

এর সারমর্ম এই যে, আমার ইবনে আ'স (রা) এর উল্লেখিত হাদীসে রানের সংযোগস্থল ধৌত করা এবং নামাযের জন্য উযু করার পরে জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করার কথা উল্লেখ নেই। এর দ্বারা সন্দেহ হয় যে, আমার ইবনুল আ'স জানাবাতের তায়াম্মুম ছাড়াই নামায পড়িয়েছিলেন। অথচ এটা সঠিক নয়। মুসান্নিফ (র) এই সন্দেহকে এভাবে নিরসন করেছেন যে, আওয়ামী (র) হাসসান ইবনে আতিয়াহ এর কাছে এই ঘটনা ব্যক্ত করেছিলেন। উক্ত ঘটনার মধ্যে **فتيم** শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা মূল অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

بَابُ الْمَتِيمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ ۘ ص ۯ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَوْلُهُ قَالَ أَبُو داودَ غَيْرِ ابْنِ نَافِعٍ يَرَوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو داودَ ذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُحْفَظٍ هُوَ مُرْسَلٌ

যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়বে অতপর সময়ের মধ্যেই পানির সন্ধান পাবে হানাফীগণের মতে তার জন্যে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়।

হাদীসটি এ ব্যাপারে হানাফীগণের দলিল। আবু দাউদ (র) এ হাদীসের উপর দুটি অভিযোগ করেছেন—

১. উল্লেখিত সনদে লাইসের এক শিষ্য আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে' এটাকে মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার অপর শিষ্য ইয়াহয়া ইবনে বুকায়ীর এটাকে **عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَطَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** থেকে মুরসাল সূত্রে অর্থাৎ আবু সাঈদের মাধ্যম বিলোপ করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ সনদে আবু সাঈদের উল্লেখ নিশ্চিত নয়। ফলে হাদীসটি মুরসাল। সুতরাং দলিলযোগ্য নয়।

উত্তর : ১. সহীহ ইবনে সাকান গ্রন্থে লাইছের তৃতীয় শিষ্য আবুল ওলিদ তায়ালিসীও এটাকে—

لَيْثٌ عَنْ عُمَيْرَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَطَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

থেকে মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন। এ কারণে এর মুত্তাসিল হওয়া শক্তিশালী বিষয়।

২. জুমহুরের মতে মুরসাল হাদীস দলিলযোগ্য।

দ্বিতীয় অভিযোগ : এই সনদে ইনকিতা' রয়েছে। কারণ এর মধ্যে বকর ইবনে সাওয়াদা এর পরে আবু আব্দুল্লাহ এর মাধ্যম উল্লেখ নেই। যেমন-ইবনে লাহিয়া বকর সূত্রে... সনদ বিশিষ্ট বর্ণনা সামনে উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর: ইবনে লাহিয়া জয়ীফ রাবী। ইয়াহয়া' কাত্তান, ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন আবু হাতীম, আবু যুরয়া, ইবনে হিব্বান, ইবনে সা'দ প্রমুখ তাকে জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা) সুতরাং তার অতিরিক্ত অংশ ক্ষেপযোগ্য নয়। এ কারণে লায়স, উমায়রা, আমর ইবনে হারিস ইত্যাদি সিকা রাবীগণের রেওয়ায়েতকে মা'লুল ও জয়ীফ আখ্যা দেয়া যায় না।

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ۝۳

قوله قال ابوداود وافقه (ای حماد بن ابی سلیمان) مَغِيرَةُ

وَابُو مَعْشَرٍ وَوَأَصْلُ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ ۝۳

এটা ঐ হাদীসের সনদের ইখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত যাকে ইব্রাহীম নাখয়ীর শিষ্য (১) হাকাম عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ رَضِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ (১) হাকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন প্রথম হাদীসের সনদে উল্লেখ হয়েছে। (২) আ'মশ হাকামের অনুকূল বর্ণনা করেছেন (৩) ইব্রাহীম নাখয়ীর তৃতীয় শিষ্য হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান এই হাদীসকে ইব্রাহীম আসওয়াদ থেকে তিনি আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন- দ্বিতীয় হাদীসের সনদে উল্লেখ রয়েছে। এবং (৪) মুগীরা, (৫) আবু মা'শার, (৬) ওয়াসিল এই তিনোজন হাম্মাদের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আর ইব্রাহীমের এসকল শিষ্য সিকা ছিলেন। এ কারণে বোঝা যায় যে, ইব্রাহীম হাম্মাদ ও আসওয়াদ উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা : ত্বহাবীতে উল্লেখ আছে যে,

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ অতএব তিরমিযী কর্তৃক এ সনদটিকে যার মধ্যে সহীহ মুসলিমের আলোকে গোসলের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আবু মা'শারের অপ্রাধান্যযোগ্য স্থির করা শুদ্ধ নয়।

এই ইবারতের উদ্দেশ্য ২টি। ১. অত্র হাদীসের ভাষ্য সুলাইম ইবনে আখদারের যুহাইরের নয়। কেননা যুহাইরের ভাষ্য অন্য ধরনের। ২. সুলাইমের সনদে সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের আয়েশা (রা) এর থেকে শ্রবণ ও খবর প্রদান সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু যুহাইরের শ্রবণ ও বর্ণনা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তার রেওয়ায়েত *عننة* এর মাধ্যমে বর্ণিত। যেমন- সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। আর *عننة* শ্রবণের ব্যাপারে অস্পষ্ট।

بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ ۝

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَهُوَ مَرْسَلٌ، ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يَدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى خَذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ - এটা উল্লেখিত হাদীস- التُّرَابِ فَالْقُوَّةُ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءٌ এর উপর একটি

অভিযোগ। তা এই যে, হাদীসটি মুরসাল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল নবী করীম (স) এর সাক্ষাৎ পাননি।

উত্তর : হাফিজ ইবনে হাজর (র) আততালখীস গ্রন্থে লিখেন যে, যখন সহীহ সনদ বিশিষ্ট কোনো মুরসাল হাদীস একই বিষয়ের অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিত হয়। তখন তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয়ে যায়। আর এখানে নিম্নে ৩টি মুত্তাসিল হাদীস অতিরিক্ত রয়েছে। যথা-

১. ইবনে মাসউদ (রা) এর হাদীস-

فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتَفِرَ وَصَبَّ وَلَوْ مِنْ مَاءٍ (دارمی، دارقطنی)

২. ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা) এর হাদীস (আহমদ তাবরানী)

৩. আনাস (রা) এর হাদীস أَحْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِ (দারকুতনী) (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -
أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ ۝

بَابُ الْمَوَاقِیْتِ

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ
وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمَزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ
يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ الْخ

এ ভাষ্য দ্বারা আবু দাউদ (র) এর উদ্দেশ্য হলো ইবনে শিহাব যুহরী (র) এর শিষ্যগণের সনদের তারতম্যের প্রতি ইশারা করা। (১) উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী (র) এই হাদীসে প্রথমত নামাযের সময়কে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। অতপর

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ
تَزُولُ الشَّمْسُ الْخ

দিয়েছেন। কিন্তু যুহরীর অন্যান্য শিষ্য। (২) মা'মার ইবনে রাশিদ, (৩)

মালিক ইবনে আনাস, (৪) সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা, (৫) শুয়াইব ইবনে আবি হামযা, (৬) লাইস ইবনে সা'দ, (৭) আওয়ায়ী, (৮) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এঁরা সকলেই নামাযের ওয়াজ্জকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত উল্লেখ করেননি যা আবু মাসউদ (রা) নবী করীম (স) এর পরের আমল থেকে লাভ করেছেন।

সামনে উল্লেখ করেন যে, উরওয়া থেকে ইবনে শিহাব যুহরীর ন্যায় হিশাম ইবনে উরওয়া এবং হাবীব ইবনে আবু মারযুকও উল্লেখিত হাদীসে ওয়াজ্জসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। তবে হাবীব বশির ইবনে আবু মাসউদের মাধ্যম উল্লেখ করেন নি। আবু দাউদ (র) সামনে উল্লেখ করেন যে, আবু মাসউদ আনসারীর ন্যায় জাবির, আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা)ও মাগরিবের নামাযের সময় উভয় দিন একই রকম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরে। আর অপর হাদীস দ্বারা মাগরিবের শেষ সময় লালিমা অস্তমিত হওয়ার পরে বোঝা যায়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَوْلُهُ قَالَ ابوداؤدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوَ هَذَا

অর্থাৎ যেভাবে আবু বকর ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা মাগরিবের ওয়াজ্জের শুরু ও শেষ উভয় প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ সুলাইমান ইবনে মূসা (র) এর আতা কর্তৃক জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত, এবং ইবনে বুরাইদার তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারাও মাগরিবের সময়ের প্রশস্ততা বোঝা যায়।

قوله قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ
قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ

এর ব্যাখ্যায় ৩টি সম্ভাবনা আছে। যথা—

১. জাবির (রা) নিজ হাদীসে মাগরিবের আলোচনার পরে ইশার আলোচনা করেছেন। তখন কোনো কোনো সাহাবী এক তৃতীয়াংশ রাত, কেউ কেউ অর্ধরাতের মন্তব্য করেছেন।

২. সুলায়মান ইবনে মূসা উল্লেখিত সনদে الْعِشَاءُ বর্ণনা করেছেন। তখন জাবির (রা) এর কোনো কোনো রাবী এক তৃতীয়াংশ এবং কেউ কেউ অর্ধরাত বলেছেন।

৩. জাবির (রা) **ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ** বলে বর্ণনা শেষ করেছেন। সামনে স্বয়ং আবু দাউদ (র) বলেন যে, ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্তের বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরামের উক্তি বিভিন্নরূপ। আবু মূসা ও বুরাইদা এর হাদীসে তৃতীয়াংশ রাতের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) এর সামনের হাদীসে অর্ধরাত উল্লেখ রয়েছে। অধমের মতে প্রথম উদ্দেশ্যটি যুক্তিযুক্ত।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ١٠

قوله قال ابوداود وقال عبید اللہ بن عمر أتر وأخلف على أيوب فيه وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر

এর দ্বারা মতনের ইখতেলাফের প্রতি ইশারা করেছেন যে, নাফে' (র) এর শিষ্য মালিক (র) **وتر** ওয়াও দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যুহরী সালিম সূত্রে ইবনে ওমর (রা) এর বরাতে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হাফস **تر** হামযাসহ উল্লেখ করেছেন। আইযুব (র) থেকে তার শিষ্যগণ ওয়াও এবং হামযা উভয়রূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ١٢

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ - قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن اسحق لم يذكر أحد منهم الأذان

এর দ্বারা অত্র হাদীসের উপর ২টি অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অভিযোগ : যুহরী (র) এ হাদীসে কেবল **ابان العطار عن** ابان الزهري আযানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ছাড়া যুহরীর অন্যান্য শিষ্যগণ অর্থাৎ মালিক, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা আওয়ামী, ইবনে ইসহাক, এভাবে আব্দুর রাজ্জাক মা'মার সূত্রে এ হেজন মনীযী আযান উল্লেখ

করেননি। বোঝা গেলো যে, কাযা নামাযের ক্ষেত্রে আযান নেই। বরং তা আবানের একক বর্ণনা।

উত্তর : **أَبَانُ الْعَطَارِ عَنْ مَعْمَرٍ** সিকা রাবী। সিকা রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অভিযোগ : **وَلَمْ يَسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَابَانٌ** এই হাদীসকে কেবল আওয়ামী (র) ও আবান (র) মা'মার সূত্রে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য রাবীগণ যথা- মালিক, সুফিয়ান, ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুরসাল সূত্রে অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) এর মাধ্যম বিলোপ করে বর্ণনা করেছেন।

উত্তর : ১. ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মা'যা (র) **ابْنُ وَهْبٍ** সনদেও এ হাদীসকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস সিকা রাবী। অতএব তিনি আওয়ামী ও মা'মারের মুতাবি' হলেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বারর্ মালিকি (র) এর উক্তি মতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) ও তার মুতাবি'। অতএব মানতে হবে যে, যুহরী (র) এ হাদীসকে মাওসুল ও মুরসাল উভয়রূপে বর্ণনা করেছেন।

২. জুমহুরে মুহাদ্দিসীনের মতে মুরসাল হাদীসও গ্রহণযোগ্য। কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ ص ৭০

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَوْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُمْ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو حَمزة سَوَارِ الصَّيْرَفِيِّ

উদ্দেশ্য এই যে, সাওয়ার ইবনে দাউদ আবু হামযা ইবনে মুযানী সাযরাফী এর শিষ্য ইসমাইল সাওয়ার। অর্থাৎ সাওয়ার ইবনে দাউদ আবু হামযা বলেছেন। আর ওয়াকী' ভুলক্রমে তার বিপরীত দাউদ ইবনে সাওয়ার বলেছেন। যা ওয়াহাম বা ক্রটি বিবেচিত। আর আবু দাউদ তায়ালিসী (র) আবু হামযা সাওয়ার ছায়রাফী বলেছেন; যার দ্বারা ওয়াকী (র) এর ওয়াহামে সহায়ক হয়। আর সাওয়ার যেহেতু সোনা-রূপার কাজ করতেন। এইজন্য তাকে সাযরাফীও বলা হয়।

بَابُ كَيْفِ الْأَذَانِ ۷۸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ - قَوْلُهُ قَالَ ابوداود هَكَذَا رِوَايَةُ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ
ابْنُ اسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ الْخ

محمد অর্থাৎ যেভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে উল্লেখিত হাদীস

এর সনদে বর্ণিত রয়েছে
এর সনদেও বর্ণিত রয়েছে।
কিন্তু যুহরীর অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে ইখতেলাফ রয়েছে।
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ৪ বার আল্লাহ আকবার এবং মা'মার ও ইউনুস কেবল
২ বার উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَحَدِيثٌ مُسَدَّدٌ أَبِيْنُ
قَالَ فِيهِ وَعَلَّمَنِي الْأَقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قَالَ ابوداود وَقَالَ
عَبْدُ الْكُرَزَائِقِ وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ

উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বে উল্লেখিত মুসাদ্দাদের হাদীস আযানের শব্দের
বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্র হাসান ইবনে আলীর বর্ণিত হাদীস থেকে অধিক স্পষ্ট ও
পূর্ণাঙ্গ। তবে মুসাদ্দাদের হাদীসে একামাতের শব্দসমূহ উল্লেখ নেই। আর
হাসানের হাদীসে একামাতের শব্দসমূহও উল্লেখ রয়েছে। অতএব فيه
এর মধ্যে قال এর ফায়েল হলো হাসান ইবনে আলী। অতপর একামাতের
শব্দসমূহকে ইবনে জুরাইজের জনৈক শিষ্য আবু আসিম বিস্তারিতভাবে দুই
দুইবার উল্লেখ করেছেন। তবে তাতে উল্লেখ করেননি। আর অন্য শিষ্য আব্দুর রাজ্জাক
হাদীসে উল্লেখ করেছেন। একামাতের ভিন্ন শব্দের আলোচনা কেবল সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করেছেন।
قد কে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন। ত্বাহবী শরীফে আবু
আসিমের সনদেও قد قامتِ الصَّلَاةُ এর আলোচনা রয়েছে। নাসায়ী
শরীফে حجاج عن ابن جريج এর সনদে আল্লাহ আকবার ৪ বার উল্লেখ
রয়েছে। (বাযযুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَلِيٍّ قَوْلَهُ كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي

مُحَذَّوْرَةَ ۷۳

এই হাদীসের সনদে এক রাবী হলেন- হাম্মাম। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. ইয়াহয়া কাত্তান প্রমুখ মুতলাকভাবে তাকে জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন।

২. আযালি, হাকিম, আহমদ, ইবনে মায়ীন প্রমুখ (র) মুতলাকভাবে তাকে সিকা বলেছেন।

৩. আবু হাতিম, আল্লামা সাজি (র) এর মতে এই বিশ্লেষণ রয়েছে যে, যদি হাম্মাম মুখস্থভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে তা দলিলযোগ্য নয়। আর যদি পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করেন তাহলে তা দলিলযোগ্য। শেষোক্ত উক্তি অধিক যুক্তিযুক্ত। এ কারণেই আবু দাউদ (র) অত্র হাদীসের স্বপক্ষে এবং তাকে শক্তিশালী প্রকাশ করার লক্ষ্যে বলেন- যদিও হাম্মাম এ হাদীসটি স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তার পাণ্ডুলিপিতেও এই হাদীসটি এভাবেই রয়েছে। অতএব এটি দলিলযোগ্য। আর হাম্মামের এই কিতাবটি আবু মাহযুরা (রা) এর হাদীসসমূহের সমষ্টি ছিলো **أَيُّ فِي الْجُزءِ الَّذِي فِيهِ** নামাযের মধ্যে ৩ ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্য হতে দুধরনের উল্লেখ সামনের হাদীসে রয়েছে। এবং তৃতীয় পরিবর্তনের বিষয়টি সামনের হাদীসে রয়েছে। সেটি এই-

১. প্রথমে জামাতের আযান সুনির্ধারিত ছিলো না, অতপর তা নির্ধারণ করা হয়।

২. প্রথমে যে রাকাতগুলি পড়া হয়ে গেছে মাসবুক সেগুলো আদায় করে নিতো। তারপর জামাতে শামিল হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ হয়ে যায় এবং এ সিদ্ধান্ত হয় যে, যে অবস্থায় ইমামকে পাবে সে অবস্থায় জামাতে শরিক হয়ে যাবে। আর ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পরে আদায় করবে।

৩. কেবলা পরিবর্তন যা হিজরতের পরে সংঘটিত হয়েছে। ১৬ বা ১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া হয়। তারপরে হুকুম মানসূখ হয়ে কা'বা শরীফ কেবলারূপে সুনির্ধারিত হয়। তৃতীয় এ পরিবর্তনের উল্লেখ সামনের হাদীসে রয়েছে।

এভাবে রোযার মধ্যেও তিনবার পরিবর্তন সাধিত হয়। যথা-

১. প্রথমে প্রত্যেক মাসে ৩ রোযা এবং আশুরার রোযার আদেশ ছিলো। অতপর রমযানের রোজা ফরয হওয়ার পর এ হুকুম মানসূখ হয়ে যায়।

২. রমযানের রোজা ফরয হওয়ার পরে এখতিয়ার ছিলো যে, রোযা রাখতে সক্ষম এমন ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে বা চাইলে ফিদিয়া দিতে পারে। ১ বছর পরে **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** আয়াত অবতীর্ণ হলে এ বিধান রহিত হয়ে যায় এবং রোযা রাখতে সক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা আবশ্যিকরূপে ফরজ হয়ে যায়।

৩. শুরুতে রমযান মাসের রাতে ঘুমানোর বা ইশার নামাযের সময় হওয়ার পরে পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ ছিলো। অতপর **أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الرِّفْتِ إِلَى نِسَائِكُمْ** আয়াত অবতীর্ণ হলে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে সুবহে সাদেক পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

قوله قال ابن المثنى قال عمرو (اي ابن مرة) وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حصين فقال لأراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مَرْزُوقٍ قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حصين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها قال فقال إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا ص ٧٤

এর উদ্দেশ্য এই যে, ইবনে মুসান্না (র) এর উক্তি মতে হযরত আমর ইবনে মুররা এর এ হাদীস ইবনে আবু লায়লা থেকে মাধ্যমবিহীন লাভ হয়েছে এবং হুসাইনের মাধ্যমেও তিনি এটি লাভ করেছেন। হুসাইনের সনদ বিশিষ্ট হাদীসে **فجاء** এ শব্দ রয়েছে। আর ইবনে আবু লায়লার হাদীসে এবং আমর ইবনে মারযুকের হাদীসে **حَالٍ** **لَأَرَاهُ عَلَى** **مُعَاذٌ** **فَقَالَ** **مُعَاذٌ** **لَأَرَاهُ عَلَى** **حَالٍ**

خ حَتَّى جَاءَ شব্দ উল্লেখ নেই। অর্থাৎ جَاءَ শব্দের স্থলে
 فَقَالَ مُعَاذُ لَا أَرَاهُ فَقَالَ لَا أَرَاهُ শব্দ রয়েছে এবং
 রয়েছে। সামনে ইবনে মুসান্না বলেন যে, শো'বা (র)ও ২ উস্তাদের থেকে
 এই হাদীস লাভ করেছেন- ১. আমর ইবনে মুররা, ২. হোসাইন ইবনে আব্দুর
 রহমান সুলায়মী। এখানে হুসাইনের সনদ বিশিষ্ট হাদীসে جَاءَ مُعَاذُ
 خ শব্দ রয়েছে। যেমন لَيْلَى عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى এর
 সনদ বিশিষ্ট হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। সামনে ইমাম আবু দাউদ (র)
 বলেন যে, মূলত আমর ইবনে মারযুকের হাদীস চলছিলো। এর মাঝে ইবনে
 মুসান্না এর কিছু অংশ এসে গেছে। এখন আমরা পুনরায় পূর্বের হাদীসের
 দিকে রুজু করছি। যা لَيْلَى عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى এর
 সনদে বর্ণিত। বাকী لَيْلَى عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى এর
 সনদে এখানে হাদীস উল্লেখ নেই। অবশ্য فَاشَارُوا إِلَيْهِ বিশিষ্ট বাক্য
 شُعْبَةُ عَنْ عُمَرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى সনদের স্থলে উল্লেখ রয়েছে। যেমন আবু দাউদ
 (র) বলেন- قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ ۷۷

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَوْلُهُ قَالَ وَلَا أَبَالِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ
 مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

অর্থাৎ প্রথমত আ'মশ বলেন যে, এই হাদীসটি আমি জনৈক ব্যক্তির
 মাধ্যমে আবু সালেহর থেকে লাভ করেছি। অতপর বলেন আমার ধারণা এই
 যে, সরাসরি এই হাদীসটি আবু সালেহ থেকে শুনেছি। কাজেই সম্ভাবনা
 আছে যে, আ'মশ প্রথমে এই হাদীসটি আবু সালেহ থেকে শুনেছিলেন।
 এরপর তার এ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এই কারণেই দ্বিতীয়বার আবু
 সালেহর কোনো শিষ্য থেকে তা শ্রবণ করেন। অথবা প্রথমে অন্যকারো
 থেকে শুনেছিলেন। এরপর স্বয়ং আবু সালেহ থেকে মাধ্যমবিহীন শ্রবণ
 করেছিলেন।

بَابُ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ص ٧٩

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ

سَلْمَةَ এর দ্বারা মূলত উল্লেখিত হাদীসের উপর অভিযোগ করেছেন যে, হাম্মাদ ইবনে সালামা আইয়ুব সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি মারফু হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুনফারিদ বা একক ব্যক্তি। কেবল তিনি এটাকে রাসূলুল্লাহ (স) এর যুগের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা, হযরত বেলাল (রা) সংশ্লিষ্ট। আর অন্যান্য রাবীগণ উবায়দুল্লাহ নাফে সূত্রে এবং সালেম ইবনে ওমর সূত্রে এই হাদীসকে ওমর (রা) এর যুগের উপর মওকুফ বলে বর্ণনা করেছেন। যা ওমর (রা) এর মুয়াজ্জিন সংশ্লিষ্ট। যেমন সামনের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) এটাকে অতিরিক্ত দুটি রেওয়াজে দ্বারা শক্তিশালী করে বলেন وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ যে এই হাদীসটি মওকুফ হওয়া তার উল্লেখিত মারফু হওয়ার চাইতে অধিক বিশুদ্ধ। অতএব হানাফীগণের উক্তি সময় হওয়ার পূর্বে আযান জায়েয না হওয়ার দলিল পেশ করা দূরস্ত নয়।

উত্তর : ১. হাম্মাদের দুজন মুতাবি' রয়েছে- ১. সাঈদ ইবনে যুরবা আইয়ুব সূত্রে, ২. মা'মার আইয়ুব সূত্রে (দারকুতনী) উপরন্তু ঐ হাদীসের একটি সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ শাহিদ তথা সহায়ক বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে-

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَاذَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ
الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصْعَدَ
فِيْنَاذِي أَنْ الْعَبْدَ نَامَ -

২. হাফিয ইনে হাজর (র) বলেন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ যথা- বুখারী, আলী ইবনে মাদীনী প্রমুখ (র) আইয়ুব সূত্রে হাম্মাদের বর্ণনাকে যে, ভুল আখ্যা দিয়েছেন বস্তুত ভুল আখ্যা দেয়াটাই ভুল। এরপর হাফিয ইবনে হাজর (র) বলেন- এই বর্ণনাটি ৬টি সনদসূত্রে বর্ণিত আছে। যার দরুন ইবনে উমরের হাদীসটি এক পর্যায়ে মারফু ও মুত্তাসিল হওয়া শক্তিশালী হয়ে যায়।

৩. উল্লেখিত হাদীসটি মুত্তাসিল ও মারফু হওয়া এক অতিরিক্ত বিষয়। আর সিকা রাবীর অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য।

৪. যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় তথাপি হাদীসটি মওকুফ। আর মওকুফ হাদীস দলিলযোগ্য।

بَابُ فِي الصَّلَاةِ تَقَامَ وَلَمْ يَأْتِ الْأَمَامُ الخ ص ٧٩

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود هُكَذَا رَوَاهُ ابُو بُو وَحَجَّاجُ الصَّوَّافِ الخ

অর্থাৎ ইয়াহয়া ইবনে আবু কাছীরের ৩জন শিষ্য- ১. আবান, ২. আইয়ুব, ও ৩. হাজ্জাজ সাওয়ফ من শব্দ বলেছেন। আর হিশাম দস্তওয়াই (র) এর বিপরীতে যিবি যিবি বলেছেন। যার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হিশাম এ হাদীসটি সরাসরি ইয়াহয়া থেকে শুনেননি।

حَدَّثَنَا ابِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجَتْ إِلَّا مَعْمُرُ الخ

সারকথা এই যে, ভাষ্যটি শুধু মা'মার সূত্রে ঈসা বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার থেকে ইবনে উইয়াইনা এভাবে ইয়াহয়া এর অন্যান্য শিষ্যগণ অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেননি। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) বলেন যে, ইসহাক ইবনে ইব্রাহীমের বর্ণনায় হাদীসের মধ্যে এ অতিরিক্ত অংশ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই আবু দাউদ (র) এর এ সীমিতকরণ দাবী সঠিক নয়। (বায়লুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ ص

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابِرَاهِيمَ عَنْ ابُو بُو عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهَذَا أَصَحُّ

এর সারকথা এই যে, আইয়ুবের জনৈক শিষ্য আব্দুল ওয়ারিস উল্লেখিত হাদীসকে মারফু ও মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটাকে নবী করীম (স) এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। উপরোক্ত নাফে'র পরে ইবনে উমরের মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। আর অপর শিষ্য ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম এটাকে মাওকুফ ও মুনকাতিরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি লوترকনা অংশকে ওমর (রা) এর উক্তি স্থির করেছেন। তিনি নাফে'র পরে ইবনে ওমরের মাধ্যম উল্লেখ করেননি। অতএব আব্দুল ওয়ারিস ও ইসমাইলের মাঝে দুটি বিষয়ে ইখতেলাফ হলো- সামনে আবু দাউদ (র) বলেন যে, ইসমাইলের হাদীস অধিক বিশ্বস্ত। কারণ হাদীসটি মারফু নয় বরং মাওকুফ।

بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ص ٨٤

قوله قال ابوداود كذا قال الزُّبَيْدِيُّ وابنُ أَبِي ذَنْبٍ الخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا শব্দ দুকারণে প্রাধান্যযোগ্য- ১ম কারণ ইবনে শিহাব যুহুরী (র) এটাকে ইউনুস, যুবাইদী, ইবনে আবি যি'ব, ইব্রাহীম ইবনে সা'দ, মা'মারও শোয়াইব ইবনে আবি হামযা এই ৬জন বর্ণনা করেছেন। তারা فَاقْضُوا শব্দ বলেননি। এর বর্ণনায় কেবল ইবনে উইয়াইনা একক ব্যক্তি।

উত্তর : এই যে, ইমাম ত্বহাবী (র) ইবনে শিহাব যুহুরীর শিষ্য ইবনুল হাদ থেকে فَاقْضُوا শব্দ উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইবনে উইয়াইনা এক্ষেত্রে মুনফারিদ নয়।

দ্বিতীয় কারণ : আবু সালামা থেকে যুহুরীর ন্যায় মুহাম্মদ ইবনে আমর এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে সাঈদ ইবনে মুসায়্যব ও আবু সালামার ন্যায় আ'রাজ জা'ফর ইবনে রবিয়ার সনদেও এভাবে নবী করীম (স) থেকে আবু হুরায়রা (রা) এর ন্যায় ইবনে মা'সউদ, আবু কাতাদা ও আনাস (রা) তিনোজন فَاتِمُوا উল্লেখ করেছেন।

উত্তর : সামনে আসছে যে, (১) আবু-সালামা থেকে সাঈদ ইবনে ইব্রাহীম এবং (২) আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে সীরীন ও আবু রাফে এবং (৩) নবী করীম (স) থেকে এক বর্ণনার আলোকে আবু যার (রা)ও فَاقْضُوا উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ص ٨٦

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ: قَوْلُهُ قَالَ فِيهِ وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ قَالَ ابوداود
وَأَرْثَا شَوْ'بَارِ الْجَنَيْكَ وَقَدْ قَالِيحَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً
شِيْخِ ابْرُوْلِ وَالْجِدِّ تَيَالِيْسِي وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ شَبْدِ مَاجْهْلَلِ الرَّيْغَا د্বারা বর্ণনা
করেছেন। তার মধ্যে শুধু নাযিবে ফায়িল উল্লেখ রয়েছে। আর অপর শিষ্য
মুআজ ইবনে মুআজ ইবনে নহর لَا يَوْمُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ মা'রুফ শব্দ উল্লেখ

করেছেন। তার মধ্যে ফায়েল ও মাফউল উভয়ের বর্ণনা রয়েছে। সামনে বলেন যে, আবুল ওলীদ ও মু'আজের ন্যায় ইয়াহয়া কাত্তান শো'বার তিনোজন শিষ্য **قِرَاءَةُ أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً** বর্ণনা করেছেন। **أَكْثَرُهُمْ قِرَاءَةً** শব্দ উল্লেখ করেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **هَذَا** শব্দের শক্তি যোগান।

حَدَّثَنَا النَّفِيلُ: قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مَسْعُورِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ سَلْمَةَ قَالَ أَخ

এর উদ্দেশ্য এই যে, মিসআর ইবনে হাবীবের এক শিষ্য ওয়াকী' আমর ইবনে সালামার পরে **عَنْ أَبِيهِ** এর মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। তবে তার অন্য শিষ্য ইয়াযীদ ইবনে হারুন এই মাধ্যম উল্লেখ করেন নি। কাজেই ওয়াকী'র বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আমর ইবনে সালামা এ কাফেলার সাথে ছিলেন না। বরং তিনি এটাকে তার পিতা থেকে শুনেছেন। আর ইয়াযীদের বর্ণনা আমর ইবনে সালামার কাফেলার সাথে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। (বাযলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قَعُودٍ ص ৮৮

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ الْمَصِصِيُّ: قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قُرَأَ فَانصِتُوا لَيْسَتْ بِمَعْتَفُوظَةٍ إِلَيْهِمْ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ ص ৮৯

এর দ্বারা উল্লিখিত হাদীসের উপর একটা অভিযোগ করা হয়েছে যে, **وَإِذَا قُرَأَ** এর অতিরিক্ত বর্ণনাটি সংরক্ষিত নয়। বরং খালেদের শাজ ও ওয়াহাম। অতএব এর দ্বারা ইমামের পেছনে কেবল পরিত্যাগ করার উপর দলিল পেশ করা বিশুদ্ধ নয়।

উত্তর : হাফেয মুঞ্জেরি (র) স্বীয় মুখতাছার গ্রন্থে লেখেন- এ ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। কেননা আবু খালেদ সহীহ মুসলিম ও বুখারীর রাবী ছিলেন। অতএব সিকা রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে মুনফারিদ নন। বরং ১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তার মুতাবি'

রয়েছে। এছাড়াও আবুল খালিদ এর অতিরিক্ত ২টি মুতাবি' ১. হাসান ইবনে ইব্রাহীম ও ২. ইসমাঈল ইবনে আবান (বায়হাকী ও দারকুতনীর মতে) বিদ্যমান রয়েছে। আর ইবনে আজলানেরও দুটি মুতাবি' রয়েছে। ১. يَحْيَىٰ حَارِجَةَ بْنِ مُضْعَبٍ عَنْ ২. عَنْ بَنِي عُلَاءٍ رَأَىٰ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ৩. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ এছাড়া এই হাদীসটি (১) যুহরীর সনদে আনাস (রা) থেকে এবং (২) যুহরীর সনদে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকেও উল্লেখ রয়েছে। কাজেই বর্ধিত এই অংশের মোট ১২টি সনদ হলো। এগুলোর মধ্য হতে কোনোটি বিশুদ্ধ কোনোটি দুর্বল। কিন্তু সনদের আধিক্যতা দুর্বলতার ত্রুটি দূরীভূত করে। যেমন আবু মুসা (রা) এর হাদীসটি ৪ সনদে বর্ণিত। ১. সুলায়মান তায়মী (মুসলিম (র) এর মতে) ২. সাঈদ ইবনে আবু আরুবা, ৩. উমর ইবনে আমির (দারকুতনী বায়হাকী ও বাযযার এর বর্ণনা মতে), ৪. কাতাদা (রা) থেকে আবু উবায়দা বর্ণিত।

আবু উইয়াইনার মতে আবু হুরায়রা (রা) এর বর্ণিত এই অনুচ্ছেদের হাদীসটির ৬টি সনদ রয়েছে। আবু খালিদ, আবু সাঈদ, হাসান, ইসমাঈল, ইয়াহয়া, ইবনে আলা ও খারিজা ইবনে মুসআব। আর দুটি সনদ রয়েছে হযরত যুহরী এর আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। অপরটি ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। সুতরাং মোট ১২টি সনদ হলো (সংক্ষিপ্ত; বাযলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

بَابُ مَا يَوْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنْ إِتِّبَاعِ الْأِمَامِ ص ১১

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ

الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْخ

এর দ্বারা মুসান্নিফ (র) এর উদ্দেশ্য এ দুটি বিষয় বর্ণনা করা- ১. যুহাইর ও হারুন এর ভাষ্যের ইখতেলাফ বর্ণনা করা। হারুন ইবনে মা'রুফ এই হাদীসকে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার মাধ্যমে কেবল আবান ইবনে তাগলিব থেকে রেওয়াজেত করেছেন। ২. যুহাইর ইবনে হরব সুফিয়ান (র) এর মাধ্যমে আবান ইত্যাদি বিভিন্ন কুফী মুহাদ্দিস থেকে উল্লেখ করেছেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর : প্রশ্নটি এই যে, আবান (র) এ হাদীসের সনদে হাফিয মুতকিনগণের বিরোধিতা করেছেন। কারণ হাকামের মাধ্যমে তিনি

এটাকে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য ব্যক্তিগণ ইবনে আবু লায়লার স্থলে আব্দুল্লাহ ইবনে খুতামি এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উত্তরের সার এই যে, এর মধ্যে আবান মুনফারিদ নন। বরং এই হাদীসটি তিনি ছাড়া অন্যান্য কয়েকজন কুফি মুহাদ্দিস ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব আবানের বর্ণনা গায়রে মাহফুজ নয়। ফলাফল এই যে, এই হাদীসটি ইবনে আবু লায়লা ও ইবনে ইয়াযীদ উভয়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে। (বাযলুল মাজহূদ, ১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

بَابُ فِي كَمْ تَصَلَّى الْمَرْأَةُ ١٤٤

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْخ

এর দ্বারা আবু দাউদ (র) বলতে চান যে, মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার উল্লেখিত হাদীসটি মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য সিকা রাবীগণ যথা মালিক, বকর ইবনে মুজার, হাফস ইবনে গিয়াস, ইসমাইল ইবনে জা'ফর, ইবনে আবি যিব, ইবনে ইসহাক এই ৬জন এটাকে মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ থেকে উশ্মে সালামার উপর মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব এর মারফু' হওয়াটা শাজ এবং আব্দুর রহমান এর একক বর্ণনা।

بَابُ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ١٤٤

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَسَلُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السُّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সদল বিশিষ্ট উল্লেখিত হাদীস যেভাবে সুলায়মান আহওয়াল মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইসল (র)ও মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম আহমদ (র) যে হাদীসকে জযীফ বলেছেন তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা বিশিষ্ট হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আতা সাধারণত গোড়ালির নিচে কাপড় পরতেন। এর দ্বারা তার হাদীসটি জযীফ

হওয়া অপরিহার্য হয়। কেননা রাবীর নিজ রেওয়াম্বাতের পরিপন্থী আমল করা তা জয়ীফ হওয়ার দলিল।

উত্তর : ১. তার কাছে গোড়ালির নিচে কাপড় পরা নিষিদ্ধ হওয়া ঐ ক্ষেত্রে যখন কোর্তা ও ইয়ার (লুঙ্গি) পরিহিত না হবে। আর আতা (র) এর কাপড় বুলিয়ে রাখাটা ইয়ার ও কোর্তা পরিহিত অবস্থায় ছিলো।

২. সম্ভবত তিনি এ হাদীস ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. তার কাছে গোড়ালির নিচে কাপড় বুলিয়ে রাখা অহংকার বা গর্বের কারণে হলে নিষিদ্ধ ছিলো। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত আমলটি অহংকারের উপর ভিত্তি করে ছিলো না।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ ١٦٠

অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ, ও উসমান ইবনে আবু শায়বা উভয়ে হাদীসের সনদ ও মতনে একইরূপ উল্লেখ করেছেন।

بَابُ الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا ١٠٠

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: قَوْلُهُ قَالَ سُفْيَانٌ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْخ

সুফিয়ান (র) বলেন- আমি এমন কোনো দলিল পাইনি যা এই হাদীসকে সুদৃঢ় করবে। এই হাদীস শুধু এই সনদে বর্ণিত রয়েছে। আলী ইবনে মাদীনী বলেন- আমি সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনার কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, মানুষেরা আবু মুহাম্মদ সম্পর্কে ভিন্নরূপ মন্তব্য করে থাকে। (কেউ আবু আমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুরাইস বলেছেন- যেমন বশির ইবনে মুগাফফাল বলেছেন। আর কেউ কেউ আবু মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হুরাইস বলেছেন। যেমন সুফিয়ান বলে থাকেন।) এরপর তিনি সামান্য চিন্তা করে বললেন যে, আমার তো আবু মুহাম্মদ ইবনে আমরই স্মরণ রয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান বললেন- জনৈক ব্যক্তি ইসমাইল ইবনে উমাইয়রের ইস্তিকালের পরে কুফা নগরে এসেছিলেন। তিনি এসে আবু মুহাম্মদকে

খোঁজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলেন— সে সময় হাদীসটি তার নিকট এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। আবু দাউদ (র) বলেন— আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে আমি বিভিন্নবার রেখা টানার ব্যাপারে শুনেছি যে, তা প্রস্তুত হবে।

হেলালের ন্যায় আবু দাউদ (র) বলেন যে, মুসাদ্দাদ (র) ইবনে দাউদের বরাতে বলেছেন যে, রেখা দৈর্ঘ্যে অঙ্কন করতে হবে।

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ۱۰۲

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدَةَ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ
عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ قَطَعَ صَلَاتَنَا

এর সারকথা এই যে, সাঈদ ইবনে আব্দুল আজিজের এক শিষ্য ওয়াকী (র) **اللهم اقطع اثره** শব্দ এবং অন্যান্য শিষ্য যেমন আবু হাবওয়া এবং আবু মুসহির **قطع صلاتنا** বলেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ۱۰۳

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَابُو كَيْرٍ بِنِ حُفْصِ الْخ

এ কথার দ্বারা আবু দাউদ (র) উদ্দেশ্য এই যে, সাঈদ ইবনে ইব্রাহীমের উল্লেখিত রেওয়াজেতে **واناحائض** শব্দ শাজ। কেননা সিকা এক দল মুহাদ্দিস যথা যুহরী, আতা, আবু বকর ইবনে হাফস, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইরাক ইবনে মালিক, আবুল আসওয়াদ, তামিম ইবনে সালামা এ সাতজনের **ابراهيم** শব্দটি উল্লেখ করেননি। এভাবে উরওয়ার এর ন্যায় **عَنْ ابراهيم** এবং **ابو الضحى** **عَنْ مُسْرُوقٍ** **عَنْ عَائِشَةَ** এবং **الْأَسْوَدِ** **عَنْ عَائِشَةَ** **عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ** **وَابُو سَلْمَةَ** **عَنْ عَائِشَةَ** এ শব্দ উল্লেখ করেননি। কাজেই এটি মাহফুজ নয়।

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ۱۰۴

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ

এ ভাষ্য দ্বারা আবু দাউদ (র) নিজ মাজহাবের প্রতি ইশারা করেছেন যে, নামাযের সামনে দিয়ে কোনো কিছুর অতিক্রম করা নামায বিনষ্ট করে না। কারণ এ মাসআলায় বিশুদ্ধ মারফু হাদীস পরস্পরে সাংঘর্ষিক। কোনটি দ্বারা কোনো কিছুর অতিক্রমে নামায বিনষ্ট হওয়া এবং কোনোটিকে দ্বারা বিনষ্ট না হওয়া বোঝা যায়। অতএব এখন আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর ঐ সকল আমল ও ফতওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবো যা তারা নবী করীম (স) এর পরে প্রকাশ করেছেন। আর দেখা যায় সাহাবায়ে কেরামের আমল ও ফতওয়া নামায নষ্ট না হওয়ার স্বপক্ষে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) যিনি নামায বিনষ্ট হওয়ার রাবী তার ফতওয়ার দৃষ্টিতে নামাযের সামনে দিয়ে গাধা, কুকুর, ও মহিলা অতিক্রম করার দ্বারা নামায বিনষ্ট হয় না। যেমন পূর্বের রেওয়ায়েতসমূহে অতিবাহিত হয়েছে। এভাবে ইবনে ওমরের উক্তি لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ (বায়হাকী)

একইরূপে উসমান আলী ও হুযায়ফা (রা) থেকে নামায বিনষ্ট না হওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, অন্যান্য কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম যেমন আবু হুরায়রা, আনাস ও আবু যার প্রমুখ (রা) যারা কোনো কিছুর অতিক্রমের দ্বারা নামায বিনষ্ট হওয়ার প্রবক্তা। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হওয়া। অন্যথায় এ সকল ব্যক্তি থেকে নামাযের সামনে দিয়ে কোনো কিছুর অতিক্রম করলে নামায দোহরানোর আমল বা নির্দেশ অবশ্যই প্রমাণিত থাকতো। অথচ এমনটি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া।

بَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاكِ الصَّلَاةِ ۱۰۴

أَيُّ هَذَا بَيَانُ فُرُوعِ افْتِتَاكِ الصَّلَاةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَى الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الصَّلَاةِ

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ص ۱۰۳

قَوْلُهُ قَالَ ابوداودَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَامٌ عَنِ ابْنِ جَعَادَةَ لَمْ يَذْكَرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

এর দ্বারা মতনের ইখতেলাফ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মদ ইবনে জাহাদা এর এক শিষ্য আব্দুল ওয়ারিস সাজদার থেকে মাথা উত্তোলনের সময় রফ'ই ইয়াদাইন এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার অপর শিষ্য হাম্মাম রফ'ই ইয়াদাইন এর অংশটি উল্লেখ করেননি।

بَابُ إِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ص ১০৫

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداودَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ... لَمْ يَذْكَرِ التُّورِكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فُلَيْحِ الْخ ص ১০৭

এর দ্বারা মতনের ইখতেলাফের প্রতি ইশারা করেছেন যে, আব্দুল হামিদ ইবনে জা'ফর এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হারমলা আবু হুমাইদ সাঈদী এর হাদীসে শুধু শেষ বৈঠক এবং হাসান ইবনে হুর শুধু দুই সাজদার মাঝে তুরক উল্লেখ করেছেন। উভয় বৈঠকেও দুই সাজদার মাঝের বৈঠকে (তুরক) উল্লেখ করেননি। উতবা ও ফুলাইহ মোটেই তুরক উল্লেখ করেননি। উভয় বৈঠকে দুই সাজদার মাঝে এবং দ্বিতীয় সাজদার পরে বসার সময় কোথাওনা। সামনে মুসান্নিফ (র) বলেন যে,

وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَحْوَ جُلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعْتَبَةَ

অর্থাৎ হাসান ইবনে হুর যদিও দু সাজদার মাঝে তুরক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয় বৈঠক ও দ্বিতীয় সাজদার পরের বৈঠকে ফুলাইহ ও উতবার ন্যায় তারাও তুরক বর্ণনা করেননি। এর দ্বারা এ ফলাফল বের হলো যে, আব্দুল হুমাইদ ও মুহাম্মদ ইবনে আমরের খেলাফ হাসান, ফুলাইহ ও উতবা তিনোজন দ্বিতীয় বৈঠকের শেষে তুরক করতেন না।

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَثْمَانَ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ
أَنَا فَلَيْحُ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

এর প্রবক্তা হলেন- ফুলাইহ ইবনে উমর - قَالَ ابوداود وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ

اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ

এটা ফুলাইহ এর উক্তি। অর্থাৎ ফুলাইহ বলেন যে, প্রথমে আব্বাস ইবনে সহল থেকে সরাসরি এ হাদীস লাভ করেছি। তখন আমার কাছে হাদীসটি মাহফুজ ছিলো না। এরপর আমি ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে শুনেছি। তিনি এটাকে আব্বাস ইবনে সহলের মাধ্যমে আবু হুমাইদ সায়েদী থেকে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, إِبْرَاهِيمُ এর উক্তি ইবনে মুবারকের। তিনি বলেন আমার ধারণায় ফুলাইহ নিজ উস্তাদের নাম ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহই উল্লেখ করেছেন। বাকী আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ
عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ الخ

অর্থাৎ বাস্তব এই যে, عُبَيْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ এর

হাদীস যাতে তাহরীমা, রুকু ও রুকু হতে সোজা হওয়া এবং দুই রাকাতের পরে দাঁড়ানো এই চারো ক্ষেত্রে রফ'ই ইয়াদাইন উল্লেখ রয়েছে এই হাদীসটি মারফু নয়। বরং ইবনে ওমরের ওপর মাওকুফ। যেমন আব্দুল ওয়াহাব সাকাফী (আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস ও মু'তামির) উবায়দুল্লাহ এর হাদীস থেকে যার মধ্যে তিনি ৪ স্থানে রফ'ই ইদাইন উল্লেখ করেছেন। সেটাকে সাকাফী মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধ।

এভাবে উবায়দুল্লাহ এর মতো লাইস ইবনে সা'দ, মালিক, আইয়ুব এবং ইবনে জুরাইজও নাফে' থেকে এ হাদীসকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একমাত্র হাম্মাদ ইবনে সালামা আইয়ুব থেকে এবং তিনি নাফে' থেকে এটাকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে ২ রাকাতের পরে দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের কথা উল্লেখ নেই। আবু দাউদ (র) বলেন- লাইস, মালিক ও আইয়ুবের মধ্য থেকে আইয়ুব ও মালিক নাফে' থেকে ২ সাজদার পরে উঠার সময় হাত উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি। আর

লাইস ইবনে সা'দ নাফে থেকে বর্ণিত নিজ বর্ণনায় এটা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উবায়দুল্লাহ থেকে বাকীয়ার বর্ণিত হাদীস যার মধ্যে কেবল প্রথম উল্লেখিত তিন স্থানে (তাহরীমা, রুকু ও রুকু থেকে সোজা হওয়া) হাত উত্তোলন উল্লেখ রয়েছে। ২ রাকাতের পরে দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের আলোচনা নেই। সে হাদীসটি নিঃসন্দেহে মারফু।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ: قَوْلُهُ قَالَ ابُودَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ
عَرَّ دَارًا اِئْتِشَاءَ اِيَّ يَهْ، اَمَامَرِ اِئْتِشَاءَ اِيَّ
اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ
اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ
اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ اِئْتِشَاءَ اِيَّ

بَابُ ١٠٨

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: قَوْلُهُ قَالَ ابُودَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي
حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ جِيْنَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ اِخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আলী (রা) এর বর্ণনায় 'وَإِذَا قَامَ مِنْهُ' এর অর্থ হলো 'وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ' এর সঙ্গতীয় সাঙ্গিদী এর বর্ণনায় রয়েছে। আর সত্য এই যে, আবু হুমাইদ সায়েদীর হাদীসের কোনো শব্দ এই বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে না যে, প্রথম রাকাতের ২ সাজদার পরে মাথা উঠানোর সময় রফ'ই ইয়াদাইন নেই।

بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرَّكُوعِ ١٠٩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَوْلُهُ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُودُ
قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكَوْفَةِ بَعْدَ ثُمَّ لَا يَعُودُ

এটা রফ'ই ইয়াদাইন বিশিষ্ট হাদীস বারা ইবনে আযিব (রা) এর দ্বিতীয় সনদের উপর একটি অভিযোগ।

অভিযোগ : এই যে, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা বলেন- আমার উস্তাদ ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ প্রথম বাক্য لا يَعُودُ বর্ণনা করতেন না। এরপর তিনি কুফা গেলেন। সেখান থেকে এসে বর্ণনা করতে শুরু করেন। আমার ধারণা এই যে, এ ব্যাপারে কেউ তাকে এ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন।

উত্তর : ১. স্বয়ং আবু দাউদে ইয়াযীদে ২জন মুতাবি' ঈসা এবং হাকাম বিদ্যমান রয়েছে। তারা لا يَعُودُ বাক্য উল্লেখ করতেন। সুতরাং কে তাদেরকে এ ব্যাপারে জানিয়েছে?

২. আসল ব্যাপার এই যে, রাবী কখনো হাদীসকে পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেন। আবার কখনো প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন। অতএব সব সময় পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করা জরুরী নয়।

قوله قال ابوداود روى هذا الحديث هشيمٌ وخالدٌ وابنُ ادریسَ
عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ

এটা বারা এর বর্ণিত حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ বিশিষ্ট সনদের উপর একটি অভিযোগ

অভিযোগ : ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে لا يَعُودُ বাক্য বর্ণনার ক্ষেত্রে শারীক একক ব্যক্তি। কেননা হুসাইন, খালিদ, ইবনে ইদ্রিস, ও সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এটা বর্ণনা করতেন না। কাজেই এ বাক্যটি শায।

উত্তর : ইয়াযীদে থেকে শারীকের বর্ণনায় ৭জন মুতাবি' রয়েছে-

১. ত্বহাবী শরীফে সুফিয়ান সাওরী, ২. কামিল ইবনে আদিতে হুশাইম, ৩. দারকুতনী গ্রন্থে ইসমাইল ইবনে জাকারিয়া, ৪. আল খিলাফিয়াতুল বায়হাকী গ্রন্থে ইসরাইল ইবনে ইউনুস, ৫. জুযউ রফ'ই ইয়াদাইন (বুখারী সংকলিত) গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান, ৬. তাবরানী আওসাত গ্রন্থে

হামযা যায়য়াত ও ৭. দারকুতনী গ্রন্থে শো'বা। তবে তাদের ভাষ্য এই كَانَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ আর এ ভাষ্যটি لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ মুরাদিফ।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود هَذَا الْحَدِيثُ
عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ এটা বারা (রা) এর সনদের উপর তৃতীয় অভিযোগ।

অভিযোগ : এই যে, এই হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা সগীর কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে মুতাকাল্লামফিহ বা ক্রটিযুক্ত।

উত্তর : উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সহায়ক ভূমিকার দ্বারা এটা দলিলযোগ্য। উপরোক্ত সহীহ না হওয়ার দ্বারা হাসান ও দলিলযোগ্য না হওয়া অপরিহার্য হয় না।

بَابُ مَنْ رَأَى الْإِسْتِفْتَاَحَ بِسُبْحَانَكَ ص ۱۱۳

قوله قال ابوداود وهذا الحديث يقولون هو عن علي عن
বিশিষ্ট আবু

সাইদ খুদরী এর হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট হাসান বসরীর পক্ষ থেকে মুরসাল। যার মধ্যে আবু সাঈদের মাধ্যম বিলুপ্ত হয়েছে। সনদকে মুত্তাসিল করা জা'ফর ইবনে সুলাইমান এর ওয়াহাম। কিন্তু জা'ফর সিকা রাবী ছিলেন। ইবনে মায়ীন ও ইবনে মাদীনি বলেন- তিনি আমাদের কাছে সিকা। ইমাম আহমদ (র) বলেন- তার বর্ণনা গ্রহণে কোনো অসুবিধা নেই। বাযযার

(র) বলেন لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا فِي الْخَطِّ
এ কারণে জাফরের অতিরিক্ত অংশ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। তিরমিযী

(র) এই হাদীসকে আলী ইবনে আলী এর কারণে জয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। তবে তাকে ওয়াকি মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ও আবু যুরয়া সিকা বলেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন هو صالح ইমাম বায়হাকী (র) এ দোয়াকে হযরত আনাস, আয়েশা, জাবের, উমর ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা শক্তিশালী।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَوْلُهُ قَالَ ابوداود هذا الحديث ليس
بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ الخ

এটা উল্লেখিত হাদীসের উপর একটি অভিযোগ।

অভিযোগ : এই যে, এটাকে আব্দুস সালাম থেকে একমাত্র তলাক ইবনে গানাম এবং বুদাইল থেকে কেবল আব্দুস সালাম বর্ণনা করেছেন।

উত্তর : তলাক বুখারীর রাবীগণের অন্তর্গত এবং আব্দুস সালাম শায়খাইন তথা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের রাবী। আবু হাতেম তাকে সিকা বলেছেন। হাকিম (র) এ হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন এবং তার শাহেদও উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজর (র) বলেন الرِّجَالُ إِسْنَادُهُ ثِقَةٌ وَهَذَا مِنْ بَابِ الزِّيَادَةِ অতএব এটাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا قُطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ: قَوْلُهُ قَالَ ابوداود وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدَرَوِي هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ الخ - ص ۱۱۴

এটা আবু দাউদ (র) এর পক্ষ থেকে দুটি অভিযোগের বিবরণ।

প্রথম অভিযোগ : এই হাদীসটি মুনকার। কেননা হুমাইদ আ'রাজ মঞ্জী

হাড়া যুহুরী (র) এর অন্যকোনো শিষ্য এই হাদীসকে كَشَفَ وَجْهَ تِلَاوَتٍ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْاِيَةِ

রূপে বর্ণনা করেন নি। বরং শুধু এতোটুকু বর্ণনা করেছেন إِنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ الْاِيَةِ

উত্তর : মুনকার হাদীস বলা হয়- যে হাদীসকে কোনো জয়ীফ রাবী সিকা রাবীর খেলাপ বর্ণনা করেন। অথচ এখানে ইবনে সা'দ, ইবনে মাঈন, আবু যুরয়া প্রমুখ (র) হুমাইদকে সিকা বলেছেন। অতএব সম্ভবত মুসান্নিফ (র) বেখেয়ালে শায়ের স্থলে মুনকার বলেছেন, অথবা এটা ইমাম আহমদ (র) এর মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে। কেননা তিনি হুমাইদকে জয়ীফ বলেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ : **اِسْتِعَاذَةٌ** মূলত হাদীসে মারফুর অংশ নয়। বরং হুমায়ীদের উক্তি।

উত্তর : এটা নিছক মুসান্নিফ (র) এর ধারণার উপর ভিত্তি করে। এটা হাদীস বিশ্বদ্ধ হওয়ার জন্য স্ফতিকর নয়।

بَابُ مَنْ جَهَرَ بِهَا ص ١١٤

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي رَبِيعٍ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عَمَّارَةَ الخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, বিসমিল্লাহর অবতরণ কোরআন শরীফের অংশ হিসেবে হতো না। বরং কেবল পৃথক করণের জন্যই লেখা হতো। অন্যথায় সূরায়ে নামলে বিসমিল্লাহ অবতরণের পরে বিসমিল্লাহ লেখার অর্থ কি হতে পারে?

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ ص ١٢٠

অর্থাৎ যে সব নামাযে কেবল নীরবে পড়া হয় সেসবে সূরা ফাতেহা পড়া উচিত। এ শিরোনামের দিক দিয়ে অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ শিরোনামের উপর ফিট হয় না। অতএব সঠিক শিরোনাম অন্য কপি অনুযায়ী এই—

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي مَا جَهَرَ الْإِمَامُ يَا — :

بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এটা অত্র হাদীসের উপর একটি অভিযোগ।

অভিযোগ : এই যে,

فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ،

এ অংশটি যুহরী (র) এর নিজস্ব উক্তি। মারফু হাদীসের অংশ নয়। অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) এর উক্তি। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা জাহরী নামাযের মধ্যে ইমামের পিছনে কেবল পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা ঠিক নয়। এরপর আবু দাউদ (র) নিজের দাবির স্বপক্ষে ৬টি শাহিদ পেশ করেছেন-

প্রথম শাহিদ :

قَالَ ابوداود رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكِيْمَةَ هَذَا مُعْمَرٌ وَبُونَسٌ وَاسَامَةُ
بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ

যুহরী থেকে মালেক, মা'মার, ইউনুস ও উসামা ইবনে যায়েদ চারোজন

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ উল্লেখ করেছেন। যেমন **قَالَ** শব্দ দ্বারা বোঝা গেলো যে, বিশিষ্ট পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং **قَالَ** শব্দ দ্বারা বোঝা গেলো যে, এটা যুহরীর উক্তি। আবু হুরায়রা (রা) এর উক্তি নয়।

উত্তর : মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ এবং নাসায়ীর সহীহ হাদীসে **قَالَ** শব্দ উল্লেখ নেই। বরং মূল ইবারত এভাবে রয়েছে **مَالِي** **حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ** এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, **فَانْتَهَى النَّاسُ** বাক্যটি মারফু হাদীসের অংশ অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা) এর উক্তি।

দ্বিতীয় শাহিদ :

قَالَ ابوداؤد قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ الخ
বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বোঝা গেলো যে, **فَانْتَهَى النَّاسُ** বাক্যটি মা'মার ইমাম যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব এটা যুহরীর উক্তি হলো।

উত্তর : এই ইবারতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, মা'মারের এ বর্ণনাটি যুহরী থেকে অথবা এটাকে যুহরীর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই সুনির্দিষ্ট। যেমন সামনে ইবনুস সুরাহ্ এর বর্ণনায় রয়েছে **قَالَ مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابُو هُرَيْرَةَ** মা'মার সম্পর্কে ইমাম আহমদ ও ইবনে মায়ীন বলেন-

إِنَّمَا مُعْمَرٌ أَوْثَقُ النَّاسِ فِي الزُّهْرِيِّ

তৃতীয় শাহিদ :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الخ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ যুহরী আবু
দাউদের উস্তাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, قَالَ سَفِيَانٌ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ
بِكَلِمَتِهِ لَمْ أَسْمَعَهَا فَقَالَ مُعْمَرُأَنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ

অর্থাৎ সুফিয়ান বলেন—আমি যুহরীর এ বাক্যটি শুনতে পাইনি। এ ব্যাপারে
মা'মারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন قَالَ الزُّهْرِيُّ فَانْتَهَى النَّاسُ এর
দ্বারা বোঝা যায় যে, এ বাক্যটি ইমাম যুহরীর; আবু হুরায়রা (রা) নয়।

উত্তর : এর উদ্দেশ্য এই যে, যুহরী (র) বর্ণনা স্বরূপ এটাকে আবু
হুরায়রা (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন। নিজের পক্ষ থেকে নয়। যেমন ৩
নম্বর শাহিদের উত্তরে অতিবাহিত হলো।

চতুর্থ শাহিদ :

قَالَ ابوداور و رواه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَأَنْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ

যুহরী থেকে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক النَّاسُ বাক্যটি
উল্লেখ করেননি। বরং তার বর্ণনা مَالِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ এর উপর শেষ
হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এ বাক্যটি মারফু হাদীসের অংশ নয়। বরং
যুহরীর নিজস্ব উক্তি।

উত্তর : এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। এর দ্বারা এর অনুল্লিখিত বাক্য অস্বীকার
করা যায় না। সংক্ষেপ হওয়ার দলিল অন্যান্য রেওয়ায়েত। আর হাদীসকে
সংক্ষেপ করা নিঃসন্দেহে জায়েয।

পঞ্চম শাহিদ :

وَرَوَاهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ
الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ الخ

যুহরী থেকে আউযায়ীর বর্ণনায় এ শব্দ রয়েছে قَالَ الزُّهْرِيُّ الخ আর এ
বাক্যটি النَّاسُ বাক্যের মুরাদিফ। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে,
এটা যুহরীর নিজস্ব উক্তি।

ষষ্ঠ শাহিদ :

قَالَ ابُو داوود سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ
فَأَنْتَهَى النَّاسَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া ইবনে ফারেসের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এ বাক্যটি যুহরীর বর্ণনা।

উত্তর : মূল ব্যাপার এই যে, ইমাম যুহরী যখন এই হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করতেন তখন শেষ বাক্য فَأَنْتَهَى النَّاسَ কোনো কোনো শিষ্য শুনতে পাননি। তারা অন্যান্য শিষ্যদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দিলেন قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَنْتَهَى النَّاسَ এর আসল উদ্দেশ্য এই যে, এ বাক্যটি মারফু হাদীসেরই শেষ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি ভুল বুঝার কারণে এটাকে যুহরীর উক্তি গণ্য করেছেন। অথচ বাস্তবে তা আবু হুরায়রার উক্ত ছিলো। সুতরাং قَالَ الزُّهْرِيُّ এর অর্থ এই হলো যে,

قَالَ الزُّهْرِيُّ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لَّا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ

সকল অভিযোগ মেনে নিয়ে তার সামষ্টিক উত্তর

১. হানাফীগণ কেবল এই হাদীসের বাক্য فَأَنْتَهَى النَّاسَ الخ দ্বারা দলিল পেশ করেন না। বরং প্রথম বাক্য هَلْ قَرَأَ مَعِيَ এবং দ্বিতীয় বাক্য مَالِي دَرَا تَارَا দলিল পেশ করেন। কেননা এ উভয়টি অস্বীকার মূলক প্রশ্ন। সুতরাং এ উভয় দলিল গ্রহণ করা যুক্তযুক্ত ও সঠিক।

২. আল্লামা ইবনে তায়মিয়া বলেন— যদি এ কথাটি মেনেও নেয়া হয় যে বাক্যটি যুহরীর উক্তি তথাপি এ হাদীসটি দলিলযোগ্য। কারণ ইমাম যুহরী (র) ছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং সুন্নাহ ও হাদীসের ইমাম। সুতরাং ইমামের পিছনে কেবল পড়া যদি জায়েয ও প্রচলিত থাকতো তাহলে যুহরী (র) আদৌ এ বাক্য বলতেন না।

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرُ ص ١٣٥

এ শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত হাদীসগুলো শিরোনামের বিষয়ের উপর সঙ্গতিশীল নয়। সুতরাং অন্য নুসখা মোতাবেক সঠিক শিরোনাম এই—

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرُ

প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহ দ্বারা জাহরী নামাযের মধ্যে এবং এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা সিররী নামাযের মধ্যে কেবরাত খালফাল ইমাম এর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصَتَ لِلْقُرْآنِ قَالَ ذَاكَ إِذَا جُهِرَ بِهِ

এর উদ্দেশ্য এই যে, শো'বা (র) স্বীয় উস্তাদ শায়খ কাতাদার নিকট আপনার উস্তাদ সাঈদ ইবনে মুসায়্যব **أَنْصَتَ لِلْقُرْآنِ** এর কারণে সর্বত্রভাবে ইমামের পিছনে নীরব থাকার নির্দেশ দেন। অথচ আপনি সিররী নামাযে ইমামের পিছনে কেবরাত পড়াকে জায়েয বলে থাকেন। তখন কাতাদা উত্তর দিলেন যে, আমার উস্তাদের কথার মধ্যে নীরব থাকার নির্দেশ জাহরী নামাযের সাথে নির্দিষ্ট। সিররী নামাযে নয়। কিন্তু বাস্তব এই যে, কাতাদার উক্তি সঠিক নয়। কারণ **أَنْصَتَ لِلْقُرْآنِ** এর নির্দেশ শব্দের ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে সব নামাযকেই शामिल করে।

قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ

এটা নিছক কাতাদার ব্যক্তিগত ধারণা। অন্যথায় হাদীসে তো মাকরুহ ও নিষেধ হওয়ার দলিল রয়েছে। নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন—

أَيُّكُمْ قَرَأَ قَالُوا رَجُلٌ قَالَ قَدُّعْرَفْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجِنِيهَا

এবং উপরে স্বয়ং কাতাদা শো'বা এর উত্তরে জাহরী নামাযে কিরাত খালফাল ইমাম নিষিদ্ধ হওয়াকে মেনে নিয়েছেন। অতএব এখানেও একইভাবে সিররী নামাযের মধ্যেও তদ্রূপ হবে।

بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

অর্থাৎ পূর্ণ নামাযে প্রতিবার মাথা উত্তোলন করা নিচু হওয়া, দাঁড়ানো, বসা, এবং অবস্থার পরিবর্তনের সময় তাকবীর বলা প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর যুগে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বলার ক্ষেত্রে মুনফারিদের বিষয়ে মতানৈক্য ছিলো। কিছু সংখ্যক মনীযী যথা

হযরত উমর, মুয়াবিয়া, কাতাদা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, হাসান বুসরী প্রমুখ (র) এর মাযহাব না বাচক ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সকল মনীষী সকল তাকবীর বৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হন। তবে মারওয়ান এবং বনী উমাইয়া এসকল তাকবীর স্বরবে বলা পরিত্যাগ করেছিলেন। বস্তুত তা সুন্নতের পরিপন্থী।

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ
وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ الخ

উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত হাদীসের শেষাংশ **إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ** উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত হাদীসের শেষাংশ **إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ** কে শোয়াইব ইবনে আবু হামযা যুহরী সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুল আ'লা যুহরী সূত্রে মা'মার থেকে এই হাদীস মুত্তাছিল হওয়ার ব্যাপারে শোয়াইবের সাথে একমত হয়েছেন। কিন্তু মালিক ইবনে আনাস ও যুবাইদি প্রমুখ যুহরী থেকে এটাকে আলী জয়নুল আবেদীন সূত্রে মুরছালভাবে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ

এর উদ্দেশ্য এই যে, ইবনে বাশ্যার (র) হাসান ইবনে ইমরানের যে বিশেষণ 'শামী' উল্লেখ করেছেন তা সঠিক। কারণ তিনি হলেন আসকালানী। আর আসকালান হলো শামের একটি শহর। এছাড়া আবু দাউদ (র) হাসানের কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহও উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الخ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এখানে **وَكَانَ لَا يَتِيمُ التَّكْبِيرِ** এর অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) উঠা-বসা ইত্যাদি অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকবীরের সংখ্যাপূর্ণ করতেন না। বরং প্রথম সাজদায় গমনকালে এবং সাজদা হতে মাথা উঠানোকালে তাকবীর পরিহার করতেন।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রত্যেক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকবীর প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। অথচ এই ইজমাটি এই হাদীসের পরিপন্থী প্রতীয়মান হয়।

উত্তর : ১. ইমাম বুখারী (র) স্বীয় তারীখ গ্রন্থে আবু দাউদ তায়ালিছির এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন **هَذَا عِنْدِي بَاطِلٌ** এটা আমার নিকট বাতিল।

আর তাবারী ও বায্যার (র) বলেন- এই হাদীসে হাসান ইমরান মুতাফাররিদ এবং তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ।

২. যদি একথা সঠিক হয় তাহলে উত্তর এই যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকবীর পরিত্যাগ করা জায়েয হওয়া বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন করতেন । পরবর্তীকালে নামাযের প্রত্যেক অবস্থা পরিবর্তনের সময় তাকবীর বলার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

৩. হাদীসের অর্থ এই যে, كان অথবা

وَكَانَ لَايْتُمُّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ يَا لَايْمُدُّ فِي التَّكْبِيرِ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ص ১২৩

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود قَالَ سُفْيَانُ الشُّرَيْبِيُّ الخ

এর দ্বারা মতনের ইখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উবাইদ ইবনে হাসানের জৈনৈক শিষ্য আ'মাশ তার হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত দোয়া اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ উয়ুর পরে হওয়া উল্লেখ করেছেন । আর অপর দুই শিষ্য সাওরী ও শো'বা রুকুর পরে হওয়া বর্ণনা করেননি । সাওরী (র) বলেন- আমি প্রথমত এ হাদীসটি উবাইদ থেকে অন্যের মাধ্যমে হাসিল করেছি । তাতে এ বিষয়টি উল্লেখ ছিলো । কিন্তু পরবর্তীকালে স্বয়ং উবাইদ থেকে সরাসরি শুনেছি । তাতে রুকুর পরের কথাটি উল্লেখ ছিলো না ।

قَوْلُهُ قَالَ ابوداود رَوَاهُ شُعْبَةُ الخ

এর দ্বারা সনদের ইখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে নুমাইর থেকে ইত্যাদি আ'মাশ থেকে উবাইদ ইবনুল হাসান সূত্রে বলেছেন । আর সুফিয়ান ও শো'বা আবুল হাসান উবাইদ থেকে বলেছেন । শো'বা আবু ইসমা থেকে আ'মাশ সূত্রে, আর আ'মাশ কেবল উবাইদ বলেছেন । বাস্তব কথা এই যে, ইবনুল হাসান ও আবুল হাসান উভয়টি সঠিক ।

بَابُ طَوْلِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ص ١٢٤

قَوْلُهُ كَانَ سُجُودَهُ وَرُكُوعَهُ وَقُعُودَهُ وَمَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا (সাজদা, রুকু, প্রথম বৈঠক ও দুই সাজদার মধ্যে বসা) এই ইবারত যদি এভাবেই হয় তাহলে قعود দ্বারা প্রথম বৈঠক এবং মابিন দ্বারা জালসা উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখায় এবং অন্যান্য কিতাবে বারা (রা) এর যে হাদীস রয়েছে তাতে مابين السجدين এর ওয়াও উল্লেখ নেই।

সুতরাং এক্ষেত্রে তিনটি বস্তু হলো- ১. সাজদা, ২. রুকু, ৩. দুই সাজদার মাঝে বসা। শেষ বৈঠক এতে शामिल নয়। কোনো কোনো নুসখায় وقعودে শব্দ উল্লেখ নেই। সুতরাং এখনো এই তিনটি জিনিসই হলো। বুখারীর বর্ণনা দ্বারা এর সহায়তা লাভ হয়। সহীহ বুখারীর শব্দ এই যে,

كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ الْخ

প্রশ্ন : এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাজদা, রুকু এবং জালসায় সামঞ্জস্যতা ছিলো। অথচ শিরোনামে দাঁড়ানো ও বসার ক্ষেত্রে অধিক বিলম্ব উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : ১. রুকু ও সাজদা দীর্ঘ হয়ে থাকে। অতএব এর সাথে সাথে জালসা ও কাওমার দৈর্ঘ্যতা প্রমাণিত হয়।

২. কোনো কোনো বর্ণনায় এখানে কিয়াম শব্দও উল্লেখ রয়েছে। আর কিয়ামই সবচাইতে দীর্ঘ হয়ে থাকে। সুতরাং কিয়াম যখন দীর্ঘ হলো কাজেই সাজদা, রুকু ও জালসার দৈর্ঘ্যতা প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابُو كَامِلٍ قَوْلُهُ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرُكُعَتِهِ وَسَجْدَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرُّكُوعِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلَسَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَابَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

কিয়াম, কাওমা, জালসা ও সহ সাজদা এগুলোর মধ্যে ৩টি বিষয় অনুধাবন যোগ্য।

قوله فَوَجَدَتْ قِيَامَهُ كَرُكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ ۱.

এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

(ক) কিয়াম, রুকু ও সাজদা উভয়ের সমষ্টির সমপরিমাণ ছিলো। এ সময় রুকু ও সাজদার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি অর্ধকিয়াম সমপরিমাণ হবে।

(খ) আমি কিয়ামকে রুকু ও সাজদার মধ্য থেকে প্রত্যেকটির সমান পেয়েছি। এ সময় তিনোটি সমপর্যায়ের হবে অর্থাৎ কিয়াম, রুকু ও সাজদা প্রত্যেকটি একই পর্যায়ের ছিলো।

قوله وَأَعْتَدَالَهُ فِي الرُّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ ۲. এটা কিয়ামে এর উপর

মাতুফ এর উদ্দেশ্য ২টি-

১. রুকুর মধ্যে ধিরস্থিরতা অবলম্বন করা,

২. রুকুর পরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ধিরস্থিরতা অবলম্বন করা। মুসলিম শরীফে দ্বিতীয় সম্ভবনাকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

قوله وَسَجْدَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ ۳.

প্রশ্ন : بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ কোন ধরনের সাজদা?

উত্তর : ১. হযরত গাস্খুহী (র) বলেন- এর দ্বারা সহ সাজদা উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ যদি সাজদা হতো তাহলে তা এভাবে হতো। অতএব تسلیم দ্বারা উদ্দেশ্য সহ সাজদার সালাম এবং انصراف দ্বারা উদ্দেশ্য নামায থেকে অবসর হওয়া।

২. আবু কামিলের এ বর্ণনায় কোনো রাবী বা কোনো কাতিবের ভুলক্রমে কিছু ভাষ্য বিলুপ্ত হয়েছে। নাসায়ী, মুসলিম, মুনসাদে আহমদ প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় যে, মূল ভাষ্য এরূপ كَسَجْدَتِهِ وَجَلَسَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتِهِ وَجَلَسَتِهِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ এর পরে وَجَلَسَتِهِ শব্দটি বিলুপ্ত হয়েছে। সামনে মুসাদাদের পরবর্তী উল্লেখিত বর্ণনায় এভাবে রয়েছে-

قال مُسَدَّدٌ فَوَجَدَتْ قِيَامَهُ فَرُكْعَتَهُ وَأَعْتَدَالَهُ بَيْنَ الرُّكْعَتَيْنِ

فَسَجْدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجَلَسَتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِّنَ السَّوَاءِ الخ

تَاثِرًا أَعْتَدَالِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ تَاثِرًا আৰ এখানে ২ রাকাতের মাঝে ধিৰস্থিৰতা অবলম্বনের ক্ষেত্ৰে تَغْلِبُ হয়েছে। অর্থাৎ এখানে রুকু ও সাজদার মাঝে ধিৰস্থিৰতা উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, جُلُوسَةٌ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ এর উদ্দেশ্য কোনটি?

উত্তর : হযরত গাঙ্গুহী (র) এর উক্তি মতে এর ২টি উদ্দেশ্য হতে পারে—

১. এর দ্বারা শেষ বৈঠক হতে পারে। অতএব تسليم দ্বারা উদ্দেশ্য তাশাহুদদের মধ্যকার সালাম। অর্থাৎ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ সুতরাং এটা অংশ (جزء) দ্বারা كل বা পূর্ণাঙ্গের নামকরণের অন্তর্গত হলো। আর انصراف দ্বারা উদ্দেশ্য নামায থেকে অবসর হওয়া এবং সালাম ফেরানো।

২. এ বৈঠক দ্বারা সালাম ফেরানোর পরে সামান্য সময় বসা উদ্দেশ্য। যা সাধারণত নামায শেষ হওয়ার পর মহিলাদের বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষার দরুন হতো। অতএব تسليم দ্বারা নামায থেকে অবসরের সালাম এবং انصراف দ্বারা নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্য।

وَهَذَا أَخْرَمًا أَرَدْنَا إِزَادَةً فِي هَذَا الْمَخْتَصَرِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا - عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

সমাপ্ত